অক্টোবর ২০১৯ ▪ আশ্বিন-কার্তিক ১৪২৬

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

জাতিসংঘের ৭৪তম অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ

রাসেলের জন্য ভালোবাসা

বিশ্ব শিশু দিবস এবং শেখ রাসেলের জন্মদিন

আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস : সামাজিক কর্মপরিকল্পনা

সচিত্র বাংলাদেশ

দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এবং ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা

- যে-কোনো বিষয়ে লেখা পাঠানো যায়।
- লেখা সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। লেখার সাথে চিত্র দেওয়া হলে তা ক্যাপশনসহ প্রেরণ করা আবশ্যক।
- প্রতিটি লেখার জন্য লেখক সম্মানী দেওয়া হয়।
- হার্ডকপির সাথে সিডি বা ই-মেইলে লেখা পাঠানো হলে তা অধিকতর গ্রহণযোগ্য।
- e-mail: editorsb@dfp.gov.bd
  dfpsb@yahoo.com

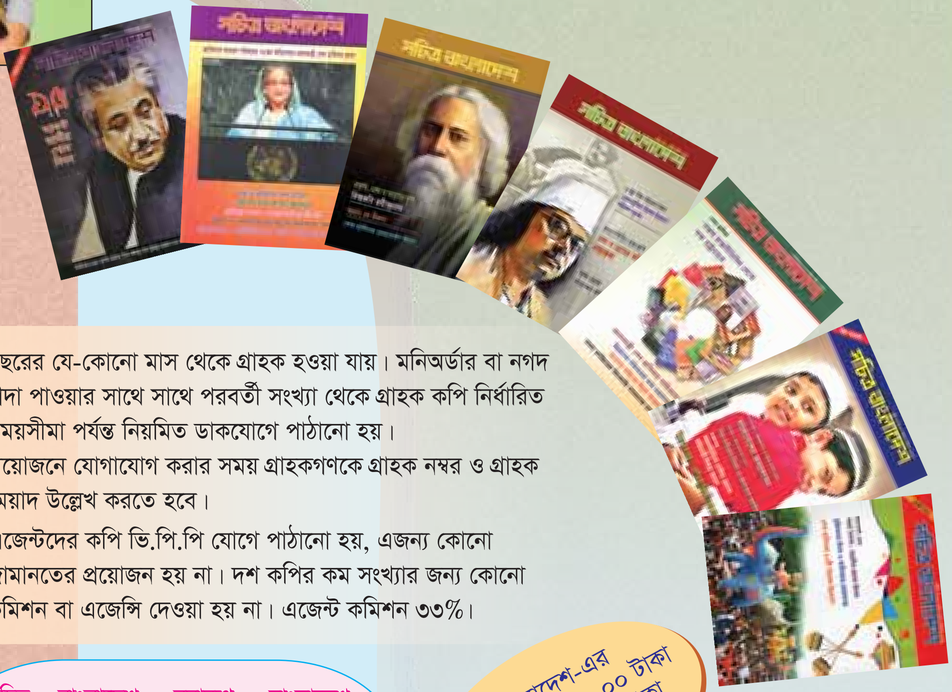

- বছরের যে-কোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। মনিঅর্ডার বা নগদ চাঁদা পাওয়ার সাথে সাথে পরবর্তী সংখ্যা থেকে গ্রাহক কপি নির্ধারিত সময়সীমা পর্যন্ত নিয়মিত ডাকযোগে পাঠানো হয়।
- প্রয়োজনে যোগাযোগ করার সময় গ্রাহকগণকে গ্রাহক নম্বর ও গ্রাহক মেয়াদ উল্লেখ করতে হবে।
- এজেন্টদের কপি ভি.পি.পি যোগে পাঠানো হয়, এজন্য কোনো জামানতের প্রয়োজন হয় না। দশ কপির কম সংখ্যার জন্য কোনো কমিশন বা এজেন্সি দেওয়া হয় না। এজেন্ট কমিশন ৩৩%।

সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ, বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি ও অ্যাডহক প্রকাশনাসমূহ সহজে পেতে এই ০১৫৩১৩৮৫১৭৫ বিকাশ নম্বরে যোগাযোগ করে টাকা পাঠিয়ে দিন।

সচিত্র বাংলাদেশ-এর
বার্ষিক চাঁদা ৩০০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১৫০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২৫.০০ টাকা

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বণ্টন)

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর

১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৯৩৫৭৪৯০

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন

www.dfp.gov.bd

www.facebook.com/sachitrabangladesh/

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

অক্টোবর ২০১৯ ❏ আশ্বিন-কার্তিক ১৪২৬

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা মুজিব, শেখ হাসিনা, শেখ রেহানা, শেখ কামাল ও শেখ জামালসহ পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে শেখ রাসেল

সম্পাদকীয়

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৭শে সেপ্টেম্বর ২০১৯ নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭৪তম অধিবেশনে ভাষণ দেন। ভাষণে প্রধানমন্ত্রী মিয়ানমারের রোহিঙ্গাদের নৃশংসতা ও অমানবিকতার চিত্র তুলে ধরেন। রোহিঙ্গা সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য জাতিসংঘ এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানান তিনি। রোহিঙ্গা সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য সুনির্দিষ্ট ৪ দফা প্রস্তাব তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। জাতিসংঘে দেওয়া প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের প্রশংসা করেন বিশ্ব নেতৃবৃন্দ। *সচিত্র বাংলাদেশ*-এর পাঠকদের জন্য প্রধানমন্ত্রীর ভাষণটি অক্টোবর সংখ্যায় ছাপানো হলো।

১৮ই অক্টোবর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছোটো ভাই শেখ রাসেলের জন্মদিন। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট কালরাতে নির্মম হত্যাযজ্ঞের শিকার হন তিনি। তখন তার বয়স ছিল ১১ বছর, চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র তিনি। কী অপরাধ ছিল ছোট্ট রাসেলের! বেঁচে থাকার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন তিনি। শেখ রাসেল মানবাধিকার বঞ্চিত শিশুদের প্রতীক। ৭ই অক্টোবর বিশ্ব শিশু দিবস। বিশ্ব শিশু দিবসের প্রাক্কালে তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। শেখ রাসেলকে নিয়ে নিবন্ধ ও কবিতা প্রকাশিত হলো এ সংখ্যায়।

সরকার দুর্যোগ প্রশমনে উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি অর্জন করেছে। দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকল্পে বাংলাদেশ সরকারের প্রযুক্তিগত দক্ষতা বাড়াতে সরকার দাতা সংস্থাগুলোর প্রতি আহ্বান জানান। এ সংখ্যায় দুর্যোগ প্রশমনের সাফল্য বিষয়ে একটি নিবন্ধ ছাপা হয়েছে।

এ মাসে পালিত দিবসসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– আন্তর্জাতিক কন্যা শিশু দিবস, বিশ্ব খাদ্য দিবস ও আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস। এ নিয়ে অক্টোবর সংখ্যায় রয়েছে প্রবন্ধ-নিবন্ধ।

এছাড়া গল্প, কবিতা ও নিয়মিত বিভাগ নিয়ে সাজানো হয়েছে সংখ্যাটি। আশা করি, অক্টোবর ২০১৯ সংখ্যাটি সবারই ভালো লাগবে।

প্রধান সম্পাদক
মোহাম্মদ ইসতাক হোসেন

সিনিয়র সম্পাদক
মো. জাহিদুল ইসলাম

সম্পাদক
সুফিয়া বেগম
মহাঃ শামসুজ্জামান

কপি রাইটার
মিতা খান

সহ-সম্পাদক
সানজিদা আহমেদ
ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

শিল্প নির্দেশক
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন

অলংকরণ: নাহরীন সুলতানা

আলোকচিত্রী
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

সম্পাদনা সহযোগী
জান্নাত হোসেন
শারমিন সুলতানা শান্তা

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৯৩৩২১২৯, ৯৩৩৩১৪৯
E-mail : editorsb@dfp.gov.bd
dfpsb1@gmail.com
dfpsb@yahoo.com
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৫৭৪৯০

মূল্য : পঁচিশ টাকা

গ্রাহক মূল্য : ষাণ্মাসিক ১৫০ টাকা এবং বার্ষিক ৩০০ টাকা।
নিয়মিত গ্রাহক হওয়ার জন্য যোগাযোগ : **সহকারী পরিচালক** (বিক্রয় ও বিতরণ), চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর;
স্থানীয় এজেন্ট এবং সকল জেলা তথ্য অফিস।

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়
সূচিপত্র

নিবন্ধ/প্রবন্ধ

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৪তম অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাষণ ৪

রাসেলের জন্য ভালোবাসা ৮
অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ

বিশ্ব শিশু দিবস এবং শেখ রাসেলের জন্মদিন ৯
খালেক বিন জয়েনউদদীন

বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী এক আদর্শের জীবন্ত প্রতীক ১১
রহিম আব্দুর রহিম

আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস: সামাজিক কর্মপরিকল্পনা ১৩
সুহৃদ সরকার

বাল্যবিয়ে রোধে সচেতনতা ১৫
ম. জাভেদ ইকবাল

বাংলার লোকায়ত ভাটিয়ালি সংগীত ১৭
আলী হাসান

খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন ও খাদ্য নিরাপত্তা আইন ১৮
মিজানুর রহমান মিথুন

জসীমউদ্‌দীন আমাদের অন্তরের শক্তির মতো ২০
গাজী রফিক

দুর্যোগ প্রশমনে সরকারের সাফল্য ২২
মো. খালেদ হোসেন

বিশ্ব বসতি দিবস ২০১৯ ২৪
মো. শাহাদত হোসেন

সমন্বিত ভর্তি ব্যবস্থাপনায় শিক্ষার সার্বজনীনতা ও আধুনিকীকরণ সম্ভব ২৫
ড. ফোরকান উদ্দিন আহমদ

বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস ২০১৯ ২৭
রিয়া আহমেদ

পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ স্বল্প পরিচিত কয়েকটি ফলের বর্ণনা ২৮
এ.টি.এম নুরুল ইসলাম

বাংলা বর্ষপঞ্জিতে পরিবর্তন ৩০
সাবিত্রী রানী

স্তন ক্যানসার: সচেতনতাই সমাধান ৩১
আহনাফ হোসেন

আন্তর্জাতিক কন্যা শিশু দিবস ২০১৯ ৩৩
মোনালি আমিন

বাংলাদেশের প্রথম মেরিন ফিশ অ্যাকোয়ারিয়াম ৩৪
কুমার দেব

হাইলাইটস

গল্প

শেখ রাসেলের জন্মদিন রফিকুর রশীদ	৩৫
জুলেখার স্বপ্ন নাসিম সুলতানা	৩৭
কবিতাগুচ্ছ	৩৯, ৪০, ৪১, ৪২

মাকিদ হায়দার, বাতেন বাহার, খান চমন-ই-এলাহি জাকির আজাদ, পথিক শহিদুল, দেলওয়ার বিন রশিদ গাজী মুশফিকুর রহমান লিটন, রবিউল ইসলাম পারভীন আক্তার, আমিরুল হক, ফায়েজা খানম সালমা শেলী, শাহরিয়ার নূরী, মোহাম্মদ হোসেন সায়েদা হোসেন, নোলক মজুমদার, সৈয়দ শাহরিয়ার রকিবুল ইসলাম, সাদিয়া রেজা

বিশেষ প্রতিবেদন

রাষ্ট্রপতি	৪৩
প্রধানমন্ত্রী	৪৪
তথ্যমন্ত্রী	৪৫
জাতীয় ঘটনা	৪৭
আন্তর্জাতিক	৪৮
উন্নয়ন	৪৯
ডিজিটাল বাংলাদেশ	৫০
শিল্প-বাণিজ্য	৫১
শিক্ষা	৫১
নারী	৫২
বিনিয়োগ	৫৩
সামাজিক নিরাপত্তা	৫৪
কৃষি	৫৪
বিদ্যুৎ	৫৫
নিরাপদ সড়ক	৫৬
কর্মসংস্থান	৫৭
পরিবেশ ও জলবায়ু	৫৭
স্বাস্থ্যকথা	৫৮
যোগাযোগ	৫৮
মাদক প্রতিরোধ	৫৯
সংস্কৃতি	৬০
চলচ্চিত্র	৬০
প্রতিবন্ধী	৬১
শিশু ও কিশোর উন্নয়ন	৬১
ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী	৬২
ক্রীড়া	৬৩
শ্রদ্ধাঞ্জলি: চলে গেলেন শিল্পী কালিদাস কর্মকার	৬৪

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৪তম অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাষণ

২৭শে সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৪তম অধিবেশনে ভাষণ দেন। ভাষণে তিনি রোহিঙ্গা সংকটের পাশাপাশি বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রা, অর্থনৈতিক অগ্রগতি, ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়ন এবং নারীর ক্ষমতায়ন প্রসঙ্গ তুলে ধরেন। রোহিঙ্গাদের দেশে ফিরিয়ে নিতে মিয়ানমারকে চাপ সৃষ্টির জন্য বিশ্বনেতাদের প্রতি আহ্বান জানান এবং এ সংকট নিরসনে চার দফা প্রস্তাব তুলে ধরেন। প্রধানমন্ত্রীর ভাষণটি বিস্তারিত পড়ুন, পৃষ্ঠা-৪

রাসেলের জন্য ভালোবাসা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেল। বঙ্গবন্ধুর মতোই ছিল তাঁর উদার হৃদয়, ছিল মানুষের প্রতি গভীর ভালোবাসা। শেখ রাসেলের মাঝে বঙ্গবন্ধুর সকল গুণেরই পূর্বাভাস পরিলক্ষিত হয়েছিল। রাসেলের জ্বলজ্বলে সুতীক্ষ্ণ চোখ দুটোই বলে দেয় ওই শিশুর মাঝে ছিল ভিন্ন কিছু। আজ বেঁচে থাকলে যে ভিন্নতা বাঙালি জাতি সম্যক অনুধাবন করতে পারত। এটা বুঝেই পনেরো আগস্টের কালরাতে ঘাতকেরা বঙ্গবন্ধুসহ পরিবারের সকলকেই হত্যা করেছে– হত্যা করেছে এগারো বছরের শিশু শেখ রাসেলকেও। এ বিষয়ে নিবন্ধ দেখুন, পৃষ্ঠা-৮

আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস: সামাজিক কর্মপরিকল্পনা

বাংলাদেশে প্রবীণ নীতিমালা ২০১৩ অনুসারে ৬০ বছর হলে একজন ব্যক্তিকে প্রবীণ বা সিনিয়র সিটিজেন হিসেবে ধরা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রবীণদের সংখ্যা ১.৪০ কোটি। ১৯১৩ সালে পিতা-মাতার ভরণ পোষণ আইন ও প্রজাতন্ত্রের অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের বৈশাখি ভাতাসহ বিভিন্ন কার্যক্রম চালু করে শেখ হাসিনা সরকার। সঙ্গে সঙ্গে প্রবীণদের মানবিক অধিকার সমুন্নত রাখার জন্য সরকার জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা ২০১৩ অনুমোদন করে। এ নিয়ে নিবন্ধ দেখুন, পৃষ্ঠা-১৩

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ ও নবারুণ দেখুন
www.dfp.gov.bd
e-mail: editorsb@dfp.gov.bd, dfpsb@yahoo.com
www.facebook.com/sachitrabangladesh/

মুদ্রণে : রূপা প্রিন্টিং অ্যান্ড প্যাকেজিং, ২৮/এ-৫ টয়েনবি সার্কুলার রোড মতিঝিল, ঢাকা-১০০০। ফোন: ৭১৯৪৭২০

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৪তম অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাষণ

২৭শে সেপ্টেম্বর ২০১৯

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

জনাব সভাপতি,

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৪তম অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় আপনাকে অভিনন্দন জানাই। একইসঙ্গে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি মিজ্ মারিয়া ফার্নান্দা এসপিনোসা গার্সেসকে বিগত এক বছর ধরে সাধারণ পরিষদে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব প্রদানের জন্য। জাতিসংঘের মহাসচিব জনাব আন্তোনিও গুতেরেসকে তাঁর গতিশীল নেতৃত্বের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

অন্তর্ভুক্তির জন্য মাল্টিলেটারিজম বা বহুপাক্ষিকতাকে উজ্জীবিত করার যে আহ্বান আপনি করেছেন তা খুবই প্রাসঙ্গিক। বিশ্বের বহুপাক্ষিক ফোরামের কর্ণধার হিসেবে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদই এই আহ্বানকে বাস্তবে রূপ দিতে পারে এবং এর মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী উন্নয়ন, শান্তি ও নিরাপত্তাকে এগিয়ে নেওয়ার সামর্থ্য রাখে। এই অধিবেশনে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহের মধ্যে দারিদ্র্য দূরীকরণ, মানসম্মত শিক্ষা, জলবায়ু সংক্রান্ত পদক্ষেপ এবং অন্তর্ভুক্তির মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নে আমাদের যে অঙ্গীকার ও যৌথ আকাঙ্ক্ষা তারই প্রতিফলন ঘটেছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনি ইশতেহারে যা আমাদের জনগণের আস্থা অর্জনে সাহায্য করেছে এবং আমরা টানা তৃতীয়বারের মতো সরকার গঠন করেছি। আমাদের ২১ দফার রাজনৈতিক অঙ্গীকার মূলত জনগণের কল্যাণের নিমিত্ত গৃহীত অঙ্গীকার।

জনাব সভাপতি,

বাংলাদেশ আজ প্রায়শই 'উন্নয়নের বিস্ময়' হিসেবে আলোচিত হচ্ছে। আন্তর্জাতিক বিশ্বে নানা অস্থিরতা এবং বিশ্বব্যাপী ক্রমাগত

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৭শে সেপ্টেম্বর ২০১৯ নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন আয়োজিত 'Sustainable Universal Health Coverage: Comprehensive Primary care inclusive of mental health and disabilities' শীর্ষক উচ্চপর্যায়ের সভায় বক্তৃতা করছেন–পিআইডি

জনাব সভাপতি,

আমি এই মহান মঞ্চে দাঁড়িয়ে স্মরণ করছি বাংলাদেশের স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। তিনি ১৯৭৪ সালে এই পরিষদে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেছিলেন: আমি উদ্ধৃত করছি: 'এই দুঃখ দুর্দশা সংঘাতপূর্ণ বিশ্বে জাতিসংঘ মানুষের ভবিষ্যৎ আশা-আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রস্থল। নানা অসুবিধা ও বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও জাতিসংঘ তার প্রতিষ্ঠার পর সিকি শতাব্দী কালেরও বেশি সময় ধরে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মানবজাতির অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে'। উদ্ধৃতি শেষ। বস্তুতপক্ষে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উন্নয়ন, শান্তি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘের নেতৃত্বমূলক ভূমিকার বিষয়টি তুলে ধরেছেন।

বাংলাদেশে আমরা মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের প্রস্তুতি নিচ্ছি। ২০২০ সালের মার্চ মাস থেকে তা শুরু হতে যাচ্ছে। তাঁর দর্শন ও চিন্তাধারার প্রতিফলন ঘটিয়ে আগামী বছর জাতিসংঘে আমরা এ উৎসব উদযাপন করতে চাই।

জনাব সভাপতি,

এবারের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনকে সামনে রেখে দারিদ্র্য দূরীকরণ, মানসম্মত শিক্ষা, জলবায়ু সংক্রান্ত পদক্ষেপ এবং

আর্থিক মন্দা সত্ত্বেও বাংলাদেশ গত ১০ বছর ধরে সমৃদ্ধি বজায় রেখেছে। স্পেকটেটর ইনডেক্স ২০১৯ অনুযায়ী, গত ১০ বছরে মোট ২৬টি দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সর্বোচ্চ। এ সময়ে বর্তমান বাজার দর অনুযায়ী মোট দেশজ উৎপাদনের ব্যাপ্তি ঘটেছে ১৮৮ শতাংশ। ২০০৯ সালে আমাদের জিডিপি'র আকার ছিল ১০২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা বেড়ে চলতি বছরে দাঁড়িয়েছে ৩০২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে।

দ্রুত অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে আমরা নানাবিধ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছি। এছাড়া উন্নয়ন কৌশল হিসেবে আমরা মনোনিবেশ করেছি দারিদ্র্য দূরীকরণ, টেকসই প্রবৃদ্ধি, পরিবেশ সুরক্ষা, মানবসম্পদ উন্নয়নের মতো বিষয়সমূহকে। গত ১০ বছর ধরে আমরা প্রগতিশীল ও সময়োপযোগী নীতি ও কার্যক্রম গ্রহণ করে আসছি যা আমাদের এনে দিয়েছে অসামান্য সাফল্য। আমাদের রপ্তানি আয় ২০০৫-২০০৬ অর্থবছরের তুলনায় তিন গুণ বেড়ে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে হয়েছে ৪০.৫৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। মাথাপিছু আয় সাড়ে তিন গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯০৯ মার্কিন ডলার হয়েছে। গত অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৮.১৩ শতাংশ।

২০০৫-২০০৬ থেকে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের মধ্যে আমাদের বিনিয়োগ জিডিপি'র ২৬ শতাংশ থেকে ৩১ দশমিক ৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। বেসরকারি বিনিয়োগ ৫ গুণ বেড়ে হয়েছে ৭০

দশমিক ৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার; বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ ৯ গুণ বেড়ে হয়েছে ৩৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

জনাব সভাপতি,

উন্নয়নের দুটি প্রধান অন্তরায় হলো দারিদ্র্য ও অসমতা। দ্রুততম সময়ে দারিদ্র্য হ্রাসকারী দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান শীর্ষে। ২০০৬ সালে আমাদের দারিদ্র্যের হার ছিল ৪১ দশমিক ৫ শতাংশ যা ২০১৮ সালে হ্রাস পেয়ে হয়েছে ২১ শতাংশ এবং অতি দারিদ্র্যের হার ২৪ শতাংশ থেকে ১১ দশমিক ৩ শতাংশে নেমেছে। 'আমার গ্রাম আমার শহর', 'আশ্রয়ণ', 'আমার বাড়ি আমার খামার'-এর মতো আমাদের নিজস্ব এবং গ্রামবান্ধব উদ্যোগসমূহ অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে অবদান রেখে আসছে। দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশকে পেছনে ফেলে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ৩৪তম।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং জাতিসংঘের মহাসচিব António Guterres ২৮শে সেপ্টেম্বর ২০১৯ নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সচিবালয়ে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মিলিত হন-পিআইডি

জনাব সভাপতি,

সামাজিক নিরাপত্তা, শোভন কর্ম পরিবেশ এবং অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে বৈষম্য দূরীকরণ বাংলাদেশের অন্যতম উন্নয়ন কৌশল। বর্তমান সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনিতে সমাজের অনগ্রসর ও অরক্ষিত অংশের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। অর্থ, খাদ্য, কর্মসংস্থান, প্রশিক্ষণ, সঞ্চয় ও সমবায়-এর মাধ্যমে এই সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে। আমাদের জিডিপি'র ২ দশমিক ৫৮ শতাংশ সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিতে ব্যয় করা হচ্ছে।

নারী-পুরুষ সমতা এবং বিদ্যালয়ে শতভাগ ভর্তির মাইলফলক অর্জনের পর আমরা এখন মানসম্মত শিক্ষার প্রসারে মনোনিবেশ করেছি। এলক্ষ্যে ই-শিক্ষা এবং যোগ্য শিক্ষক তৈরির ওপর গুরুত্ব প্রদান করেছি। ফলে বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ার হার ৫০ শতাংশ থেকে ১৮ শতাংশে হ্রাস পেয়েছে। ২০১০ সালে আমরা মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত সকল শিক্ষার্থীর মধ্যে বিনামূল্যে বই বিতরণ কর্মসূচি শুরু করি। এ পর্যন্ত প্রায় ২৯৬ কোটি পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে। শুধু ২০১৯ সালেই ৩৫ কোটি ২১ লাখ ৯৭ হাজার ৮৮২টি বই বিতরণ করা হয়। প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত ২ কোটি ৩ লাখ শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তিসহ বিভিন্ন প্রকার বৃত্তি দেওয়া হয়। প্রায় ১ কোটি ২৩ লাখ মায়ের কাছে উপবৃত্তির টাকা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে পৌঁছে যাচ্ছে।

জনাব সভাপতি,

সকল নাগরিককে স্বাস্থ্যসেবার আওতায় আনার লক্ষ্যে প্রায় ১৮,০০০ কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রের একটি বিশাল নেটওয়ার্ক আমরা গড়ে তুলেছি। এসব কেন্দ্র থেকে গ্রামীণ জনগণকে বিনামূল্যে ৩০ ধরনের ওষুধ এবং স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়। সেবাগ্রহীতাদের ৮০ শতাংশই নারী ও শিশু। এসব কর্মসূচির ফলে মাতৃমৃত্যুর হার, নবজাতক ও শিশু মৃত্যুহার, পুষ্টিহীনতা, খর্বকায়তা ও ওজনহীনতার মতো সমস্যাসমূহ ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে।

প্রতিবন্ধী, অটিজম এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষদের আমাদের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় সম্পৃক্ত করার বিষয়টিকে আমরা বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছি। বর্তমানে এ ধরনের প্রায় ১৬ লাখ ৪৫ হাজার ব্যক্তি নিয়মিত সরকারি ভাতা পাচ্ছেন।

জনাব সভাপতি,

প্রযুক্তিতে সমান প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনের জন্য আমরা মানবসম্পদে ব্যাপক বিনিয়োগ করছি। সারা দেশে ৫ হাজার ৮০০ ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে ৬০০ সরকারি ই-সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৯ কোটি এবং টেলি-ঘনত্ব ৯৩ শতাংশ অতিক্রম করেছে। চলতি বছর আমরা মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণ করেছি যা প্রত্যন্ত এলাকায় সম্প্রচার সেবা সম্প্রসারণ সহজতর করেছে এবং উন্নয়নের জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটিয়েছে।

সুনীল অর্থনীতি তথা ব্লু-ইকোনমি হলো আমাদের সম্ভাবনার আরেকটি নতুন দ্বার। বঙ্গোপসাগর থেকে সম্পদ আহরণে আমরা একটি নীতিমালা ও কর্মপরিকল্পনা তৈরি করেছি। জাতিসংঘ কর্তৃক স্বীকৃত নিয়ম অনুযায়ী আমাদের সীমানার অভ্যন্তরে ও বাইরে সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য রক্ষার্থে আমরা অবদান রেখে চলেছি।

জনাব সভাপতি,

পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের মূলনীতিকে উপজীব্য করে আমরা রূপপুরে আমাদের প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করছি। ইতোমধ্যে ৯৩ শতাংশ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে। সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহারকারী দেশ হিসেবে বর্তমানে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয়।

পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের প্রতি অঙ্গীকার মূলত পারমাণবিক অস্ত্রের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের দৃঢ় অবস্থানেরই বলিষ্ঠ প্রতিফলন। সম্প্রতি আমরা 'পারমাণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ চুক্তি' অনুস্বাক্ষর করেছি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২৭শে সেপ্টেম্বর ২০১৯ লোটে নিউইয়র্ক প্যালেস হোটেলের কেনেডি রুমে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মিলিত হন–পিআইডি

জনাব সভাপতি,

সদ্য সমাপ্ত 'Climate Action Summit'-এর মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক যে কার্যক্রম গ্রহণের ঘোষণা এসেছে তা টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের অংশ হিসেবে প্যারিস চুক্তির বাস্তবায়নকে আরও বেগবান করবে। 'Climate Resilience and Adaptation' সংক্রান্ত জোটের অংশীদার হিসেবে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে নানা বাধা-বিপত্তি ও দুর্যোগ ঝুঁকি মোকাবিলায় আমরা রূপান্তরযোগ্য এবং জলবায়ু-সহনশীল প্রযুক্তি ও শস্য উদ্ভাবন করেছি। এ বিষয়ে আমরা গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছি।

অভিযোজন ও সহনশীলতার জন্য আমাদের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অংশ হিসেবে আমরা ডেল্টাপ্ল্যান-২১০০ গ্রহণ করেছি। বাংলাদেশের জন্য এটি একটি তথ্যপ্রযুক্তিগত, সমন্বিত ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা। এতে খাদ্য নিরাপত্তা, নিরাপদ পানি, জলবায়ু পরিবর্তন, টেকসই পরিবেশ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। সম্প্রতি ঢাকায় অনুষ্ঠিত 'Global Commission on Adaptation'-এর সভার ঘোষণা অনুযায়ী আমরা ঢাকায় একটি 'Global Centre for Adaptation' স্থাপনের জন্য কাজ করছি।

জনাব সভাপতি,

বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ শান্তিরক্ষী মোতায়েনে জাতিসংঘের আহ্বানে নিয়মিতভাবে সাড়া প্রদান করে আসছে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমকে ভবিষ্যতের জন্য উপযোগী করে তুলতে জাতিসংঘ মহাসচিবের গৃহীত উদ্যোগের প্রতি আমরা সমর্থন ব্যক্ত করছি।

তাঁর Action for Peacekeeping উদ্যোগ বাস্তবায়নের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমরা অন্যতম চ্যাম্পিয়ন দেশ হিসেবে ঐ উদ্যোগে সামিল হয়েছি। এছাড়া, 'টেকসই শান্তি'-এর ধারণাগত কাঠামো প্রণয়নে আমরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছি।

আমরা 'শান্তির সংস্কৃতি' (Culture of Peace) ধারণাকে নিয়মিতভাবে উত্থাপন করে আসছি। সময়ের পরিক্রমায় বর্তমানে এটি জাতিসংঘের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিপাদ্যে পরিণত হয়েছে। এ মাসের শুরুতে এই সভাকক্ষেই আমরা Culture of Peace ঘোষণার ২০ বছর পূর্তি উদযাপন করেছি। জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ, মাদক ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমরা কঠোর অবস্থান নিয়েছি। ফলে মানুষের মনে শান্তি ও স্বস্তি ফিরে এসেছে। এ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

জনাব সভাপতি,

বাংলাদেশ নিরাপদ, সুষ্ঠু ও নিয়মিত অভিবাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। 'Global Compact on Migration' সফলভাবে গৃহীত হওয়ার পর, বাংলাদেশ এই কম্প্যাক্ট বাস্তবায়নের কার্যবিধি প্রণয়ন করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। জাতীয় পর্যায়ে আমরা অভিবাসনের বিভিন্ন ইস্যুকে জাতীয় উন্নয়ন কৌশলের সঙ্গে অঙ্গীভূত করেছি।

অনিয়মিত অভিবাসন ও মানবপাচার একটি বৈশ্বিক সমস্যা। যার মূলে রয়েছে জটিল ও সংঘবদ্ধ অপরাধ চক্র। জাতীয় পর্যায়ে মানবপাচার প্রতিরোধ ও দমন এবং মানবপাচার সংক্রান্ত সমস্যা মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সম্প্রতি আমরা মানবপাচার বিষয়ক 'পালেরমো প্রোটোকল'-এ যোগদান করেছি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৭শে সেপ্টেম্বর ২০১৯ নিউইয়র্কে জাতিসংঘ প্লাজায় ইউনিসেফ আয়োজিত An Evening with Prime Minister Sheikh Hasina শীর্ষক অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করছেন–পিআইডি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৭শে সেপ্টেম্বর ২০১৯ নিউইয়র্কে জাতিসংঘ প্লাজার ইউনিসেফ হাউজে ইউনিসেফ প্রদত্ত ‘Champion for Skills-Development for Young People’ পুরস্কার গ্রহণ করেন–পিআইডি

জনাব সভাপতি,

আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে জাতিসংঘের ভূমিকা অপরিসীম।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি দখলদার বাহিনী এবং তাদের স্থানীয় দোসরদের পরিচালিত গণহত্যায় ৩০ লাখ নিরপরাধ মানুষ নিহত এবং দুই লাখ নারী নির্যাতনের শিকার হন।

আমাদের এই নির্মম অভিজ্ঞতাই সব সময় আমাদের নিপীড়িতদের পাশে দাঁড়াতে সাহস যুগিয়েছে। যতদিন পর্যন্ত আমাদের ফিলিস্তিনী ভাইবোনদের ন্যায়সঙ্গত ও বৈধ সংগ্রাম সফল না হচ্ছে, ততদিন তাঁদের পক্ষে আমাদের দৃঢ় অবস্থান অব্যাহত থাকবে।

জনাব সভাপতি,

এটি বাস্তবিক পক্ষেই দুঃখজনক যে, রোহিঙ্গা সঙ্কটের সমাধান না হওয়ায় আজ এই মহান সভায় এ বিষয়টি আমাকে পুনরায় উত্থাপন করতে হচ্ছে। ১১ লাখ রোহিঙ্গা আমাদের আশ্রয়ে রয়েছে। হত্যা-নির্যাতনের মুখে তারা মিয়ানমার হতে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে। যদিও রোহিঙ্গা সমস্যা প্রলম্বিত হয়ে তৃতীয় বছরে পদার্পণ করেছে, কিন্তু মিয়ানমারের রাখাইন প্রদেশে সুরক্ষা, নিরাপত্তা ও চলাফেরার স্বাধীনতা এবং সামগ্রিকভাবে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি না হওয়ায় এখন পর্যন্ত একজন রোহিঙ্গাও মিয়ানমারে ফিরে যায়নি।

আমি অনুরোধ করব, এই সমস্যার অনিশ্চয়তার বিষয়টি যেন সকলে অনুধাবন করেন। এই সমস্যা এখন আর বাংলাদেশে রোহিঙ্গাদের ক্যাম্পের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে না। বাংলাদেশের সকল প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বিষয়টি এখন আঞ্চলিক নিরাপত্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। উপরন্তু, ক্রমবর্ধমান স্থান সঙ্কট এবং পরিবেশগত অবক্ষয়ের কারণে এই এলাকার পরিবেশ, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ঝুঁকির সম্মুখীন হচ্ছে।

জনাব সভাপতি,

আমরা এমন একটি সমস্যার বোঝা বহন করে চলেছি যা মিয়ানমারের তৈরি। এটি সম্পূর্ণ মিয়ানমার এবং তার নিজস্ব নাগরিক রোহিঙ্গাদের মধ্যকার একটি সমস্যা। তাদের নিজেদেরই এর সমাধান করতে হবে।

রোহিঙ্গাদের নিরাপদ, সুরক্ষিত ও সম্মানের সঙ্গে স্বেচ্ছায় রাখাইনে নিজ গৃহে ফিরে যাওয়ার মাধ্যমেই এই সমস্যার সমাধান সম্ভব। রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন সম্পন্ন করতে মিয়ানমারের সঙ্গে আমাদের আলাপ-আলোচনা অব্যাহত থাকবে।

আমি এর আগে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭২তম অধিবেশন রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে কফি আনান কমিশনের সুপারিশসমূহের পূর্ণ বাস্তবায়ন এবং রাখাইন প্রদেশে বেসামরিক তত্ত্বাবধানে সুরক্ষা বলয় প্রতিষ্ঠাসহ পাঁচ-দফা প্রস্তাব পেশ করেছিলাম। আজ আমি কিছু প্রস্তাব আবার পেশ করছি:

১. রোহিঙ্গাদের টেকসই প্রত্যাবাসন এবং আত্মীকরণে মিয়ানমারকে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে রাজনৈতিক সদিচ্ছার পূর্ণ প্রতিফলন দেখাতে হবে,

২. বৈষম্যমূলক আইন ও রীতি বিলোপ করে মিয়ানমারের প্রতি রোহিঙ্গাদের আস্থা তৈরি করতে হবে এবং রোহিঙ্গা প্রতিনিধিদের উত্তর রাখাইন সফরের আয়োজন করতে হবে,

৩. আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় থেকে বেসামরিক পর্যবেক্ষক মোতায়েনের মাধ্যমে মিয়ানমার কর্তৃক রোহিঙ্গাদের নিরাপত্তার ও সুরক্ষার নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে,

৪. আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের অবশ্যই রোহিঙ্গা সমস্যার মূল কারণসমূহ বিবেচনায় আনতে হবে এবং মানবাধিকার লঙ্ঘন ও অন্যান্য নৃশংসতার দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে হবে।

জনাব সভাপতি,

আমরা জাতিসংঘ মহাসচিব কর্তৃক বিশেষত জাতিসংঘ উন্নয়ন ব্যবস্থাপনাসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে গৃহীত সংস্কার উদ্যোগসমূহকে সাধুবাদ জানাই। আমরা আশা করছি নতুন প্রজন্মের জাতিসংঘ কান্ট্রি টিম এবং নতুনরূপে সজ্জিত জাতিসংঘ আবাসিক সমন্বয়কারী ব্যবস্থার দ্বারা জাতিসংঘ স্বাগতিক রাষ্ট্রের জাতীয় অগ্রাধিকারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সংশ্লিষ্ট দেশের উন্নয়ন ও শান্তি প্রক্রিয়ায় আরও দক্ষতার সঙ্গে কাজ করতে পারবে।

এই মুখ্য প্রতিষ্ঠানকে জাতিসংঘের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে উপযুক্ত করে তুলতে এবং এর প্রতি মানুষের আস্থাকে সুসংহত করতে জাতিসংঘ মহাসচিব যে সকল বলিষ্ঠ ও গঠনমূলক পদক্ষেপ নিয়ে চলেছেন আমরা তাতে আমাদের সমর্থন জানাচ্ছি। তাঁর এই সংস্কার উদ্যোগের প্রতি আমাদের সমর্থনের স্বীকৃতি হিসেবে এবং নতুন আবাসিক সমন্বয়কারী ব্যবস্থার কার্যকারিতা নিশ্চিতকরণে আমরা এই উদ্দেশ্যে গঠিত ট্রাস্ট ফান্ডে অনুদান প্রদান করছি।

জনাব সভাপতি,

আমরা মনে করি বহুপাক্ষিকতাবাদ বৈশ্বিক সমস্যা সমাধান এবং সর্বজনীন মঙ্গলের জন্য সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম। বিশ্বে শান্তি, স্থিতিশীলতা এবং সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে জাতিসংঘই আমাদের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে এই আশাই ব্যক্ত করেছিলেন।

একটি শক্তিশালী বহুপাক্ষিক ফোরাম হিসেবে জাতিসংঘের প্রতি বাংলাদেশের সমর্থন সর্বদা অব্যাহত থাকবে। আমরা এর সংগঠন এবং সনদে বর্ণিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সদা প্রস্তুত থাকব। আগামী বছর জাতিসংঘের ৭৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে মানব সভ্যতার জন্য একটি শক্তিশালী জাতিসংঘ তৈরি করতে আমি সকলকে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানাই যেন তা আগামী শতকের চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলায় সক্ষম হয়।

সবাইকে ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

সৌজন্যে: প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

রাসেলের জন্য ভালোবাসা

অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেল বেঁচে থাকলে এখন তিনি ছাপ্পান্ন বছরে পা রাখতেন। কিন্তু পঁচাত্তরের ঘাতকচক্র তা হতে দেয়নি। পনেরোই আগস্টের ভয়ংকর সেই কালরাতে ঘাতকেরা বঙ্গবন্ধুসহ পরিবারের সকলকেই হত্যা করেছে– হত্যা করেছে এগারো বছরের শিশু শেখ রাসেলকেও। অথচ রাসেল তো বাঁচতে চেয়েছিল। বাঁচার জন্য ঘাতকদের কাছে আকুতি জানিয়েছিল– বলেছিল পরম আশ্রয় মায়ের কাছে যাবার কথা। মায়ের কাছে নিয়ে যাওয়ার মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে ঘাতকেরা তাকে হত্যা করেছে নির্মমভাবে।

পিতার একান্ত স্নেহে শেখ রাসেল

ঘাতকচক্র বঙ্গবন্ধুর গোটা পরিবারকে হত্যা করতে ষড়যন্ত্র করেছে মূলত বাংলাদেশকে হত্যা করার জন্য। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীনতাকে হত্যা করাই ছিল খুনিচক্রের মূল উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই তারা পনেরোই আগস্টের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে। পৃথিবীতে বহু রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ঘটেছে, কিন্তু পরিবারসহ বঙ্গবন্ধুকে যেভাবে হত্যা করা হয়েছে, এমন ঘটনা আর কখনো ঘটেনি। খুনিচক্র জানতো পরিবারের একজন সদস্যও বেঁচে থাকলে তাদের উদ্দেশ্য সফল হবে না। তাই তাদের নিষ্ঠুরতা থেকে মুক্তি পায়নি অন্তঃসত্ত্বা নারী, মুক্তি পায়নি এগারো বছরের শিশু রাসেল। সেইদিন বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা বিদেশে না থেকে যদি ধানমণ্ডির বাড়িতে থাকতেন, তাহলে আজ বাংলাদেশের অবস্থা কেমন থাকতো তা কল্পনাও করা যায় না।

শেখ রাসেলের মাঝে বঙ্গবন্ধুর সকল গুণেরই পূর্বাভাস পরিলক্ষিত হয়েছিল। রাসেলের জ্বলজ্বলে সুতীক্ষ্ণ চোখ দুটোই বলে দেয় ওই শিশুর মাঝে ছিল ভিন্ন কিছু, আজ বেঁচে থাকলে যে ভিন্নতা বাঙালি জাতি সম্যক অনুধাবন করতে পারত। এটা বুঝেই ঘাতকচক্র তাকে হত্যা করেছে, হত্যা করেছে আরেক শিশু সুকান্ত বাবুকেও। বঙ্গবন্ধু পছন্দ করতেন প্রিন্স কোট, বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা মুজিব ছেলের আবদার বুঝে রাসেলের জন্যও তৈরি করে দেন প্রিন্স কোট। রাসেলের ছিল উদার হৃদয়, ছিল দূরদর্শিতা, ছিল পরোপকারের মানসিকতা। রাসেল পছন্দ করত কবুতর, বাড়ির কবুতরগুলোকে আদর করত, খাবার দিত। অন্যেরা কবুতরের মাংস খেলেও রাসেল কখনো খায়নি। কারণ, রাসেল বলত কবুতর শান্তির প্রতীক। এগারো বছরের শিশুর চেতনায় এ ধারণা সৃষ্টি হয় কীভাবে? সৃষ্টি হয়, কারণ তার ধমনীতে ছিল বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রক্ত। বঙ্গবন্ধুর মতোই ছিল তার উদার হৃদয়, ছিল মানুষের প্রতি গভীর ভালোবাসা। বঙ্গবন্ধু যেমন নিজের জামা-কাপড় অন্যকে দিয়ে দিতেন, টুঙ্গিপাড়া গেলে একই কাজ করত রাসেল। খেলার সাথিদের জামা-কাপড় দিত রাসেল। ছেলের এমন প্রবণতার কথা বুঝতে পেরে টুঙ্গিপাড়া যাবার সময় মাও বেশি করে জামা-কাপড় কিনে নিয়ে যেতেন, যাতে ছেলে ইচ্ছেমতো তা বন্ধুদের দিতে পারে।

অসাধারণ মেধাবী ছাত্র ছিল রাসেল, অসাধারণ ছিল তার জ্ঞানবাসনা। বঙ্গবন্ধু তাকে নিয়ে সভা-সমিতিতে যেতেন, জাপান ভ্রমণের সময় তাকে করেছেন সফরসঙ্গী। রাসেলের কথা-বার্তা, আচার-আচরণে সর্বদাই পরিলক্ষিত হতো আভিজাত্য, অথচ তার পা থাকত সবসময় মাটিতে। একেবারে পিতার যোগ্য উত্তরাধিকার যেন। শিশু রাসেলের মধ্যে এতসব গুণের খবর নিশ্চয়ই পৌঁছেছিল ঘাতকচক্রের কাছে। তাই রাসেলের বেঁচে থাকাটা কিছুতেই তারা নিরাপদ মনে করেনি। রাসেলের বড়ো বোন, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাসেলকে কেন হত্যা করা হলো সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন রাসেলকে নিয়ে লেখা তাঁর *আমাদের ছোট রাসেল সোনা* বইতে। ভাইকে নিয়ে লেখা বইটা শেখ হাসিনা শেষ করেছেন এভাবে:

> ১৯৭৫ সালের পনের আগস্ট ঘাতকের নির্মম বুলেট কেড়ে নিল ছোট্ট রাসেলকে। মা, বাবা, দুই ভাই, ভাইয়ের স্ত্রী, চাচা সবার লাশের পাশ দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে সবার শেষে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করল রাসেলকে। ওর ছোট্ট বুকটা কি তখন ব্যথায়-কষ্টে-বেদনায় স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। যাদের সান্নিধ্যে স্নেহ-আদরে হেসে-খেলে বড়ো হয়েছে তাদের নিথর দেহগুলো পড়ে থাকতে দেখে ওর মনের কী অবস্থা হয়েছিল– কী কষ্টই না ও পেয়েছিল– কেন কেন কেন ঘাতকরা আমার রাসেলকে এত কষ্ট দিয়ে কেড়ে নিল? আমি কি কোনোদিন এই কেনর উত্তর পাব?

– এ প্রশ্ন আসলে ছোটো ভাইয়ের প্রতি বড়ো বোনের আবেগের প্রতীক। শিশু হত্যাকারীরা যে অপরাধ করেছে, এই প্রশ্নের উত্তর সন্ধানের জন্য তাদের শাস্তি দিতে হবে– বিচার কমিশন স্থাপন করতে হবে। শিশু হত্যাকারীদের বিচারের আওতায় এনে চরম শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে এই ধরনের কর্মকাণ্ড করতে কেউ সাহস না পায়।

শেখ রাসেল আজ আমাদের মাঝে নেই– কিন্তু আছে তার স্মৃতি। ওই স্মৃতি বুকে ধারণ করে আছে লক্ষ লক্ষ শিশু। এই শিশুদের রাসেলের চেতনায় গড়ে তুলতে হবে। রাসেলের বয়স কোনোদিন বাড়বে না– ও চিরকাল এগারো বছরের শিশুই থাকবে। এমন এক উজ্জ্বল শিশুর সত্তা বুকে ধারণ করে বাংলাদেশের শিশুরা বড়ো হোক– খুনিদের বিরুদ্ধে তারা ঘৃণা বর্ষণ করুক– বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়তে তারা এগিয়ে আসুক। শিশু হত্যাকারীদের ক্ষমা করবে না– এমন সংকল্প ঘোষণা করুক বাংলাদেশের শিশুরা। শেখ রাসেল আজ একটি চেতনার নাম– এই চেতনা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, এই চেতনা অসাম্প্রদায়িক-গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের চেতনা। রাসেল লক্ষ-কোটি বাঙালি শিশুর চেতনার বাতিঘর। এই বাতিঘরের আলো দেখে আমাদের শিশুরা এগিয়ে যাক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ গড়ার মহাসংগ্রামে।

লেখক: উপাচার্য, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

বিশেষ মুহূর্তে শেখ রাসেল

বিশ্ব শিশু দিবস এবং শেখ রাসেলের জন্মদিন

খালেক বিন জয়েনউদদীন

জাতিসংঘের ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দে তৈরি করা শিশু সনদে স্বাক্ষরকারী দেশসমূহে প্রতিবছর অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার বিশ্ব শিশু দিবস পালন করা হয়। পালন করার মূল উদ্দেশ্য হলো জাতির উত্তরাধিকারীদের শৈশব-কৈশোরের স্বপ্নগুলো বাস্তবায়ন করা। ব্যাপক অর্থে শিশুর নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, খাদ্য, আবাসন তথা শিশুর সকল প্রকার অধিকার রক্ষা করা।

আমাদের জানা থাকা ভালো যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে অগণিত শিশু-কিশোরের প্রাণহানিতে গোটা বিশ্ব হতবাক হয়ে পড়ে। তখনই বিশ্বের শিশুপ্রেমী মানুষ শিশুদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হন। পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫৪ সালে জাতিসংঘের জেনেভায় সাধারণ পরিষদে শিশুদের অধিকার ঘোষণা করা হয়। অবশ্য এর আগে ১৯২৪ সালে অনুরূপ একটি ঘোষণায় শিশুর স্বচ্ছন্দ বিকাশ এবং পারিবারিক মুক্ত পরিবেশে বেড়ে উঠার গুরুত্ব আরোপ করে একটি নীতিমালা গৃহীত হয়। কিন্তু তা কখনোই কার্যকর হয়নি। ১৯২৪ ও ১৯৫৪-র পরে ১৯৮৯ সালের ২০শে ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে শিশু অধিকার সনদ গৃহীত হয় এবং সদস্য রাষ্ট্রসমূহ এই সনদে শিশুর অধিকার রক্ষাকল্পে স্বাক্ষর করে। সেই থেকেই বিশ্বে শিশু দিবস অক্টোবরের প্রথম সোমবার উদযাপিত হয়ে আসছে।

অবশ্য কোনো কোনো দেশে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। ঐসব দেশে বছরের একটি নির্দিষ্ট দিনে দিবসটি পালন করা হয় তাদের জাতীয় ব্যক্তিবর্গের জন্মদিনে। অবশ্য আমাদের দেশে বিশ্ব শিশু দিবসকে সামনে রেখে সপ্তাহব্যাপী শিশু অধিকার সপ্তাহ পালন করা হয় প্রতিবছর ২৯শে সেপ্টেম্বর থেকে। আমরাও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিনে জাতীয় শিশু দিবস পালন করি।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদ প্রণয়নের অনেক পূর্বে আমাদের দেশে ১৯৭৪ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে শিশু আইন ১৯৭৪ প্রবর্তন করা হয় এবং তারই আলোকে ১৯৯৪ সালে জাতীয় শিশু নীতি ঘোষণা করা হয়। পরবর্তীকালে এই নীতিসমূহকে আরো সময়োপযোগী করে ঘোষণা করা হয় জাতীয় শিশু নীতি ২০১১। শুধু তাই নয় সবার আগে আমাদের পবিত্র সংবিধানের ২৮(৪) অনুচ্ছেদে বঙ্গবন্ধুর একান্ত আগ্রহে রাষ্ট্রপরিচালনার মূল নীতিতে শিশুদের গুরুত্ব আরোপ করা হয়। যার ফল শিশু আইন ও জাতীয় শিশু নীতি।

জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদ, শিশু আইন কিংবা জাতীয় শিশুনীতির লক্ষ্যই হলো নাগরিকের মৌলিক অধিকার পাশাপাশি শিশুর সার্বিক সুরক্ষা ও অধিকারসমূহ প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য গোটা বিশ্ব তা করতে পারেনি। যেখানেই যুদ্ধ, হানাহানি, দুর্যোগ ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়, সেখানেই সকলের আগে শিশুর প্রাণহানি ঘটে। যুদ্ধ ও হানাহানিতে কোনো পক্ষই সনদ বা নীতি মানে না। ফলে অকাতরে শিশুদের প্রাণ দিতে হয়। অধিকার ভূলুণ্ঠিত হয় অস্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদী আক্রোশে। প্রতিবছর জাতিসংঘের ইউনেস্কো বিশ্ব শিশু পরিস্থিতি শিরোনামে একটি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এটিতে চোখ বুলালেই সব কিছু জ্ঞাত হওয়া যায়। বিগত শতকে এশিয়া, আফ্রিকা ও লেটিন আমেরিকার অনেক দেশে লক্ষ লক্ষ শিশুকে হত্যা করা হয়েছে। আমাদের মহাদেশে জাপান, ভিয়েতনাম, বাংলাদেশ, ইরাক ও প্যালেস্টাইনের শিশু হত্যার কথা আমরা এখনো ভুলে যাইনি।

ঐ যে বললাম– যুদ্ধ, হানাহানি, দুর্যোগ ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সবার আগে প্রাণ দেয় শিশুরা। আর যারা বেঁচে থাকে, তাদের অধিকার কি যথাযথভাবে রক্ষা করা হয়? হয় না। একাত্তর সালের কথা কি আমরা ভুলে গেছি? ত্রিশ লক্ষ মানুষের মধ্যে প্রায় অর্ধেকটাই ছিল নারী ও শিশু। পাকিস্তানিদের বর্বর সৈন্যরা অকাতরে নারী-শিশু হত্যা করেছিল। আর পঁচাত্তরে তাদেরই দোসররা ১৫ই আগস্ট, বত্রিশ নম্বর সড়কের ৬৭৭ নম্বর বাড়ি, মন্ত্রিপাড়ার আবদুর রব সেরনিয়াবাত ও মোহাম্মদপুরের শের শাহ স্মুরি রোডের বস্তি বাড়িতে হত্যা করেছিল ওদের সাথে ১০/১২ জন শিশুকে। হত্যা করেছিল শেখ মনি ও তাঁর স্ত্রীকেও। তাঁদের শিশুপুত্র পরশ ও তাপস খাটের নিচে লুকিয়ে বেঁচেছিল। তখন তাদের বয়স ছিল পাঁচ ও আট বছর।

মধ্যপ্রাচ্যে উটের জকি হওয়ার খেলা একটি বর্বর শখ। কিশোরদের উটের পিঠে ছড়িয়েই শখ মেটানোতে কী সুখ আছে জানি না। এতে নাকি শিশু-কিশোরদের মৃত্যু অবধারিত। নানা কারণে শিশু অপহরণ নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে শিশু-কিশোরদের অপহরণ করে একটি চক্র শরীরের অঙ্গ-প্রতঙ্গ কেটে ফেলে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে। এক অর্থে অপহরণের আর এক নাম শিশু পাচার। তা দেশে বা দেশের বাইরেও হতে দেখা যায়। অথচ সকল সনদ বা শিশু নীতিমালায় শিশুর বেঁচে থাকার অধিকারের কথা প্রথমেই বলা হয়েছে। আমরা শিশুর নিরাপত্তার বদলে বেঁচে থাকার অধিকারকে খর্ব করি।

ভাবলে অবাক হতে হয়– যে শিশুটির জন্ম শিশু অধিকারের মাস অক্টোবরে, সেই অক্টোবরে জন্ম নেওয়া শিশুটিকে বেঁচে থাকার আশ্বাস দিয়ে স্টেনগানের গুলি দিয়ে হত্যা করা হয়েছিল। কী নির্মম সেই হত্যাকাণ্ড। সেই শিশুটির নাম শেখ রাসেল। অক্টোবরে আমরা বিশ্ব শিশু দিবস পালন করি, আর অক্টোবরের জাতককে অকাতরে হত্যা করি। পঁচাত্তরের আগস্টে সেই হত্যাকাণ্ড গোটা বিশ্বকে হতবাক করে দিয়েছে। মানবতাকে করেছে পদদলিত। কী অলৌকিক যোগসূত্র শিশু অধিকারের মাসেই অক্টোবরের জাতককে প্রাণ দিতে হলো একদল নরাধমের হাতে।

ভাইবোনদের মাঝে স্নেহের শেখ রাসেল

শেখ রাসেল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র এবং বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছোটো ভাই। বাংলাদেশের সংগ্রাম ও স্বাধীনতার মধ্যে তাঁর শৈশবকাল ও বেড়ে ওঠা। তাঁর জন্মদিন, জন্মক্ষণ ও তাঁর কথা শুনলেই এদেশের ইতিহাসের কথা জানা হয়ে যায়। রাসেলকে নিয়ে অনেক বই লেখা হয়েছে। ছড়া, কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, নাটক ও গান লেখা হয়েছে প্রচুর। কিন্তু তাঁর বড়ো আপা শেখ হাসিনা ও ছোটো আপা শেখ রেহানার স্মৃতিচারণ সবার থেকে আলাদা এবং মর্মস্পর্শী। শেখ হাসিনা 'আমাদের ছোট রাসেল সোনা' শীর্ষক একটি রচনায় লিখেছেন–

১৯৬৪ সালের ১৮ই অক্টোবর রাসেলের জন্ম হয় ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বর সড়কের বাসায় আমার শোবার ঘরে। দোতলার কাজ তখনো শেষ হয়নি। বলতে গেলে মা একখানা করে ঘর তৈরি করিয়েছেন। একটু একটু করেই বাড়ির কাজ চলছে। নিচতলায় আমরা থাকি। উত্তর-পূর্বদিকের ঘরটা আমার ও কামালের। সেই ঘরেই রাসেল জন্ম নিল রাত দেড়টায়। আব্বা নির্বাচনি মিটিং করতে চট্টগ্রাম গেছেন। ফাতেমা জিন্নাহ প্রেসিডেন্ট প্রার্থী। সর্বদলীয় ঐক্য পরিষদ আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে একটা মোর্চা করে নির্বাচনে নেমেছে। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে সকল রাজনৈতিক দল। তখনকার দিনে মোবাইল ফোন ছিল না। ল্যান্ডফোনই ভরসা। রাতেই যাতে আব্বার কাছে খবর যায় সে ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাসেলের জন্মের আগের মুহূর্তগুলো ছিল ভীষণ উৎকণ্ঠার। আমি, কামাল, রেহানা ও খোকা কাকা বাসায়। বড়ফুফু ও মেজফুফু মার সাথে। একজন ডাক্তার ও নার্সও এসেছেন। সময় যেন আর কাটে না। জামাল আর রেহানা কিছুক্ষণ ঘুমায় আবার জেগে ওঠে। আমরাও ঘুমে ঢুলুঢুলু চোখে জেগে আছি নতুন অতিথির আগমনবার্তা শোনার অপেক্ষায়।

মেজফুফু ঘর থেকে বের হয়ে এসে খবর দিলেন আমাদের ভাই হয়েছে। খুশিতে আমরা আত্মহারা। কতক্ষণে দেখব। ফুফু বললেন তিনি ডাকবেন। কিছুক্ষণ পর ডাক এল। বড়ফুফু আমার কোলে তুলে দিলেন রাসেলকে। মাথাভরা ঘন কালো চুল। তুলতুলে নরম গাল। বেশ বড়সড় হয়েছিল রাসেল। মাথার চুল একটু ভেজা মনে হলো। আমি আমার ওড়না দিয়েই মুছতে শুরু করলাম। তারপরই একটা চিরুনি নিলাম মাথার চুল আঁচড়াতে। মেজফুফু নিষেধ করলেন, মাথার চামড়া খুব নরম তাই এখনই চিরুনি দেয়া যাবে না। হাতে আঙুল বুলিয়ে সিঁথি করে দিতে চেষ্টা করলাম।

১৯৭২ সালে লন্ডনে শেখ রেহানার সঙ্গে শেখ রাসেল কবুতরকে খাবার দিচ্ছে

শেখ রাসেলের শৈশব ও কৈশোর ছিল আমাদের ঘরের শিশুদের মতো। রাষ্ট্রপতির সন্তান হওয়া সত্ত্বেও তার কোনো অহমিকা ছিল না। ইউনিভারসিটি ল্যাব. স্কুলে পড়ার সময় অন্য বন্ধুদের সাথে পড়াশোনা করত। পাশের বাড়ির ইমরান ও আদিল ছিল ওর প্রিয় বন্ধু। গ্রামের বাড়ি টুঙ্গিপাড়ায় ছিল ওর অনেক সাথী। গ্রামে সাথীদের নিয়ে রাসেল ডামি বন্দুক দিয়ে বন্ধুদের প্যারেড করাতো। টুঙ্গিপাড়া গেলে মায়ের দেওয়া পোশাক ও নাসের কাকার দেওয়া টাকা দিয়ে বন্ধুদের লজেন্স কিনে দিতো। ঢাকার ৩২ নম্বর সড়কে তাদের বাড়িতে পায়রা ও কুকুর পোষা হতো। পায়রা ও কুকুর তার ভীষণ প্রিয়। আবার বাই-সাইকেল নিয়ে ঘুরে বেড়াতো বাড়ির সামনে।

১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ থেকে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত রাসেলকে মা-আপাদের সাথে ধানমন্ডির ১৮ নম্বর সড়কে (পুরাতন) একতলা বাসায় বন্দি থাকতে হয়। এ সময়টা তার জন্য ভীষণ কষ্টের ছিল। ঠিকমতো খাবার, খেলনা ও বইপত্তর জুটত না। সারাক্ষণ মনমরা হয়ে বসে থাকত। পাকিস্তানে বন্দি বাবার জন্য খুব কান্নাকাটি করত। যদি কেউ জিজ্ঞেস করতো, 'কী হয়েছে রাসেল? বলত চোখে ময়লা'।

বন্দি অবস্থায় রাসেল স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত মুক্তিযুদ্ধের গান শুনত। আবার গানের কলি পালটিয়ে পাকসেনাদের একটি গান শোনাত– জয় জয় জয়, গাছের পাতা হয়। জয় বাংলা শুনলে তারা ক্ষেপে যাবে– এ কারণেই এমনটি করত। একাত্তরের ১৭ই ডিসেম্বর ছিল তাদের বন্দি পরিবারের আনন্দের দিন। এদিন মিত্রবাহিনী মেজর তারা রাসেলদের মুক্ত করে। সেদিন রাসেলই তাদের পতাকা হাতে সাদর অভ্যর্থনা জানায়।

জীবদ্দশায় রাসেলের জন্মদিন কখনো আনুষ্ঠানিকভাবে পালন করা হয়নি। তবে ওর আপারা তাঁকে খেলনাসহ অন্যান্য উপহার দিতেন। মা বাসায় অন্যদিনের চেয়ে একটু ভালো রান্না করতেন। সবাই মিলে তা খেতেন। জন্মদিনে এমনই আয়োজন ছিল তাঁর ছোট্ট জীবনে।

রাসেল আমাদের মধ্যে এখনো বেঁচে আছে অধিকারহারা স্মৃতিতে। রাসেল বাঁচতে চেয়েছিল তাঁর অধিকার নিয়ে। কিন্তু নরাধমেরা তাঁর অধিকার খর্ব করেছিল ঠিকই, কিন্তু রাসেলের মৃত্যু শিশুদের চাওয়া-পাওয়ার জগৎ নতুন করে বদলে দিয়েছে। আমরা তাঁর জন্মদিনে সকল শিশুকে বেঁচে থাকার জন্য অধিকারের কথা বলি এবং কাপুরুষতা, শঠতা, নীচতা ও ষড়যন্ত্রের তীব্র ঘৃণা করি। ঘৃণা করি রাসেলদের খুনি বিবরবাসী কুলাঙ্গারদের, যারা কচি শিশুদের জন্ম অধিকারকে হরণ করে।

বিশ্ব শিশু দিবস ও শেখ রাসেলের জন্মদিনে আমাদের কামনা কোনো শিশুর জন্মগত অধিকার যেন খর্ব না হয়। কারণ শিশুরা স্বর্গের দেবদূত এবং মানবজাতির উত্তরাধিকার। তাদের বেঁচে থাকার অধিকারসহ সকল মৌলিক চাহিদা অভিভাবকদের পূরণ করা ফরজ কাজ। আসুন, আমরা গোটা বিশ্বে শিশু হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হই। তাদের গতিরোধ করি। শিশুরা মানবজাতির সেরা সম্পদ।

লেখক: প্রাবন্ধিক ও সাংবাদিক

বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী এক আদর্শের জীবন্ত প্রতীক

রহিম আব্দুর রহিম

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন বিশাল চিত্তের, মহামানুষ, রাজনীতির মহাকবি, আদর্শের প্রতীক, বাবা-মা'র সুসন্তান, সমাজ-রাষ্ট্রের দরদি বন্ধু, অসাম্প্রদায়িক চেতনার পাঞ্জেরি। তাঁকে নিয়ে নানা জনের নানা বিশ্লেষণ। *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* গ্রন্থের ভূমিকা লিখতে গিয়ে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উল্লেখ করেন, 'এই মহান নেতা নিজের হাতে স্মৃতিকথা লেখে গেছেন, যা তাঁর মহাপ্রয়াণের উনত্রিশ বছর পর হাতে পেয়েছি। সে লেখা তাঁর ছোটোবেলা থেকে বড়ো হওয়া, পরিবারের কথা, ছাত্রজীবনের আন্দোলন, সংগ্রামসহ তাঁর জীবনের অনেক অজানা ঘটনা জানার সুযোগ এনে দেবে। তাঁর বিশাল রাজনৈতিক জীবনের এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা এই গ্রন্থে তাঁর লেখনির ভাষায় আমরা পাই। তিনি যা দেখেছেন, উপলব্ধি করেছেন এবং রাজনৈতিকভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন সবই সরল সহজ ভাষায় প্রকাশ করেছেন। তাঁর এই সংগ্রাম, অধ্যবসায় ও আত্মত্যাগের মহিমা থেকে যে সত্য জানা যাবে তা আগামী প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে। ইতিহাস বিকৃতির কবলে পড়ে যারা বিভ্রান্ত হয়েছেন তাদের সত্য ইতিহাস জানার সুযোগ করে দেবে। গবেষক ও ইতিহাসবিদদের কাছে এই গ্রন্থ মূল্যবান তথ্য ও সত্য তুলে ধরবে।'

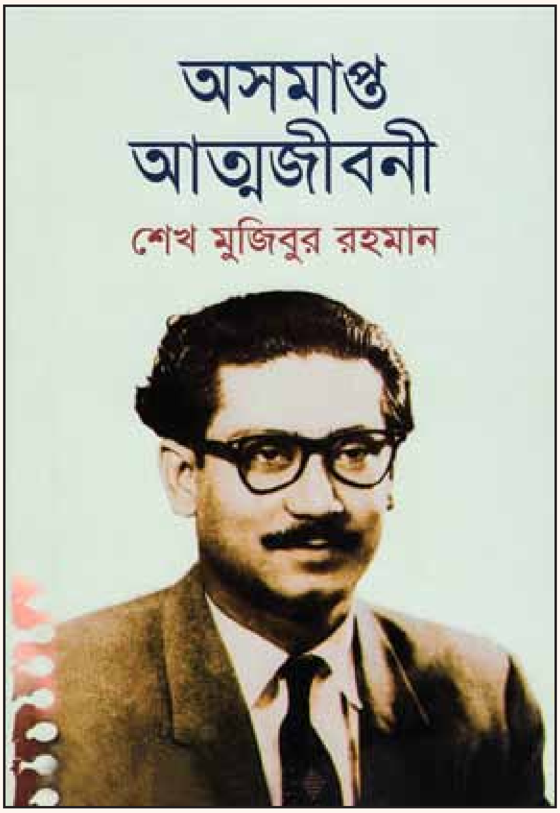

শেখ হাসিনা বইটির ভূমিকা লেখেন ২০০৭ সালের ৭ই আগস্ট ঢাকার শেরেবাংলা নগর সাবজেলে বসে। যে বইটির ভূমিকা পড়েই যে-কোনো পাঠক আকৃষ্ট হবেন। প্রিয় নেতা, প্রিয় মানুষের লেখা নিয়ে প্রকাশিত বইটি সুযোগ পেলেই ইচ্ছা মতো পাতা উলটিয়ে পড়ি। বঙ্গবন্ধু কত সালে কোথায় জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁর বাবা-মা'র নামধাম এবং মৃত্যু কাহিনি জেনে নেওয়ার পর, বঙ্গবন্ধুর বিষয়ে আর কোনো বই পড়ার দরকার আছে বলে মনে হয় না। *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* পড়লেই শেখ মুজিবুর রহমান কী ছিলেন, তিনি বাঙালি জাতির কত বড়ো নিয়ামক, জাতির ইতিহাসের কোন নির্দেশক তা বোঝা সম্ভব। আত্মজীবনী লেখাটি শুরু হয় যেভাবে– 'বন্ধুবান্ধবরা বলে, 'তোমার জীবনী লেখ'। সহকর্মীরা বলে, 'রাজনৈতিক জীবনের ঘটনাগুলি লিখে রাখ, ভবিষ্যতে কাজে লাগবে'। আমার সহধর্মিণী একদিন জেলগেটে বসে বলল, 'বসেই তো আছ, লেখ তোমার জীবন কাহিনী'। বললাম, 'লিখতে যে পারি না; আর এমন কি করেছি যা লেখা যায়!' প্রারম্ভিক প্যারার শেষ লাইনে বলেছেন– 'রেণু আরও একদিন জেলগেটে বসে আমাকে অনুরোধ করেছিল। তাই আজ লিখতে শুরু করলাম।' তাঁর এই শব্দ চয়ন, প্রারম্ভিকতা প্রমাণ করে– 'বিশ্বের যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর, অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর।'

কবি নজরুলের এই বাণী জাতির পিতার জীবনালেখ্যের আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে। মহান নেতার মহান কাজে বঙ্গমাতার অনুপ্রেরণা, সাহস, ধৈর্য সমান্তরাল। আত্মজীবনীর শুরুটা ছিল, 'আমার জন্ম হয় ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে। আমার ইউনিয়ন হল ফরিদপুর জেলার দক্ষিণ অঞ্চলের সর্বশেষ ইউনিয়ন। এই ইউনিয়নের পাশেই মধুমতী নদী। মধুমতী খুলনা ও ফরিদপুর জেলাকে ভাগ করে রেখেছে।' তাঁর লেখনীর শুরুর অংশের ভাষাজ্ঞান থেকে বুঝতে বাকি থাকে না তিনি কোমল চিত্তের, শিশুসুলভ মনের অধিকারী, প্রকৃতি ও সৌন্দর্যের পূজারি। বাংলা ভাষা বিজ্ঞানীদের গবেষণার বিষয়, তিনি মধুমতী নদীর লিঙ্গান্তর করতে গিয়ে বানানের ভুলটিও করেননি। 'এই মধুমতী ধানসিঁড়ি নদীর তীরে/নিজেকে হারিয়ে যেনো পাই ফিরে ফিরে।' আমি মনে করি এই গানটিতে যেন বঙ্গবন্ধুকে খুঁজে পাবার আকুতিই উঠে এসেছে। আত্মজীবনী বইটির ১৬নং পৃষ্ঠায় এক জায়গায় উল্লেখ করেছেন, 'ইসলামিয়া কলেজে আমি খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছি।' উজ্জ্বল নীতি-নৈতিকতা ও আদর্শের প্রতীক বঙ্গবন্ধু ছাত্র রাজনীতি করতে গিয়ে সাধারণ শিক্ষার্থীদের মন জয় করেন। তাঁর আদর্শ, নীতি-নৈতিকতা ও বলিষ্ঠ চরিত্রই তাঁকে জনপ্রিয় করে তুলেছে। সাধারণের ভালোবাসাকে বুকে ধরেই মাটি ও মানুষের আন্দোলনে সম্পৃক্ত হতে পেরেছিলেন বলেই তিনি রাজনীতির বরপুত্র হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন।

আত্মজীবনীর ১১নং পৃষ্ঠায় শেখ মুজিবুর রহমানের ছাত্রজীবনের ১৯৩৮ সালের একটি ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি স্পষ্ট উল্লেখ করেন, 'তখনকার দিনে শতকরা আশিটি দোকান হিন্দুদের ছিল। আমি এ খবর শুনে আশ্চর্য হলাম। কারণ আমার কাছে তখন হিন্দু মুসলিম বলে কোন জিনিস ছিল না। হিন্দু ছেলেদের সাথে আমার খুব বন্ধুত্ব ছিল। একসাথে গান বাজনা, খেলাধুলা, বেড়ান– সবই চলত।' তাঁর এই বর্ণনা প্রমাণ করে, তিনি সর্বকালের সকল যুগের সাম্প্রদায়িকতাকেই ঘৃণা করেছেন। অসাম্প্রদায়িক চেতনায় তিনি তাঁর শৈশব-কৈশোর পার করেছেন। যে কারণে তিনি ধর্ম নিরপেক্ষ রাজনীতির প্রবক্তা হিসেবে বিশ্ব সভ্যতায় জায়গা করে নিতে পেরেছেন। তিনি যে গান গাইতে পারতেন এটা অনেকেই জানেন না। তাঁর এই উক্তি থেকেই বুঝতে বাকি থাকে না, তিনি শৈশব, কৈশোরে গ্রাম বাংলার আরো দশজন শিশুর মতোই প্রকৃতিগত শিক্ষা নিয়ে বেড়ে উঠেছেন। তিনি ১৯৩৪ সালে যখন সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থী, তখন থেকেই ব্রতচারী নৃত্যে অংশগ্রহণ করেন।

আমরা জানি, শিশুদের দেশপ্রেমিক করে গড়ে তুলতেই ব্রতচারী নৃত্য করানো হয়। তিনি আত্মজীবনীর ৮নং পৃষ্ঠার এক জায়গায়

উল্লেখ করেছেন, 'ছোট সময়ে আমি খুব দুষ্ট প্রকৃতির ছিলাম। খেলাধুলা করতাম, গান গাইতাম এবং খুব ভাল ব্রতচারী করতে পারতাম।' বঙ্গবন্ধুর এই উক্তি আমাদের নির্দেশ করে– একটি দেশপ্রেমিক জাতি গঠন করতে হলে, শিশুদের 'শৈশব' শিশুদের ফিরিয়ে দেওয়া অনিবার্য। বর্তমানে শিশুরা আজ শিক্ষার নামে যেভাবে নির্যাতিত হচ্ছে, বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে তা কীভাবে উপলব্ধি করতেন তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। পড়ালেখার পাশাপাশি আদর্শিক মানুষ, জনদরদি নেতা হতে হলে, বাবা-মা'র অনুপ্রেরণা ও প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সমর্থনের প্রয়োজন রয়েছে।

*অসমাপ্ত আত্মজীবনী*র ১৪নং পৃষ্ঠায় তিনি উল্লেখ করেন, 'আব্বা আমাকে বাধা দিতেন না, শুধু বলতেন, লেখাপড়ার দিকে নজর দেবে।' তাঁর এই উক্তি প্রমাণ করে পড়ালেখার পাশাপাশি রাজনীতি করাটা একটি নৈতিক শিক্ষা। বঙ্গবন্ধু বিনয়ী, ভদ্র, নম্র ছিলেন– এটা যেমন সত্য, তিনি সকল অন্যায়-অনাচার, নিপীড়ন, শোষণ-শাসনের বিরুদ্ধে ছিলেন তীব্রদ্রোহী, এর প্রমাণ মিলে অসমাপ্ত আত্মজীবনীর ২৯নং পৃষ্ঠায়। তিনি উল্লেখ করেন, 'সে প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কোটারি করেছে, ভাল কর্মীদের জায়গা দেয় না। কোনো হিসাব-নিকাশও কোনোদিন দাখিল করে না। শহীদ সাহেব আমাকে হঠাৎ বলে বসলেন, 'Who are you? You are nobody.' আমি বললাম, 'If I am nobody, then why you have invited me? You have no right to insult me. I will prove that I am somebody. Thank you sir. I will never come to you again.' একথা বলে চিৎকার করতে করতে বৈঠক ছেড়ে বের হয়ে এলাম।'

তাঁর এই বক্তব্য আরো প্রমাণ করে, নিজেদের মধ্যকার অগণতান্ত্রিক চর্চার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হওয়ার। আবেগতাড়িত কোনো সিদ্ধান্তই রাজনৈতিক আদর্শে পড়ে না। রাজনীতি মানেই অন্যায় অসুন্দরের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে যখন জেলে যান, ঠিক ওই মুহূর্তে জেল সংলগ্ন মুসলিম গার্লস স্কুলের শিক্ষার্থীরা বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সহযোদ্ধাদের মুক্তির দাবিতে মিছিল করত। গ্রেফতার হওয়ার পাঁচ দিনের মাথায় বঙ্গবন্ধু ও সামসুল হক সাহেব কারামুক্ত হোন। অসমাপ্ত আত্মজীবনী গ্রন্থের ৯৩নং পৃষ্ঠার শেষাংশে তিনি উল্লেখ করেন, 'যে পাঁচ দিন আমরা জেলে ছিলাম সকাল দশটায় মেয়েরা স্কুলের ছাদে উঠে স্লোগান দিতে শুরু করত, আর চারটায় শেষ করত। ছোট্ট ছোট্ট মেয়েরা একটু ক্লান্তও হত না। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই', 'বন্দি ভাইদের মুক্তি চাই', 'পুলিশি জুলুম চলবে না'। এই উক্তি প্রমাণ করে, তাঁর সকল প্রকার গঠনমূলক আন্দোলনে শিশু-কিশোর, ভাই-বোনদের অবদান স্মরণীয়।

বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনীতে বর্ণিত হওয়ায় শিশু-কিশোররা ইতিহাসের পাতায় শুধু জায়গাই পায়নি, ইতিহাসের পাতাকে আরো একধাপ সমৃদ্ধ করেছে। ভাষা আন্দোলনের এক পর্যায় শোষকরা নানা কৌশল অবলম্বন করে। শুরু হয় ধর্মের অপব্যবহার। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন রাজনীতিবিদ বঙ্গবন্ধু তা সহজেই উপলব্ধি করেন। যার সাক্ষ্য তিনি আত্মজীবনী গ্রন্থের ৯৯নং পৃষ্ঠায় দিয়ে গেছেন। বলেছেন, 'শুধু পূর্ব পাকিস্তানের ধর্মভীরু মুসলমানদের ইসলামের কথা বলে ধোঁকা দেওয়া যাবে ভেবেছিল, কিন্তু পারে নাই। যে-কোনো জাতি তার মাতৃভাষাকে ভালবাসে। মাতৃভাষার অপমান কোনো জাতি কোনো কালে সহ্য করে নাই। এই সময়ে সরকারদলীয় মুসলিম লীগ নেতারা উর্দুর জন্য জান মাল কোরবানি করতে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু জনসমর্থন না পেয়ে একটু ঘাবড়িয়ে পড়েছিলেন। তারা শেষ 'তাবিজ' নিক্ষেপ করলেন। জিন্নাহকে ভুল বোঝালেন। এরা মনে করলেন, জিন্নাহকে দিয়ে উর্দুর পক্ষে বলাতে পারলেই আর কেউ এর বিরুদ্ধাচরণ করতে সাহস পাবে না।'

১৯৪৯ সালের উপনির্বাচনে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে নির্বাচন করতে গিয়ে যে অর্থের প্রয়োজন হয় তা ছাত্র ও দলীয় কর্মীরা কীভাবে জোগাড় করেছিলেন তার বর্ণনা দেন তিনি আত্মজীবনীর ১১৫নং পৃষ্ঠায়। তিনি উল্লেখ করেন, 'ছাত্র ও কর্মীরা ঘড়ি, কলম বিক্রি করেও কিছু টাকা দিয়েছিল।' তাঁর এই বাক্য প্রমাণ করে দেশের জন্য ছাত্র-জনতা বঙ্গবন্ধুকে কী পরিমাণ বিশ্বাস করতেন, ভালোবাসতেন। শুধু তাই নয়, রাজনীতি যে ত্যাগের জন্য, ভোগের জন্য নয় তারই প্রমাণ করতে গিয়ে তিনি তাঁর জীবনের কোনো ঘটনাই আত্মজীবনীতে বর্ণনা করতে দ্বিধা করেননি। মহান নেতা যেমন সত্য বলেছেন তেমনি তথ্য গোপন রাখেননি। উদার মনের বিশাল নেতা বঙ্গবন্ধু রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে কখনো শত্রু মনে করেননি।

১৯৫১ সালে দাঙ্গায় মহিউদ্দিন তারই সমর্থিত সরকার কর্তৃক গ্রেফতার হন, বঙ্গবন্ধুর সাথে জেল খাটেন। ওই জেলে বসেই মহিউদ্দিন সাহেব তার রাজনৈতিক জীবনের দুঃখ-কষ্ট, ভুলভ্রান্তি বর্ণনা করেন। দরদি বঙ্গবন্ধুই মহিউদ্দিন সাহেবের মুক্তির জন্য আন্দোলন করার ম্যাসেজ জেলের বাইরে পাঠান। অসমাপ্ত আত্মজীবনীর ১৯৪নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে, 'শহীদ সাহেব আমাকে খুব আদর করলেন। ডাক্তার সাহেবদের ডেকে বললেন, আমার দিকে বিশেষভাবে নজর দিতে। আমি মহিউদ্দিনের কথা তুললাম। শহীদ সাহেব আমার দিকে আশ্চর্য হয়ে চেয়ে রইলেন এবং বললেন, 'তুমি বোধহয় জান না, এই মহিউদ্দিনই আমার বিরুদ্ধে লিয়াকত আলী খানের কাছে এক মিথ্যা চিঠি পাঠিয়েছিল যখন বরিশাল যাই, শান্তি মিশনের জন্য সভা করতে ১৯৪৮ সালে। আবার সে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও করেছে ১৯৫১ সালে।' আমি বললাম, 'স্যার মানুষের পরিবর্তন হতে পারে, কর্মী তো ভাল ছিল, আপনি তো জানেন, এখন জেলে আছে, আমার সাথেই আছে। আমি আপনাকে বলছি আপনি বিশ্বাস করুন, ওর অনেক পরিবর্তন হয়েছে। ভালপথে আনতে পারলে দেশের অনেক কাজ হবে। আমরা উদার হলে তো কোন ক্ষতি নাই। আমার জন্য যখন মুক্তি দাবি করবেন ওর নামটাও একটু নিবেন, সকলকে বলে দিবেন।' শহীদ সাহেব ছিলেন সাগরের মত উদার। যে কোন লোক তাঁর কাছে একবার যেয়ে হাজির হয়েছে, সে যত বড় অন্যায়ই করুক না কেন, তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।'

১৯৬৯-এর পাঁচ ডিসেম্বর শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আওয়ামী লীগের আলোচনা সভায় বঙ্গবন্ধু পূর্ব বাংলার নামকরণ করেন 'বাংলাদেশ'। তিনি বলেন, 'এক সময় এই দেশের বুক হইতে মানচিত্রের পৃষ্ঠা হইতে 'বাংলা' কথাটির সর্বশেষ চিহ্নটুকু চিরতরে মুছিয়া ফেলার চেষ্টা করা হইয়াছে। একমাত্র 'বঙ্গোপসাগর' ছাড়া আর কোন কিছুর নামের সাথে বাংলা কথাটির অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। জনগণের পক্ষ হইতে আমি ঘোষণা করিতেছি– আজ হইতে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশটির নাম পূর্ব পাকিস্তানের পরিবর্তে শুধুমাত্র 'বাংলাদেশ'।' বঙ্গবন্ধুর এই ঘোষণাই আজ বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশ নামে সার্বভৌমত্বের রাষ্ট্রীয় পরিচয় বহন করছে। বঙ্গবন্ধু জাতির বিবেক, ন্যায়ের প্রতীক, স্বাধীন বাংলার অগ্নিমশাল, অন্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্রদ্রোহী, সত্যের মাইলফলক, ইতিহাসের হিমালয়, মানবতার মহাসমুদ্র। তিনিই হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাংলা মায়ের রক্ত খচিত পতাকা। তুমিই জাতির পিতা, তুমিই সর্বকালের মহানায়ক, শান্তির দূত, মুক্তির পথ ও পাথেয়। তোমাকে স্মরি...।

লেখক: শিক্ষক, কলামিস্ট, নাট্যকার ও শিশু সংগঠক

আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস
সামাজিক কর্মপরিকল্পনা

সুহৃদ সরকার

জীবন আর গতি সমার্থক শব্দ না হলেও মোটামুটি কাছাকাছি। যে জীবনে গতি নেই সে জীবন অনেকটা স্থবির। আর স্থবিরতাই জীবনকে থামিয়ে দেয়। মানুষ বা প্রাণী ভূমিষ্ট হওয়ার পর থেকেই একমাত্র গতিই তাকে পূর্ণতার দিকে নিয়ে যায়। শৈশব থেকে যৌবন গড়িয়ে মানুষ এক সময় বার্ধক্যে পৌঁছে যায়। সৃষ্টির অমোঘ নিয়মকে মেনে মানুষ তার অনাকাঙ্ক্ষিত অথচ ধ্রুত সত্য জীবনের পরিণতির দিকে ধাবিত হয়। শৈশব-কৈশোর, যৌবন থেকে বার্ধক্য– জীবনের এই চারটি স্তর।

মানব বা প্রাণী সৃষ্টির পর থেকে শুরু আর শেষের খেলা চলছে নিরন্তর। বলা হয়ে থাকে, শুরু আছে যার শেষ আছে তার। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের এই যে আসা-যাওয়ার বিভাজনে প্রবীণ একটি অবশ্যম্ভাবী বিষয়। এই বিষয়টি হিসাব না করেই পৃথিবীর দেশে দেশে এই প্রবীণদের অবহেলা ও অবজ্ঞা করার একটি নির্মম প্রবণতা অতীত থেকে দৃশ্যমান ছিল। প্রবীণ মানেই বোঝা নাকি Old is gold– এই ভাবনায় এক পর্যায়ে জাতিসংঘ ১৯৯০ সালের ১লা অক্টোবর থেকে আন্তর্জাতিকভাবে 'প্রবীণ দিবস' পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই দিবসটি পালনের মূল উদ্দেশ্য– প্রবীণদের সুরক্ষা, তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠাসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

১৯৯০ সালের ১লা অক্টোবর থেকে শুরু করে ২০১৯ সালের অক্টোবর। এরই মধ্যে চলে গেছে ২৯টি বছর। প্রতিবারের মতো এবারো বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও পালিত হচ্ছে– 'আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস'। এবারে দিবসটির মূল প্রতিপাদ্য– The journey to Age Equality বা বয়সের সমতার পথে যাত্রা। জাতিসংঘের এই আহ্বানের মূলে রয়েছে প্রতিটি দেশ, সমাজ ও গোটা বিশ্বকে সকল বয়সির জন্য সমান উপযোগী ও বাসযোগ্য করে গড়ে তোলা।

জনবিজ্ঞানীদের প্রদত্ত এক পরিসংখ্যানে জানা যায়, বিশ্বব্যাপী প্রবীণদের সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। পরিসংখ্যানবিদরা বলছেন, ১৯৯৫ সালে প্রবীণ জনসংখ্যা ছিল ৫৮ কোটি। ২০৫০ সালে তা বেড়ে দাঁড়াবে প্রায় ২০০ কোটিতে। বাংলাদেশে প্রবীণদের বিভাজন করা হয় এভাবে– তরুণ প্রবীণ (৬০-৭০), মধ্যম প্রবীণ (৭০-৮০) এবং অতিপ্রবীণ ধরা হয়েছে ৮০+।

বাংলাদেশে প্রবীণ নীতিমালা ২০১৩ অনুসারে ৬০ বছর বয়স হলে একজন ব্যক্তিকে প্রবীণ বা সিনিয়র সিটিজেন হিসেবে ধরা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রবীণদের সংখ্যা ১.৪০ কোটি। ২০২৫ সালে এদের সংখ্যা দাঁড়াবে ২ কোটি, ২০৫০ সালে ৪.৫ কোটি এবং ২০৬০ সালে ৫.৫ কোটি। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে, ২০৫০ সাল নাগাদ দেশে শিশুদের চেয়ে প্রবীণদের সংখ্যা বেশি হয়ে যাবে। গোটা বিশ্বের সাথে বাংলাদেশেও অতিপ্রবীণদের সংখ্যা বৃদ্ধির হার অনেক বেশি।

এখন দেখা যাক, প্রাত্যহিক জীবনে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর একটি অংশ কী ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। একান্নবর্তী পরিবারগুলোর গ্রামীণ জীবনে একজন প্রবীণ ব্যক্তি অতীতে কোনো না কোনো সন্তানের নিকট থেকে মর্যাদাসহ জীবনযাপন করতে পারতেন। মানবিক মূল্যবোধ, ধর্মীয় অনুশাসন, সামাজিক অনুশাসন ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা মোটামুটি থাকার কারণে প্রবীণদের প্রতি অবহেলা কম ছিল। বলা যেতে পারে তারা ছিলেন মাথার ছাতা। যাপিত জীবনে প্রবীণের উপস্থিতি ছিল আশীর্বাদস্বরূপ। যেভাবেই হোক সংসারে তাদের উপস্থিতি ছিল আনন্দের বিষয়। কালপ্রভাবে একান্নবর্তী পরিবার এবং পারিবারিক বন্ধন অনেকটা শিথিল হয়েছে। মানুষের বহির্মুখী ভাবনা এখন সাংঘাতিকভাবে অন্তর্মুখী আর সেই কারণে একে অপরের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের ভাবনা অনেকটা তিরোহিত। এর ফলে অধিকাংশ প্রবীণ অনাদরে, অবহেলায় মৃত্যুর দিকে ধাবিত হন। গ্রাম থেকে শহরে বা বিদেশ গিয়ে চাকরি কিংবা ব্যবসার সুবাদে বসবাসরত সন্তানদের বৃদ্ধ বাবা-মা'রা অবহেলায় গ্রামে অথবা শহরে থাকেন। সেই সকল আত্মমুখী সন্তানরা বুঝতে চায় না যে, তারাও একদিন প্রবীণ হবে। নব্য 'অভিজাত' সন্তান বিশেষ করে পুত্র সন্তানরা তাদের বাবা-মাকে গ্রামে অথবা Old Home বা বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে নিজেরা বিলাস বহুল জীবনযাপন করে। তারা বুঝতে চায় না যে, তথাকথিত এই অভিজাত সন্তানরা তাদের সন্তানদেরকে বৃদ্ধ পিতা-মাতার তত্ত্বাবধানে রাখলে যেমন পিতা-মাতার প্রতি কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করা হয়ে যায় তেমন তাদের সন্তানরাও সুন্দরভাবে বেড়ে উঠতে পারে। তা না করে শিশু-কিশোরদের দেখ-ভালের দায়িত্ব দেওয়া হয় গৃহপরিচালিকা অথবা Day Care Centre বা দিবাযত্ন কেন্দ্রের উপর। পরিবারের মা-বাবা দুজনই কর্মজীবী হওয়ার ফলে শিশু-কিশোররা মা-বাবা ও আপনজনের আদর-যত্ন থেকে দূরে থেকে অবহেলা ও অনাদরে বেড়ে উঠতে থাকে। আর সেই কারণে শিশু-কিশোরদের মধ্যে মানবিক মূল্যবোধসহ অন্যান্য গুণাবলির বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়। বলা যায়, প্রতিটি শিশু-কিশোরকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মা-বাবাসহ প্রবীণদের প্রধান ভূমিকা থাকে।

আর তাই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রবীণদের সমস্যা মানে রাষ্ট্রীয়ভাবে তথা আমাদের সামগ্রিক সমস্যা। এই সমস্যাকে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও নৈতিক মূল্যবোধের সমস্যা থেকে আলাদা করে দেখার কোনো সুযোগ নেই। এবারের আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবসের মূল প্রতিপাদ্য ছিল– The journey to Age Equality বা বয়সের সমতার পথে যাত্রা'– এ আলোকে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় যে ক্রোড়পত্র প্রকাশ করেছে তাতে আহ্বান জানানো হয়েছে– সম্মানের সাথে প্রবীণদের সেবা দিন নিজেদের বার্ধক্যের প্রস্তুতি নিন।

নিবন্ধের এক পর্যায়ে বিশ্বে ও আমাদের দেশে প্রবীণদের বেড়ে যাওয়ার একটি পরিসংখ্যান দেওয়া হয়েছে। প্রবীণদের এই বেড়ে যাওয়ার পিছনে যে বিষয়টি বিশেষভাবে কাজ করেছে তাহলো চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুহার কমে যাওয়া, স্বাস্থ্য সচেতনতা বেড়ে যাওয়া, বিভিন্ন ধরনের মরণব্যাধির যথাযথ প্রতিরোধ ও প্রতিকার পাওয়া। গত ৫০ বছরে সারা বিশ্বে চিকিৎসা ক্ষেত্রে একটি আমূল গুণগত পরিবর্তন ঘটেছে। চিকিৎসা ক্ষেত্রেও এগিয়ে গেছে বাংলাদেশ আর সে কারণে মৃত্যুহারও হ্রাস পেয়েছে।

দেশের বিপুল সংখ্যক প্রবীণদের অধিকার ও সুরক্ষার প্রশ্নটিকে সামনে রেখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অসহায় প্রবীণ নাগরিকদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চয়তার বিধান রেখে সংবিধানে সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত ১৫(ঘ) অনুচ্ছেদ সংযুক্ত করেন। ১৯১৩ সালে পিতা-মাতার ভরণ পোষণ আইন ও প্রজাতন্ত্রের অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীসহ সকল কর্মচারীদের বৈশাখি ভাতাসহ বিভিন্ন কার্যক্রম চালু করে শেখ হাসিনা সরকার। সঙ্গে সঙ্গে প্রবীণদের মানবিক অধিকার সমুন্নত রাখার জন্য সরকার জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা ২০১৩ অনুমোদন করে। এর আলোকে প্রবীণদের মর্যাদাপূর্ণ, দারিদ্র্যমুক্ত, কর্মময়, সুস্বাস্থ্য ও নিরাপদ সামাজিক জীবন নিশ্চিত করার বিষয়টি লক্ষ্য হিসেবে ধরা হয়েছে। এই নীতিমালার মধ্যে প্রবীণ ব্যক্তিদের অবদানের স্বীকৃতির বিষয়টিকে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। প্রবীণ ব্যক্তিদের সম্মান প্রদানের লক্ষ্যে তাদেরকে Senior Citizen বা জ্যেষ্ঠ নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

নীতিমালায় আরো যে সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সামনে আনা হয়েছে তারমধ্যে আছে– আন্তঃপ্রজন্ম, যোগাযোগ ও সংহতি, প্রবীণ ব্যক্তির সামাজিক সুযোগ-সুবিধা, জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা, দারিদ্র্য দূরীকরণ, আর্থিক নিরাপত্তা, প্রবীণ ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও পুষ্টি, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগে প্রবীণদের বিশেষ সুবিধা প্রদান, প্রবীণ ব্যক্তিদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান, বিশেষ কল্যাণ কর্মক্রম গ্রহণ, তাদের কল্যাণে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহকে উৎসাহ প্রদান ইত্যাদি।

দেশের প্রবীণ ব্যক্তিদের কল্যাণে জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা বাস্তবায়ন, তদারকি ও মূল্যায়নে বিভিন্ন পর্যায়ের কমিটিগুলো হলো– ১. প্রবীণ ব্যক্তি বিষয়ক জাতীয় কমিটি, ২. জেলা প্রবীণ কল্যাণ কমিটি, ৩. থানা/উপজেলা প্রবীণ কল্যাণ কমিটি ও ৪. পৌর, ওয়ার্ড/ইউনিয়ন প্রবীণ কল্যাণ কমিটি।

উপর্যুক্ত, নীতিমালা ও কর্মসূচির আলোকে লিড মন্ত্রণালয় হিসেবে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় প্রবীণদের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে। প্রবীণ বিষয়ক জাতীয় কমিটি পরিচালনা, প্রাসঙ্গিক নীতি, আইন ও বিধিবিধান প্রণয়নে নেতৃত্বদান, বয়স্কভাতাসহ বিভিন্ন ভাতা বিতরণ, আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস উদ্‌যাপন, প্রবীণ সংশ্লিষ্ট এনজিওদের সহযোগিতা প্রদান ইত্যাদি ক্ষেত্রে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে।

প্রবীণদের চিকিৎসা সেবা শক্তিশালী করার জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘ ও জরাবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া আর্থিক অনুদান চলতি বছর ৮.৭০ কোটি টাকায় উন্নীত করেছে। ঢাকাসহ সংঘের ৮৯টি শাখায় এই অর্থ প্রবীণদের স্বাস্থ্যসেবায় ব্যয় করা হচ্ছে। দেশের সকল শ্রেণির প্রবীণদের কল্যাণে প্রখ্যাত চিকিৎসক এ কে এম আব্দুল ওয়াহেদ ১৯৬০ সালে এই সংঘ গড়ে তোলেন। তাঁর মৃত্যুর পর ১৯৭১ সালে সংঘের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশনায় ১৯৭৩ সালে সংঘটি আবার তার কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমান সরকারের আর্থিক সহযোগিতা ও নির্দেশনায় সংঘের কার্যক্রম ও সেবাদান বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট ২০১৪ সাল থেকে বার্ধক্য ও প্রবীণ কল্যাণ বিষয়ক একটি স্নাতকোত্তর প্রোগ্রাম চালু করেছে। ডাক্তার, নার্স, থেরাপিস্ট, সমাজকর্মী, মনোবিজ্ঞানীসহ বিভিন্ন পেশাজীবীরা এই কোর্স সম্পন্ন করছেন। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তাঁর প্রথম মেয়াদে ১৯৯৮ সালে প্রবীণদের আর্থিক দুর্দশা অনুধাবন করে প্রবীণ ভাতার প্রবর্তন করেন। বর্তমানে ভাতার পরিমাণ ৫০০ টাকা।

জাতিসংঘ বার্ধক্যকে 'ব্যক্তির জীবনভর প্রস্তুতি' বিষয় উল্লেখ করেছে। সে হিসেবে অবশ্যম্ভাবী বার্ধক্যের ধাক্কা মোকাবিলায় প্রবীণদেরই প্রধান ভূমিকা নিতে হবে। এক্ষেত্রে পিতা-মাতার ভরণ পোষণ আইন কার্যকর করার বিষয়টিকে হিসেবে রেখে সবাইকে সতর্ক থেকে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হবে। বার্ধক্যের কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকারি প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে সবাইকে আগাম প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। 'সম্মানের সাথে প্রবীণদের সেবা দিন, নিজেদের বার্ধক্যের প্রস্তুতি নিন'– এই সত্যকে মনে রেখে আসুন আমরা প্রবীণদের যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করি।

লেখক: প্রাবন্ধিক ও সাংবাদিক

বাল্যবিয়ে রোধে সচেতনতা

ম. জাভেদ ইকবাল

সাহিদা তখন দশম শ্রেণির ছাত্রী। সামনে এসএসসি পরীক্ষা। চোখে স্বপ্ন, এসএসসি পাস করে শহরের একটি কলেজে ভর্তি হয়ে আরও লেখাপড়া করবে। সাহিদার বাবা-মা হঠাৎ করে তার বিয়ের আয়োজন করলেন। চাকরিজীবী এমন ভালো ছেলে আর পাওয়া যাবে না এমন ভেবে পাত্রটিকে হাতছাড়া করলেন না সাহিদার বাবা-মা। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সাহিদাকে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হলো। বিয়ের পর স্বামীকে বলেও লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়ার স্বীকৃতি আদায় করতে পারেনি সাহিদা। দুই বছর যেতে না যেতেই সাহিদার পেটে সন্তান এল। সন্তানটি ভূমিষ্ট হলো কিন্তু সাহিদাকে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হলো। চিকিৎসক জানালেন, অপরিণত বয়সে মা হতে গিয়েই তার মৃত্যু হয়েছে। সাহিদার মতো এমন ঘটনা অহরহ আমাদের সমাজে ঘটে যাচ্ছে ১৮ বছর বয়সের আগেই মেয়েদের বিয়ের কারণে।

বাল্যবিয়ে কিশোর-কিশোরীর প্রজনন স্বাস্থ্যের জন্যও বিরাট হুমকি। গর্ভবতী কিশোরীর উচ্চ রক্তচাপ অথবা খিঁচুনি হয়ে মা ও গর্ভের সন্তানের জীবন ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। গর্ভাবস্থায় কিশোরী পুষ্টিহীনতায় ভুগলে তার স্বাস্থ্যহানি ঘটাও কম ওজনের শিশুর জন্মের আশঙ্কা বাড়ে। কিশোরী মায়ের সন্তান জীবনভর পুষ্টিহীনতাসহ নানারকম শারীরিক জটিলতায় ভোগে। এমন কন্যাশিশুর পরবর্তী জীবনে জরায়ুর ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কাও অনেক বেড়ে যায়।

অল্পবয়সে মেয়েদের বিয়ে হওয়ার কারণে দেশে বিবাহবিচ্ছেদ, নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা এবং পারিবারিক নির্যাতন বেড়ে যায়। উপযুক্ত হওয়ার আগেই সংসারের দায়িত্ব নেওয়ার কারণে নারী অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারেন না। পর্যায়ক্রমে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে বৈষম্যের শিকার হন। কম বয়সের অজুহাত দেখিয়ে নারীকে পরিবারে সিদ্ধান্তগ্রহণে ভূমিকা রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। সর্বোপরি, বাল্যবিয়ের কারণে মেয়েশিশু কেবল পরিপূর্ণভাবে বেড়ে উঠতে পারেন না তা নয় পূর্ণ বয়সে পৌঁছেও যোগ্য, দক্ষ ও কর্মক্ষম নারী হিসেবে পরিবারে, সমাজে ও রাষ্ট্রে তার যথাযথ ভূমিকা পালনে তিনি অপারগ হন।

বাংলাদেশে মা ও শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস, গড় আয়ু বৃদ্ধিসহ প্রায় সব সূচকে অগ্রগতি হলেও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনের পথে সবচেয়ে বড়ো বাধা বাল্যবিয়ে। সারাবিশ্বে ১৫ থেকে ১৯ বছর বয়সি কিশোরীদের মৃত্যুর দ্বিতীয় কারণ গর্ভকালীন ও প্রসবকালীন জটিলতা। বাংলাদেশের মতো দেশগুলোতে বাল্যবিয়ে সবচেয়ে বড়ো সামাজিক সমস্যা এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণেরও অন্যতম বাধা। কেননা মূলত আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে কিশোরী স্বাস্থ্য উন্নয়নের ওপরেই এসডিজি অর্জনের সাফল্য নির্ভর করছে। বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি বাল্যবিয়ের ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। এখানে ১০ থেকে ১৯ বছর বয়সি দেড় কোটিরও বেশি কিশোরী বাল্যবিয়ের ঝুঁকিতে রয়েছে। ২০১৪ সালে বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক হেলথ সার্ভে (বিডিএইচএস)-এর সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী, ১৮ বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার আগেই ৫৯ শতাংশ মেয়ের বিয়ে হয়ে যায়। লক্ষ্য করা গেছে, বিবাহিত কিশোরীদের মধ্যে অপূর্ণ চাহিদাও তুলনামূলকভাবে বেশি।

এক গবেষণায় বলা হয়েছে, ‘বাল্যবিয়ের কারণে ৮৬ শতাংশ কিশোরী স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দেয় এবং ২১ শতাংশ কিশোরী অপরিকল্পিতভাবে গর্ভধারণ করে। এর ফলে মাতৃমৃত্যুর ঝুঁকি, দুর্বল স্বাস্থ্য, অপুষ্টি ও অনুৎপাদনশীলতার ঝুঁকি বাড়ে।’

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী, দেশে ১৮ বছরের আগেই ৫৯ শতাংশ মেয়ের বিয়ে হয়। শতকরা ২১ কিশোরী এখনো অপরিকল্পিতভাবে গর্ভধারণ করে। এর মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ ১৯ বছর বয়স হওয়ার আগেই মা গর্ভবতী হন। শহরের তুলনায় পল্লি অঞ্চলে এ বিয়ের প্রভাব আরো বেশি। ১৫ থেকে ১৯ বছর বয়সি তরুণীদের মধ্যে ৩১ শতাংশই বিয়ের প্রথম বছর গর্ভবতী হন। তাদের মধ্যে প্রতি চারজনে একজন প্রথম সন্তানের জন্ম দেন। এছাড়া প্রতিষ্ঠানটির মতে, ১৫ থেকে ১৯ বছর বয়সি তরুণীদের মধ্যে আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহার, অপূর্ণ চাহিদা, বিভিন্ন পদ্ধতিতে ড্রপ আউট না কমা এবং পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণে নারী ও পুরুষের অনুপাতে অসামঞ্জস্য এসডিজি অর্জনের পথে বড়ো চ্যালেঞ্জ।

জনবহুল আমাদের দেশের বেশির ভাগ কিশোরী, নারী, মা-বাবা এখনো কৈশোর ও যৌন প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার সম্পর্কে শুধু অজ্ঞ নয়, অসচেতনও। তারা নিজের স্বাস্থ্য ও প্রজনন স্বাস্থ্য সর্ম্পকে কিছুই জানেন না। জানেন না বাল্যবিয়ের কুফল সম্পর্কে। অপ্রাপ্ত বয়সে মা হলে কী কী সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, এ সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণাই নেই। তাই ফুল ফোটার আগেই কুঁড়িতে অল্প বয়সেই ঝড়ে পড়ে অনেক কিশোরী, কিশোরী মা। দারিদ্র্য, কুসংস্কার, অশিক্ষা ও নিরাপত্তাহীনতার কারণে অনেক ক্ষেত্রেই নারীকে বোঝা মনে করা হয়। তাই বাবা-মা ও অভিভাবকরা যত দ্রুত সম্ভব মেয়ের বিয়ে দিয়ে মানে কন্যা অন্যের হাতে সম্প্রদান করে দায়মুক্ত ও ভারমুক্ত হতে চান। সামাজিক নিরাপত্তাবোধের অভাব ও আর্থিক অভাব-অনটন-এর অন্যতম কারণ বলে মনে করেন সমাজের বিজ্ঞজনেরা।

বাল্যবিয়ের কারণে সবচেয়ে বেশি বিপন্ন হয় নারীর শিক্ষা ও স্বাস্থ্য। বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর অধিকাংশ মেয়েরই আর স্কুলে যাওয়ার সৌভাগ্য হয় না। অনেক সময় বিয়ে দেওয়ার জন্য আগে থেকেই কিশোরী মেয়ের স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়। ফলে তারা শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হয়। একই সাথে নারীর ভবিষ্যত আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পথও হয়ে যায় রুদ্ধ। বাল্যবিয়ের কারণে অপ্রাপ্ত বয়সে মা হয়ে মৃত্যু ঝুঁকিতে থাকে নতুন মায়েরা। কোনোকিছু বুঝে ওঠার আগেই তাদের শরীরে আরেকটি শিশুর অস্তিত্ব অনুভব করে। এই কিশোরী মায়েরা না নিজের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন, না নিজের শরীরে বহন করা শিশুর যত্ন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। ফলে মা ও শিশু উভয়েই নানারকম ঝুঁকির মধ্যে থাকে। ইউনিসেফের মতে, বাল্যবিয়ের সংখ্যা বাংলাদেশে ক্রমান্বয়ে কমেছে। কিন্তু এখনো সেটা ৫০ শতাংশের উপরেই রয়ে গেছে। জাতিসংঘ বলছে, বিশ্বে বাল্যবিবাহের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে কমছে। জাতিসংঘের শিশু বিষয়ক সংস্থা ইউনিসেফের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত এক দশকে পৃথিবীতে আড়াই কোটি বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছে। বাল্যবিয়ের হার বাংলাদেশেও খুব বেশি ছিল, সর্বশেষ ২০১১ সালের জরিপ অনুযায়ী বাংলাদেশে ৫২ শতাংশ মেয়ে বাল্যবিয়ের শিকার হতো। কিন্তু বর্তমানে এই হার কত নিশ্চিত করে বলা না গেলেও ইউনিসেফের মতে, বাল্যবিয়ে প্রতিরোধে বাংলাদেশের গ্রামেগঞ্জে এক ধরনের উদ্দীপনা তৈরি হয়েছে। অল্পবয়সি মেয়েরাও এখন নিজেদের বিয়ে প্রতিরোধে এগিয়ে আসছেন। তবে এ সংখ্যা খুবই কম।

বাল্যবিবাহ রোধে সরকারি এবং সামাজিকভাবে আরো বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিতে হবে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। 'বাল্যবিবাহ নিরোধকল্পে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা-২০১৮'-তে বলা হয়, সরকার কিংবা শুধু আইন বা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য দ্বারা বাল্যবিয়ে রোধ করা সম্ভব নয়। এজন্য প্রয়োজন সামাজিক আন্দোলন। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে বর্তমান সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। সরকার ২০২১ সালের মধ্যে ১৫ বছরের নিচে বিবাহের সংখ্যা শূন্যে এবং ২০৩৫ সালের মধ্যে ১৮ বছরের নিচে বিয়ের সংখ্যা শূন্যে নামিয়ে আনার অভিপ্রায় প্রকাশ করেছেন। বাল্যবিয়ে বন্ধে সরকারের ব্যাপক তৎপরতা সত্ত্বেও এখনো শতকরা ৪৭ ভাগ মেয়ের বিয়ে হচ্ছে ১৮ বছরের নিচে। তাই বাল্যবিয়ে রোধে জনসচেতনতা গড়ে তোলার কোনো বিকল্প নেই। বিশেষজ্ঞদের মতে, বাল্যবিয়ে বন্ধ করার জন্য অভিভাবকদের মধ্যে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টির বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি, শিক্ষক ও সমাজের অগ্রসর নাগরিকদের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে বাল্যবিয়ে রোধে পরিকল্পিত উদ্যোগ নিতে হবে। সরকারি এবং সামাজিকভাবে আরও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিতে হবে বলেও বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। বাল্যবিয়ের অভিশাপ থেকে দ্রুত মুক্তি না মিললে শত উন্নয়নেও সুফল আসবে না। দেশের জনসংখ্যার ২১ দশমিক ৪ শতাংশ কিশোর-কিশোরী। সংখ্যায় এরা ৩ কোটি ৬৩ লাখ ৮০ হাজার-এর অর্ধেক কিশোরী। অল্প বয়সে বিয়ে, গর্ভধারণ ও সন্তান জন্মদানের কারণে কিশোরীদের একটা অংশ বড়ো ধরনের স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে থাকছে। এদিকে ইউএনএফপিএর এক গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশের মানুষের ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্য পরিস্থিতি কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্যের ওপর নির্ভরশীল। তাই পুরো দেশকে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী দেখতে হলে বাল্যবিয়ে কমাতে হবে। শুধু তাই নয় ইতোমধ্যে বিয়ে হওয়া কিশোরীরা যেন তাড়াতাড়ি বাচ্চা না নেয়। বিলম্বে গর্ভধারণ করে, সেই উদ্যোগও নিতে হবে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার মূল কথা হলো, কাউকে পিছনে ফেলে নয়, সকলকে সাথে নিয়ে এগিয়ে চলা। জাতিসংঘ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজি) একাধিক লক্ষ্যের সঙ্গে বাল্যবিয়ের প্রভাব সম্পৃক্ত। তিন, চার ও পাঁচ নম্বর লক্ষ্য যথাক্রমে সুস্বাস্থ্য, মানসম্মত শিক্ষা, এবং জেন্ডার সমতা নারী অধিকারের সাথে সম্পৃক্ত। বাল্যবিয়ের শিকার মেয়েরা অকালে গর্ভবতী হয়। মাতৃমৃত্যু, শিশুমৃত্যু এবং অপুষ্ট ও বিকলাঙ্গ শিশু জন্মদানের মতো বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়। এসডিজি বাস্তবায়নে বাল্যবিয়ে যাতে বাঁধা হয়ে না দাঁড়ায় তারজন্য সকলকে যার যার অবস্থানে থেকে কাজ করা প্রয়োজন।

লেখক: উপপ্রধান তথ্য অফিসার, আঞ্চলিক তথ্য অফিস, খুলনা

বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে ১০০ সৃষ্টিশীল নারী নেতৃত্বের তালিকায় সায়মা ওয়াজেদ পুতুল

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কন্যা সায়মা ওয়াজেদ পুতুল বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে সৃষ্টিশীল নারী নেতৃত্বের ১০০ জনের তালিকায় স্থান করে নিয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) বিশেষজ্ঞ হিসেবে মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে কাজ করে যাচ্ছেন তিনি। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর পরিচালিত 'ফাইভ অন ফ্রাইডে' মানসিক স্বাস্থ্যের চিকিৎসা, প্রতিরোধ ও সচেতনতামূলক অবদানের জন্য কাজ করা নারী নেতৃত্বের তালিকা তৈরি করে। সায়মা ওয়াজেদ পুতুল বাংলাদেশে অটিজম বিষয়ক জাতীয় কমিটির চেয়ারপারসন। সেই সঙ্গে তাঁর পরিচালিত সূচনা ফাউন্ডেশন বাংলাদেশে মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়ন ও সচেতনতা তৈরিতে কাজ করে যাচ্ছে। তাছাড়া সায়মা ওয়াজেদ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক বিশেষজ্ঞ প্যানেলে থেকেও কাজ করে যাচ্ছেন। আর তাঁরই উদ্যোগেই ২০১১ সালে ঢাকায় প্রথমবারের মতো অটিজমের মতো অবহেলিত একটি বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে ভারতের তৎকালীন কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী অংশগ্রহণ করেন। প্রধানমন্ত্রীর কন্যা সায়মা ওয়াজেদ পুতুলের অক্লান্ত পরিশ্রমে দেশে 'নিউরোডেভেলপমেন্ট ডিজেবিলিটি ট্রাস্ট অ্যাক্ট-২০১৩' পাস করা হয়। সেই সঙ্গে তাঁর প্রদান করা পরামর্শের ওপর ভিত্তি করেই জাতিসংঘ বেশ কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। মানসিক স্বাস্থ্য ও অটিজম নিয়ে কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ২০১৪ সালে সায়মা ওয়াজেদকে 'এক্সিলেন্স ইন পাবলিক হেলথ অ্যাওয়ার্ড' প্রদান করে। যুক্তরাষ্ট্রের বারি ইউনিভার্সিটি থেকে 'স্কুল সাইকোলজি' বিভাগে বিশেষ ডিগ্রি অর্জন করেন তিনি। আওয়ামী লীগের গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড ইনফরমেশনের (সিআরআই)-এর একজন ট্রাস্টিও সায়মা ওয়াজেদ পুতুল।

প্রতিবেদন: রুপা ইসলাম

বাংলার লোকায়ত ভাটিয়ালি সংগীত

আলী হাসান

বৃহৎ বাংলা অঞ্চলের লোকসংগীতের উত্তুঙ্গ ও জনপ্রিয় শাখার মধ্যে অন্যতম শাখা হলো ভাটিয়ালি সংগীত। গানের ভাব, ভাষা, উৎপত্তি ও বিষয়-বৈচিত্র্যের নানাদিক বিবেচনা করেই এতদ্‌সংশ্লিষ্ট গবেষকগণ এই গানের বিপুল জনপ্রিয়তার নেপথ্য কারণ কী তা উদ্‌ঘাটন করার চেষ্টা করেছেন। সংগীতশাস্ত্রে ভাটিয়ালি একটি রাগিণীর নাম হিসেবেও এর পরিচয় মেলে। মধ্যযুগের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে মোট দশটি পদের শুরুতে 'ভাটিয়ালি রাগ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বৈষ্ণব ও সুফিবাদের পদেও ভাটিয়ালি রাগের কথা যেমন আছে, মঙ্গলকাব্য ও প্রণয়োপাখ্যানগুলোতেও তেমনি এই লোকসুরের প্রচুর গান রয়েছে। হলায়ুদ মিশ্রের 'সেক শুভোদয়া' গ্রন্থটিতে একটি সংগীতে উল্লেখ করা হয়েছে– 'ভাটিয়ালি রাগেন গীয়তে'। এ সবই তাত্ত্বিক আলোচনা বটে কিন্তু সহজভাবে বলতে গেলে বলতে হয়– ভাটি অঞ্চলের নদীনালা-বিল-হাওরে নৌকার মাঝিদের গানই হলো 'ভাটিয়ালি গান'। বিশাল বাংলার মাঝি-মাল্লারাই এ গানের উদ্ভাবক, পরিবেশক ও পৃষ্ঠপোষক। বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের হাওর-বাঁওড়বেষ্টিত নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বেশ কটি উপজেলা নিয়ে এই বিস্তৃত জনপদ 'ভাটি অঞ্চল' নামে পরিচিত। ভাটিয়ালি গান সারা বাংলায় কম বেশি জনপ্রিয় হলেও নদনদী ও বিল-হাওর অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোতেই ভাটিয়ালি গানের মূল উৎপত্তিস্থল, চর্চাস্থল এবং এ অঞ্চলের মানুষের প্রাত্যহিক জীবনযাপনে ও মানবিক মূল্যবোধে এ গানের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে।

ভাটিয়ালি গানের মূল বৈশিষ্ট্য হলো– নদী, হাওর, বিলের অথৈ পানি এবং তাতে নিরন্তর বয়ে চলা নৌকা, মাঝি, দাড়, গুণ ইত্যাদি বিষয়ের সঙ্গে নিবিষ্ট গ্রামীণ জীবন, গ্রামীণ নর-নারীর বিশেষ করে নারীর প্রেমপ্রীতি, ভালোবাসা, চাওয়া-পাওয়া, বিরহ-বেদনা- বিচ্ছেদসহ মানব মনের তীব্র আকুলতার বিস্তৃত আখ্যান। এই গানে 'নদীর ভাটির টান' এবং 'ভাটি অঞ্চল' উভয়ই গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। ভাটিয়ালি গানের ভেতর বিষয় ও সুরের বহু বিচিত্রতা না থাকলেও গানগুলোতে ভাবের গভীরতা ও সুরের মায়া ব্যাপকভাবে বিদ্যমান। প্রায় প্রতিটি গানের সুর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে করুণ, উদাসীন ও বিবাগী ধরনের। ভাটিয়ালি গান মানেই ভাটির প্রকৃতি, প্রেম-বিরহ ও ভাটি অঞ্চলবাসীর দুঃখ-বেদনা এবং প্রত্যাশা-প্রাপ্তির পূর্ণ প্রতিচ্ছবি। এই গান রচনার দিক দিয়ে নিতান্ত সহজ-সরল ও সংক্ষিপ্ত হলেও দূরের নদী বা হাওর থেকে ভেসে আসা ভাটিয়ালি গানের সুর মনকে উথাল-পাতাল ও উদাসীন ভাব নিরপেক্ষ করে তোলে। হাওর-নদীর বাতাস ও ঢেউয়ের সঙ্গে মনের গহীন কোণের আবেগ মিলে-মিশে গিয়ে এক অন্যরকম মানবিক ভাবালুতার সৃষ্টি করে– বলা যেতে পারে এজন্য গ্রামীণ লোকমানসের অন্তরে সুগভীর ভাব ও সূক্ষ্মতম অনুভূতি প্রকাশ করার ক্ষেত্রে ভাটিয়ালি গানের যে শক্তি তা এই গানকে একটি স্বতন্ত্র অবস্থানে দাঁড় করাতে সমর্থ হয়েছে। গ্রামীণ পটভূমি দিয়ে রচিত লোকায়ত জীবন দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গিতে মানব মনের গভীর বিষয়সমূহ অতি সহজেই এই গানের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। একদিকে লৌকিক প্রেম অন্যদিকে আধ্যাত্মিক চেতনা– এই দুই-ই চূড়ান্তভাবে প্রতিফলিত হতে দেখা যায় এই গানে।

ষড়ঋতুর বৈচিত্র্যমণ্ডিত বাংলাদেশ হলেও ভাটি অঞ্চলের ঋতু মাত্র দুটি। একটি বর্ষা অন্যটা হেমন্ত। বর্ষায় উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢল আর বৃষ্টির পানিতে ভাটির সকল নদনদীর বুক ফুলে উঠে। ফলে বিপুল জলরাশিতে দিগন্ত বিস্তৃত এক বিরাট জলাভূমি হয়ে ওঠে ভাটির জনপদ। চারদিকে শুধু পানি আর পানি। তখন পানি বেষ্টিত ভাটি অঞ্চলের মানুষ অনেকটা কর্মহীন হয়ে পড়ে। এ সময় যোগাযোগের জন্য নির্ভর করতে হয় একমাত্র নৌকার উপর। ভাটির মানুষের দৈনন্দিন জীবনপ্রণালিও এর ঋতু বৈচিত্র্যের মতোই ব্যতিক্রম। এখানকার জীবন-জীবিকাসহ সবকিছু চলে প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে। সঙ্গত কারণেই ভাটি অঞ্চলের মানুষের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যও কিছুটা আলাদা বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র। বলা বাহুল্য যে, বাংলাদেশের ভাটি অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের একটা মূল ঐতিহ্যই হলো এই ভাটিয়ালি সংগীত। এ অঞ্চলের মানুষের প্রাণের সঙ্গে মিশে আছে এ সংগীতধারার প্রতিটি অণু-পরমাণু। বলা যায়, জীবনযাপনের একটি অন্যতম অনুষঙ্গই হলো এই ভাটিয়ালি সংগীত।

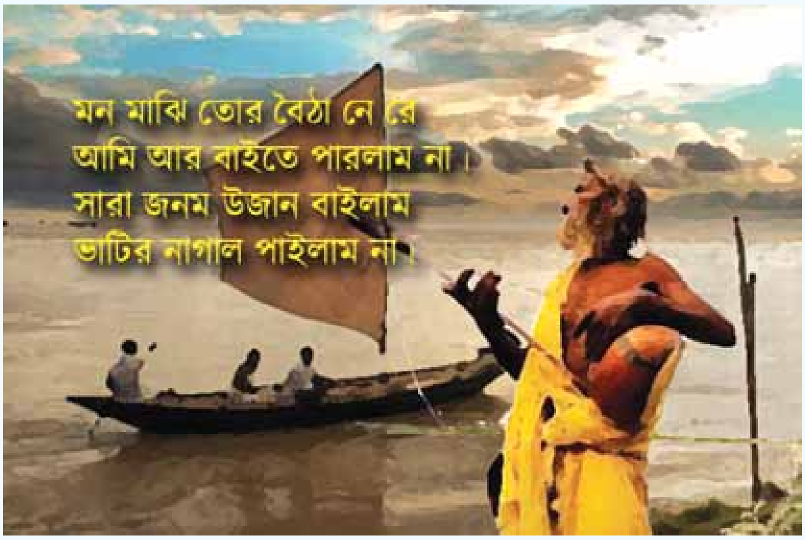

'তোরা কে যাস রে ভাটির গান গাইয়া, আমার ভাইধন রে কইও নাইওর নিত বইলা', 'আমি বইসা রইলাম নদীর কূলে, আমায় কেবা পার করে রে', 'আষাঢ় মাইসসা ভাসা পানিরে পুবালী বাতাসে, বাদাম দেইখা চাইয়া থাকি আমারনি কেউ আসে রে', 'মনমাঝি তোর বইঠা নে রে, আমি আর বাইতে পারলাম না', 'নোঙ্গর ছাড়িয়া দে দুঃখী নাইয়া, বাদাম উড়াইয়া নায়ের দে', 'নাও বাইয়া যাও ভাইটাল নাইয়া ভাইটাল নদী দিয়া, আমার বন্ধুর খবর কইয়ো আমি যাইতাছি মরিয়া'– ইত্যাদি গান বাংলা ও বাঙালির লোকসংগীত ভাণ্ডারের অমূল্য সম্পদ। কিন্তু অতি পরিতাপের বিষয় যে লোকসংগীতের অনেক শাখার মতো ভাটিয়ালি সংগীতধারার অনেক গানই সঠিক সংরক্ষণের অভাবে হারিয়ে যেতে বসেছে। তবে এ কথাও সত্য যে, বর্তমান সময়ে নদনদী, হাওর, বিল মাত্রাতিরিক্তভাবে হ্রাস পাওয়ার ফলে লোকায়ত এই সংগীতধারার সৃজন, পরিবেশন ও প্রচার-প্রসারও অনেকটাই কমে গেছে। সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের এবং অনুসন্ধিৎসু মানুষের ব্যক্তিগত পর্যায়ের গবেষণা, অনুসন্ধান ও সংরক্ষণ যদি যথেষ্ট পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়, তাহলে হয়ত লোকায়ত এই সংগীত ধারাটিকে টিকিয়ে রাখা সম্ভব হবে।

লেখক: প্রাবন্ধিক

খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন ও খাদ্য নিরাপত্তা আইন

মিজানুর রহমান মিথুন

মানুষের পাঁচটি মৌলিক চাহিদার মধ্যে খাদ্যই হচ্ছে প্রথম ও প্রধান। মূলত অক্সিজেনের পর এই খাদ্যের জন্যই মানুষ পৃথিবীতে বেঁচে আছে। খাদ্যের অভাবে পৃথিবীর নানা প্রান্তে বিভিন্ন সময়ে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। অসংখ্য মানুষ খাদ্যের অভাবে মারা গিয়েছে– এমন ইতিহাস আমাদের কম বেশি অনেকেরই জানা রয়েছে।

এখনো বিশ্বের অনেক দেশের মানুষ খাদ্য সংকটে ভুগছে। একসময়ে আমাদের দেশেও খাদ্য ঘাটতি ও খাদ্যের সংকট ছিল। আমদানি নির্ভর ছিল আমাদের খাদ্য সেক্টর। কিন্তু বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার প্রথম মেয়াদ থেকেই খাদ্য সেক্টরের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। ফলে দেশ খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে খাদ্যে ঘাটতি কাটিয়ে উঠতে পেরেছে। বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে বিশ্বে উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। শুধু খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন নয়, এখন বাংলাদেশ খাদ্য রপ্তানিও করছে।

বর্তমান সরকার এখন শুধু খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেই থেমে নেই, উন্নত বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মানুষের সুস্বাস্থ্যের জন্য বিশুদ্ধ খাদ্য সরবরাহের দিকে নজর দিয়েছে। দেশের মানুষের সুস্বাস্থ্য এবং একটি সুস্থ আগামী প্রজন্ম তৈরির জন্য বর্তমান সরকার বেশ কিছু যুগোপযোগী আইন প্রণয়ন করেছে। যার সুফল জনগণ এরই মধ্যে পেতে শুরু করেছে। নিরাপদ খাদ্যের জন্য 'খাদ্য নিরাপত্তা আইন' প্রসঙ্গে আলোচনার আগে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা নিয়ে কিছু কথা না বললেই নয়।

খাদ্য উৎপাদনের জন্য নেপথ্য প্রধান যার ভূমিকা তিনি হচ্ছেন কৃষক। বর্তমান সরকার যখনই ক্ষমতায় এসেছে তখনই কৃষকের ভাগ্য খুলেছে। কারণ এ সরকার কৃষি ও কৃষকবান্ধব। তাই এ সরকারের সুযোগ্য নেতৃত্বে এ কৃষকরা কৃষিতে অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। কৃষকের এই সাফল্য বিশ্ববাসীকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। খাদ্যশস্য আমদানিকারক দেশের তালিকায় এখন আর বাংলাদেশের নাম নেই। বরং দেশ এখন খাদ্য রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে বিশ্বের বুকে পরিচিতি লাভ করতে শুরু করেছে। শুধু ধান নয়, দেশে এখন একইসঙ্গে মাছ উৎপাদনও বেড়েছে। অথচ একপর্যায়ে প্রাকৃতিক মাছ উৎপাদন কমে যাওয়ায় বহু বছর ধরে চালু 'মাছে ভাতে বাঙালি' কথাটিও মানুষ ভুলতে বসেছিল। আবার সেই 'মাছে ভাতে বাঙালি' ঐতিহ্য ফিরে এসেছে। পাশাপাশি সবজি উৎপাদনেও পিছিয়ে নেই দেশ। কৃষিতে দেশের এই ব্যাপক সাফল্যের মূল নেপথ্য কারিগর এদেশের কৃষক সমাজ। তাই বর্তমান সরকার এদের কথা বিবেচনা করে কৃষকবান্ধব বিভিন্ন প্রকল্প ও কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। কৃষক ও কৃষিতে উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত ফসলের উন্নত জাত ও আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে এ দেশের কৃষকরাই নিজেদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে গতিশীল রেখেছেন উৎপাদন। শুধু উৎপাদনই নয়, খাদ্যশস্য সংরক্ষণেও দারুণ পরিবর্তন এসেছে। এত সাফল্যের মধ্যেও বিষাদের বার্তা নিয়ে এসেছিল জলবায়ু পরিবর্তন। কিন্তু বাংলাদেশের কৃষক দেখিয়ে দিয়েছে কীভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা করতে হয়। শেষ পর্যন্ত তার স্বীকৃতিও মিলেছে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার বছরে ধান উৎপাদন হয়েছিল প্রায় এক কোটি ১০ লাখ টন। স্বাধীনতার ৪৮ বছর পর সেই ধান উৎপাদন চার গুণ বেড়ে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে দাঁড়িয়েছে ৪ কোটি ৪৪.৯৩ লক্ষ মেট্রিক টনে। এই অসাধ্য সাধন করেছেন বাংলাদেশের কৃষকরা। নিজেদের গোলা ভরার পাশাপাশি দেশকেও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করেছেন তারা। তাদের দেওয়া শক্ত ভিতের ওপর আজ বাংলাদেশ দাঁড়িয়ে। কৃষকরা এই অবদানের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার।

কৃষকদের সাফল্যের বন্দনা এখন চারদিকে ছড়িয়ে পড়লেও তাদের শুরুটা মোটেই সহজ ছিল না। আউশ আর আমন ধান বলতে আগে দেশে ধানের যেসব জাত ছিল সেসবের ফলন ছিল খুবই কম। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারছিল না এসব ধানের উৎপাদন। এর ফলে ক্ষুধা-দারিদ্র্য লেগেই ছিল। কিন্তু কৃষক দমে যাননি। বিজ্ঞানীদের গবেষণা, তাদের সৃজনশীলতা প্রয়োগ করেছেন মাঠে। আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ইরি) উদ্ভাবিত উচ্চ ফলনশীল জাতের ধানের (ইরি ধান নামে পরিচিত) চাষ দেশে শুরু হওয়ার পর উৎপাদনে গতি আসতে শুরু করে। একপর্যায়ে বাংলাদেশের বিজ্ঞানীরাও উদ্ভাবন করতে শুরু করেন একের পর এক উফশী জাতের ধান। এরপর আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি কৃষকদের। রবি শস্যেও এগিয়েছে দেশ। হেক্টর প্রতি ফলন বেড়েছে। মাছ উৎপাদনে বিশ্বে চতুর্থ বাংলাদেশ। সবজি উৎপাদনেও মিলেছে আশাতীত সাফল্য। এসব সাফল্যের ওপর ভর করেই সম্প্রসারিত হচ্ছে বাংলাদেশের অর্থনীতি। নিম্ন আয়ের দেশ থেকে মধ্যম আয়ের দেশ হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে বাংলাদেশ। কৃষকরা নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই বদলিয়েছেন। তাদের ভাগ্য বদলে সরকারের কিছু নীতি সহায়তা করেছে। বর্তমান সরকারের নীতি হচ্ছে কৃষি উপকরণের দাম কমিয়ে কৃষকের নাগালের মধ্যে নিয়ে আসা। কৃষক যে এত ফসল ফলাচ্ছেন তার মূলে সরকারের পলিসিগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। কৃষক যে ইউরিয়া সার ব্যবহার করছেন তার কেজি প্রতি দাম ১৪ টাকা। কিন্তু এই ইউরিয়া সারের আমদানি ব্যয় কেজি প্রতি প্রায় ৩১ টাকা। কখনো কখনো এই ব্যয় ৫০ টাকায় দাঁড়ায়। শুধু ইউরিয়া নয় টিএসপি, এমওপি বা ডিএপি সব সারই বেশি দামে কিনে কম দামে কৃষকের

কাছে বিক্রি করা হয়। কৃষক শুধু মোট উৎপাদনই বাড়ায়নি, তারা হেক্টর প্রতি উৎপাদনও বাড়িয়েছে। ১৯৭০-১৯৭১ সালে হেক্টর প্রতি উৎপাদন ছিল ৭৮৮ কেজি। ১৯৯০-১৯৯১ সালে এসে তা এক হাজার ৭১১ কেজিতে দাঁড়ায়। ২০০০-২০০১ সালে হেক্টর প্রতি উৎপাদন দাঁড়ায় দুই হাজার ৩২৩ কেজি। ২০১৪-২০১৫ সালে এই উৎপাদন দাঁড়িয়েছে তিন হাজার ৪১ কেজিতে। ধানের মতো গমের হেক্টর প্রতি উৎপাদন বেড়েছে প্রায় তিন গুণ। আলু, ভুট্টারও হেক্টর প্রতি উৎপাদন বেড়েছে।

নদী দূষণ ও ভরাট হওয়ায় এবং খালবিল, হাওরসহ জলাশয় নষ্ট হয়ে যাওয়ায় মাছের উৎপাদন কমে গিয়েছিল। কিন্তু পরিকল্পিত মাছ চাষের কারণে বাঙালি আবারো মাছের স্বাদ ফিরে পেতে শুরু করেছে। উন্নত জাতের মাছ চাষে বাংলাদেশে বিপ্লব ঘটে গেছে। চাষি ও মৎস্যবিজ্ঞানীদের সম্মিলিত চেষ্টা মাছের উৎপাদন বাড়িয়েছে আর দাম স্থিতিশীল রেখেছে। মৎস্য অধিদপ্তর জানিয়েছে, ২০০৪ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশে মাছের উৎপাদন ৫৭ শতাংশ বেড়েছে। রুই, পাঙ্গাশ, কৈসহ বেশ কিছু মাছের দাম মানুষের নাগালের মধ্যে। এসব কারণে মাথাপিছু মাছ খাওয়ার পরিমাণও বেড়েছে। মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের তথ্য হচ্ছে, ২০১০ সালে দেশে মাথাপিছু দৈনিক মাছের ভোগ ছিল ৪৮ গ্রাম। ২০১১ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৫২ গ্রামে। ১৯৯০ সালে দেশে মোট চাষ করা মাছের উৎপাদন ছিল এক লাখ ৯৩ হাজার টন। ২০০০ সালে এসে তা বেড়ে ছয় লাখ ৫৭ হাজার এবং ২০১৫ সালে এসে তা ১০ লাখ টন ছাড়িয়ে যায়। মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা ১৪টি মাছের নতুন জাত উদ্ভাবন এবং ৫০টি উন্নত প্রযুক্তি চাষিদের হাতে তুলে দিয়েছেন। বিশ্বে মিষ্টি পানির মাছ উৎপাদনে শীর্ষে চীন। এরপরই আছে ভারত, মিয়ানমার, ভিয়েতনাম ও বাংলাদেশ। জাতিসংঘের কৃষি ও খাদ্য সংস্থার (এফএও) মতে, ২০২২ সাল পর্যন্ত বিশ্বে পুকুরে মাছ চাষ সবচেয়ে বেশি বাড়বে বাংলাদেশে।

এফএও'র মতে, বাংলাদেশ সবজি উৎপাদনে বিশ্বে তৃতীয়। এক সময় দেশের মধ্য ও উত্তরাঞ্চলে এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের যশোরেই শুধু সবজি চাষ হতো। এখন দেশের প্রায় সব এলাকায় সারা বছরই সবজি চাষ হয়। দেশের প্রায় দুই কোটি কৃষক পরিবারের প্রায় সবাই সবজি চাষ করে। কৃষি মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, সবজি উৎপাদন যেমন বেড়েছে তেমনি ভোগও বেড়েছে। গত এক যুগে দেশে সবজি উৎপাদন বেড়েছে ২৫ শতাংশ। সবজি রপ্তানিও বেড়েছে প্রায় ৩৪ শতাংশ। এফএও'র তথ্য মতে, ২০০০ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত বিশ্বে সবজির আবাদি জমির পরিমাণ সবচেয়ে বেশি বেড়েছে বাংলাদেশে। এ বৃদ্ধির হার ৫ শতাংশ। বাংলাদেশের পরই ৪.৯ শতাংশ হারে বেড়েছে নেপালে। ১৯৯৪ সালে বাংলাদেশে মাথাপিছু দৈনিক সবজি খাওয়ার পরিমাণ ছিল ৪২ গ্রাম। ২০১৪ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭০ গ্রামে।

বাংলাদেশে কৃষির সাফল্যে কালো মেঘ হিসেবে এসেছিল জলবায়ু পরিবর্তনের বার্তা। সেখানেও সাফল্য দেখিয়েছে দেশের কৃষক। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কীভাবে পদ্ধতি বদলাতে হয় তারা তা দেখিয়ে দিয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে অনেক জায়গাই ফসলের মৌসুমে পানির নিচে থাকে। পানি শুকিয়ে যাওয়ার পর সেই জমিতে সবজি ফলাতে বেশ দেরি হয়ে যেত। বাংলাদেশের কৃষক এখন আর পানি শুকানো পর্যন্ত অপেক্ষা করে না। তারা ভাসমান বেড বানিয়ে তার ওপর সবজি চাষ করে। গোপালগঞ্জ, পিরোজপুর ও বরিশাল জেলায় ভাসমান বেডে সবজি চাষ করা হচ্ছে বেশি। জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন কৌশল হিসেবে ভাসমান বেডে সবজি চাষকে গুরুত্ব দিয়েছে এফএও। গত ১৫ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের ভাসমান সবজি চাষকে গ্লোবালি ইম্পরটেন্ট অ্যাগ্রিকালচারাল হেরিটেজ সিস্টেম হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। ভাসমান বেডে সবজি চাষের এ পদ্ধতি দেখার জন্য বিভিন্ন দেশ থেকে কৃষিবিজ্ঞানীরা বাংলাদেশে আসছেন।

শুধু খাদ্য উৎপাদন করলেই হবে না। এসব খাদ্য মজুদও করতে হবে। কোনো একটি মৌসুমে উৎপাদনে বিঘ্ন ঘটতেই পারে। এ কারণে সরকার খাদ্য উৎপাদনের মতো মজুদকেও সমান গুরুত্ব দিয়েছে। কয়েক বছরের মধ্যে সরকারি গুদামের ধারণক্ষমতা ৩০ লাখ টনে উন্নীত হবে। বর্তমান সরকারের নীতি হচ্ছে গুদামের মজুদ সুবিধা বাড়ানো, যেন প্রয়োজনের সময় সরকার বাজারের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। তাহলেই দেশের সাধারণ মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে।

কৃষিতে সরকারের এই কার্যক্রম অব্যাহত থাকলে বাংলাদেশ খাদ্য উৎপাদনে বিশ্বের বুকে রোল মডেলে তৈরি হবে। বিশেষ করে বিভিন্ন ফল-ফলাদিতে ফরমালিন মেশানো নিয়ে সকলেই উদ্বিগ্ন। বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে নানামুখী চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও ব্যবস্থা গৃহীত হচ্ছে। নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩ সংসদে পাস হয়েছে। এজন্য সরকারকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

ফরমালিন নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৪ বাস্তবায়ন: আমরা জানি যে, ইতোমধ্যেই মন্ত্রিপরিষদে সর্বোচ্চ যাবজ্জীবন শাস্তির বিধান রেখে ফরমালিন নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৪ অনুমোদিত হয়েছে। তবে কেবল আইন করলেই চলবে না, আইনের বাস্তবায়নই হলো মুখ্য বিষয়। ভোক্তা অধিকার আইন বাস্তবায়ন: ইতঃপূর্বে দুইটি আইনের কথা উল্লেখ করেছি। ভোক্তার অধিকার নিশ্চিত করতে ও প্রতারণা ঠেকাতে ২০০৯ সালে ভোক্তা অধিকার আইন প্রণীত হয়েছে।

খাদ্য নিরাপত্তা আইন প্রণয়ন ও দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্জনের জন্য বর্তমান সরকারকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। সেই সঙ্গে সকলকে এই আইনের সফল বাস্তাবায়ন ও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের ধারা ধরে রাখতে হলে আমাদের সবাইকে সচেতন হতে হবে এবং সরকারের সার্বিক সহযোগিতা প্রদান অব্যাহত রাখতে হবে।

লেখক: সহ-সম্পাদক, জাগোনিউজ২৪.কম

জসীমউদ্‌দীন আমাদের অন্তরের শক্তির মতো

গাজী রফিক

পল্লিকবি অভিধা জসীমউদ্‌দীনের নামের সঙ্গে জুড়ে গেছে, যার পেছনে আবেগের আতিশয্য সবাই সহ্য করলেও বিষয়টি কবি নিজেও উপভোগ করেছেন। যে নাগরিক জীবনবোধকে কবিতার আধুনিকতার চিহ্ন হিসেবে আমরা দেখি, সে নাগরিক জীবনের প্রায় সকল অনুষঙ্গ এখন বাংলাদেশের প্রত্যন্ত প্রান্তে সাধারণ মানুষের গ্রামীণ জীবনকে স্পর্শ করেছে। পল্লি এখন আর আধুনিক জীবন বিচ্ছিন্ন উপেক্ষিত কোনো অন্ধকার প্রদেশ নয়, পল্লিকে ভালোবেসেই আসলে তিনি তার সঙ্গে নিজেকে প্রাণের বন্ধনে জড়িয়েছেন। জসীমউদ্‌দীন প্রেমিক, এটা সম্ভবত তাঁর জীবন ও কর্মের ক্ষেত্রে সব থেকে ধ্রুব। আর এ সত্যব্রত তাঁর যাত্রাপথের একটি সহজাত গুণ, আবার এখানটাতে থাকতেও চেয়েছেন অকপটে। জীবনের কাছে তাঁর দায় আর তাঁর মনুষ্যত্বের বিচার, উভয় দিক থেকে জসীমউদ্‌দীন প্রেমিক। তাঁর রচিত বা স্থাপিত জীবনস্তম্ভ, যা বাঙালির সাবলীল সত্ত্বাকে চিহ্নিত করে অনায়াসে সাধারণের আপন অন্তরে, প্রেমের সর্বজনীন স্মারকস্তম্ভের মতো। আমার তো মনে হয়, জসীমউদ্‌দীন বাংলার জনজীবনের, জীবনাচরণের রূপকার হিসেবেই শুধু নন বরং যে মানবিক গুণ সমাজের শ্রেণি-গোষ্ঠীর মাঝে অনিবার্যভাবে অনুশীলিত হওয়া হিতকর– তারই ছবি ধরেছেন তিনি তাঁর মায়াবী ভাষার সুকুমার জালে। তাঁর দক্ষতা স্বয়ংক্রিয়, একথা যেমন সত্য, তেমনি তিনি বাংলার তৎকালীন লোকজীবন থেকে আশ্চর্যভাবে যথাযথ ও গভীর পাঠটি গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। ফলে বাংলা ও বাঙালির অখণ্ড ছবি আমরা জসীমউদ্‌দীনেই পাব, এমন করে আর কেউ বাংলাকে এতটা হৃদয়গ্রাহী করে, কালের ইতিহাসে অক্ষয় করে রাখতে সচেষ্ট হননি। দেশ, মাটি, মানুষের ছবি– যে ভালোবাসায় আর যে দক্ষতায় তিনি এঁকেছেন, তাতে রচিত হয়েছে বাঙালির হৃদয়ের অবিস্মরণীয় মহাকাব্য। এক্ষেত্রে জসীমউদ্‌দীন একক এবং অদ্বিতীয় একথা নির্দ্বিধায় উচ্চারণ করা যায়।

পৃথিবীর সব ভাষাতে এমন কবির সংখ্যাই বেশি– যারা আসলে আত্মপূজারি, প্রতারক। জসীমউদ্‌দীনের স্বাতন্ত্র্য এখানে যে, তিনি এই আত্মপূজারিদের দলের নন, তিনি সৌন্দর্যের পূজারি। সৌন্দর্যের পূজা চিরস্থায়ী এবং সর্বজনীন। সমাজবিজ্ঞানের অণুবীক্ষণে, অনেক ধরনের কবিতা, কবিতার ইতিহাসে আমরা চিহ্নিত করতে পারব– ১. ধর্মান্বেষী কবিতা, ২. লোকজীবন চেতনার কবিতা, ৩. নাগরিক চেতনার কবিতা, ৪. স্বার্থবাদী কবিতা, ৫. মুক্ত দর্শনের কবিতা, ৬. তেলাওয়াতি কবিতা, এমনকি আরো বহুপ্রকার কবিতা ইত্যাদি ইত্যাদি।

এ বিষয়গুলো দিয়ে কবিতাকে চিনতে পারা যায়, কবিকেও। তবে কবি মুখ্য নয় কোনো বিবেচনায়, কবিতাই মুখ্য, যে কারণে কবিকে আমরা আলোচনায় আনি, তা তো নেহাত তাঁর কবিতাই। কোনো কবি যদি কবিতাকে সার্থক করে তুলতে পারেন নিজ যোগ্যতায়-গুণে, তার নিজস্ব ভাষা-সৌকর্যে, তবে জগতের তাবৎ মননকে উজ্জীবিত করতে যেমন তিনি ভূমিকা রাখেন আবার ভাষাকেও তিনি আপনশক্তিতে প্রভাবিত করেন। জসীমউদ্‌দীনের প্রভাবটি কোথায়? তাঁর কবিতা বাংলাদেশের, বাংলা ভাষার গভীরে যে প্রেমের, শান্তির বাণীচিত্র রচনা করে শতভাগ সফলকাম হয়েছে। আর যে সকল মানবিক মহানুভবতাকে সার্থক শিল্পরূপ দিয়েছে তা সর্বাংশে বাঙালির জীবনকে পূর্ণ করেছে। নির্দ্বিধায় উচ্চারণ করা চলে, জসীমউদ্‌দীনের কবিতা না হলে বাঙালির জীবন অপূর্ণ থাকত– এ সত্য নিয়ে বিতর্ক থাকলেও থাকতে পারে, তবে জসীমউদ্‌দীনের কোনো বিকল্প নেই।

স্কুল জীবনে জসীমউদ্‌দীনের কবিতাই অন্যান্য অনেক কবিতার সঙ্গে আমরা ছাত্রছাত্রীরা বেশি উপভোগ করতাম। সিলেবাসের কারণে, আমাদের সময়ে অধিকাংশ কবিতা বাধ্য হয়েই পড়তে হতো শিক্ষার্থীদের। কিন্তু জসীমউদ্‌দীনের কবর অথবা নিমন্ত্রণ পড়ার আনন্দ হৃদয়-মনে দোলা দিয়ে যেত সকলের, এ তো আমরা, আমাদের পূর্ব প্রজন্মের শিক্ষার্থীরাও, ছোটোবেলা থেকে প্রত্যক্ষভাবেই অনুভব করেছি। সেই যে তিনি হৃদয়ে ঠাঁই নিয়েছেন, সে জায়গা বাঙালির হৃদয়ে তাঁর জন্য স্থায়ী হয়ে গেছে।

জসীমউদ্‌দীন ঠিক পল্লিকবি নন, তিনি মূলত প্রেমের কবি, প্রেমই তাঁর কবিতার প্রধান উপজীব্য বিষয় হয়েছে সর্বতোভাবে! জোর করে আসলে তাঁকে তাঁর নিজের দাবিকৃত স্থান থেকে সরানো কি যাবে? যেখানে তাঁর নিজের বক্তব্য, 'আমার এক ধরনের লেখায় গ্রামবাসীদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুখ লইয়া সাহিত্য করিয়াছি। আমার দেশের অধিকাংশ লোক লেখাপড়া জানে না। আমার লেখক-জীবনের এই দুর্ভাগ্য যে, আমি যাহাদের লইয়া সারাজীবন সাহিত্য করিলাম, তাহারা এক জনও আমার লেখা পড়িল না।' তাঁর এমন আক্ষেপ সত্ত্বেও, যদিও আমরা জানি, স্বতঃসিদ্ধভাবে সবকবিই এক অর্থে প্রেমকে তার কাব্যসাধনার শক্তি হিসেবে গ্রহণ করে কাব্যচর্চায় ব্রতী হন। তবু তো সব কবিকে প্রেমের কবি বলতে শুনি না, জসীমউদ্‌দীন আসলে একক এবং অদ্বিতীয়ভাবে বাঙালির গ্রামীণ জীবন-সংস্কৃতিরই সহজাত এক কবি, বাংলা চিরায়ত মায়াময় রূপ নিয়ে, তাঁর হৃদয়ের অন্তস্তলে উজ্জ্বল অনির্বাণ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং নজরুল ইসলাম, তাঁর পূর্বতন এ দুই মহান কবির সমগ্র সাহিত্যজুড়েই প্রেমের বহুবিচিত্র রূপায়ণ ব্যাপকতর। তবু ওইভাবে তো তাঁদেরকে প্রেমের কবি বলা হয় না, যদিও দুজনের কবিতাই প্রেমকে ব্যাপকভাবে অঙ্গীকার করে দাঁড়িয়েছে। জসীমউদ্‌দীন এ দুজনের থেকে ভিন্ন ধারার কবি হওয়ার যে দুর্ধর্ষ পথ মাড়িয়েছেন তা খুব সহজ ব্যাপার ছিল না, তাঁর শিক্ষা, গভীর জীবনবোধ এবং অনুসন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গি এবং জনজীবনকে নানা কৌণিকভাবে দেখার ক্ষমতা, তাঁকে এ সিদ্ধি দিয়েছে বলে আমি বিশ্বাস করি। যে সময়ে রবীন্দ্র প্রভাবের বাইরে কবিতার নতুন বলয় সৃষ্টির প্রকাশ্য সংগ্রাম জোর প্রতাপে দানা বেঁধে উঠছে। ত্রিশের কবিরা জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমীয় চক্রবর্তী এঁরা আধুনিক নগর চেতনায় কবিতার খোলনলচে বদলে দিতে রীতিমতো নানা নিরীক্ষায় নিয়োজিত, জসীমউদ্‌দীন নির্বিঘ্নে একান্তভাবে নিজের ভাষায় নিজের কবিতা লিখে গেছেন। তিনি একাই স্বয়ম্ভু নিজের

ভুবনে, এমন কবিকে ক্ষণজন্মাই বলতে হয়, যে বৈরি পরিমণ্ডলে তিনি একা সংগ্রামটি করে গেছেন, তা অভূতপূর্ব। কালে কালে অনেকের মাঝে সাধারণত, এমন স্থিতধি ঐতিহ্যবাদী দৃঢ় প্রেমিক হওয়ার নজির দেখা যায় না, তাঁর নজর থেকে বাংলাদেশ কখনো আড়াল হতে পারেনি এক চুলও। জসীমউদ্‌দীন বাংলার একমাত্র কিংবদন্তি কবি যার তুলনা একমাত্র তাঁর নিজের সঙ্গেই, তিনি অতুলনীয়।

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে একই পর্যবেক্ষণ হাজির করা যাবে, তিনি বাংলা কবিতায় আধুনিকতার সব থেকে শক্তিশালী রূপকার মাইকেল মধুসূদনকে এড়িয়ে আরো পূর্ববর্তী কবি বিহারীলালের গিতলতায় মজেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের আত্মোদ্ধারের একক শক্তিমত্তার যে বিস্ময়কর অনুশীলন, তার সাফল্য জগৎবাসী দেখেছে। প্রকৃতপক্ষে একজন কবির সাফল্যের প্রমাণ দৃশ্যমান হয় একমাত্র তখনই, যখন তার এক একটি সার্থক কবিতাকে; তার পঙ্‌ক্তিগুলোকে ভেঙে নতুন করে, বিকল্প কোনো পন্থায় আর নতুন করে, অন্য কোনো ভাবে লেখা যায় না, কিংবা সে চেষ্টা যেখানে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হতে বাধ্য। তেমনি জসীমউদ্‌দীনকেও ভেঙে, অনুকরণ করে, কোনো যুগোত্তীর্ণ সার্থক কবি হওয়া বা কবিতা লেখা সহজসাধ্য নয়। এমন ধারণাও হয়ত পুরোপুরি বাস্তব সম্মত হবে না, অথবা অবান্তর, আল মাহমুদকে আমরা অনুধাবন করে কী পাই, কোন্ প্রেরণা শক্তিতে আল মাহমুদ শক্তিমান কবি হয়ে উঠতে সক্ষম হলেন! তিনি এমন সত্যের উদ্‌ঘাটন করেছেন তাঁর কাব্যভাষায় তা জীবনের মহত্তম ও অমেয়-অন্তিম, যেখানে বার বার ফিরে যেতে হবে আমাদের, আশ্রয়ের খোঁজে, নির্মল প্রশান্ত ছায়ায়। কবিতা যত রকমই হোক না কেন, কোনো রূপই চূড়ান্তভাবে চিরস্থায়ী নয়, সবরকম কবিতা সবসময় সব কবি লেখেন না, চক্রবৃত্তে ঘুরতে থাকবে বহুতত্ত্ব অব্যাহতভাবে। জসীমউদ্‌দীন সম্ভবত বিন্দুতেই থাকবেন স্থিত এবং সুস্পষ্টভাবে মৌল শুদ্ধতার। তাঁর বালুচর, সোজন বাদিয়ার ঘাট, নকশিকাঁথার মাঠ ইত্যাদি গ্রন্থ আমি পড়েছি কতবার তা মনে করতে পারব না, পড়া তো শেষ হয় না। যত পড়ি পড়তে ইচ্ছা করে। আশি সালের কথা, চট্টগ্রাম মুসলিম হল লাইব্রেরির সদস্য হয়েছি। প্রথমেই ইস্যু করলাম এই বই কয়টি, এখনো মনে আছে। কী আকর্ষণ নিয়ে পড়েছি, তখন আল মাহমুদ, শামসুর রাহমানের পাশাপাশি একটুও কখনো ম্লান মনে হয়নি।

জসীমউদ্‌দীনের নিজের মতামত দেখা যেতে পারে, তাঁর সমকালের তরুণতর কবিদের নতুন কবিতার সাধনার পথে সম্মুখগামীদের সম্পর্কে। 'আমাদের দেশে আর একদল সাহিত্যিক আছেন। তারা বলেন, আমাদের সাহিত্যের পিতা, পিতামহরা এখন মরিয়া দুর্গন্ধ ছড়াইতেছেন, তাহাদের সাহিত্য থেকে আমাদের সাহিত্য হইবে সম্পূর্ণ আলাদা। তাহাদের ব্যবহৃত উপমা অলংকার প্রকাশভঙ্গি সম্পূর্ণভাবে বর্জন করিয়া আমরা নতুন সাহিত্য গড়িব। এই নতুন সাহিত্য গড়িতে তাঁহারা ইউরোপ, আমেরিকার কবিদের মতাদর্শ এবং প্রকাশভঙ্গিমা অবলম্বন করিয়া এক ধরনের কবিতা রচনা করিতেছেন। ইহারা কেহ কেহ পশ্চিম বঙ্গের অতি আধুনিক কবিদের ভাবশিষ্য। প্রেম-ভালোবাসা, স্বদেশানুভূতি– সব কিছুর উপরে তাহারা... বাণ নিক্ষেপ করেন। তাঁহারা কেহ কেহ বলেন, বর্তমানের সাহিত্য তৈরি হইবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতদের গ্রন্থশালায়, জনসাধারণের মধ্যে নয়।... সে যুগের ধর্মপ্রচারকদের মতো ইহারা মনে করেন, তাঁহারা একটি বিরাট সম্ভাবনার বাণী লইয়া সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন।... ইহাদের লেখা খুব কম লোকে পড়ে বলিয়া ইহারা একে অপরের লেখা অনুকরণ করিলেও পাঠক তাহা ধরিতে পারে না। এই দলের মধ্যমণি শামসুর (নহমান) (সম্ভবত রাহমানের মুদ্রণ প্রমাদ) বর্তমানে তিনি কিছু ছন্দবদ্ধ কবিতাও লিখিতেছেন।... আবুল হোসেন, আহসান হাবীব, সৈয়দ শামসুল হক, হাসান হাফিজুর রহমান, আলাউদ্দিন আল আজাদ প্রভৃতি কবিরা এই দলভুক্ত।'

অতঃপর নিজের কবিতার চরিত্র চিহ্নিত করছেন এভাবে– 'আমাদের দেশে আর এক দল কবি আছেন, তাঁহারা বলেন আমাদের দেশের শতকরা নিরানব্বই জন লোকই যখন গ্রামে বাস করে তখন আমাদের সাহিত্য ভরা থাকিবে তাঁহাদের সুখ-দুখ, তাঁহাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, তাঁহাদের জীবন জিজ্ঞাসার সব কিছু লইয়া। এইজন্য তাঁহারা শুধু গ্রামবাসীদের কথাই তাঁহাদের সাহিত্যে লেখেন না, তাঁহারা গ্রামে যাইয়া গ্রামবাসীদের সঙ্গে মিশিয়াই শুধু তাঁহাদের অন্তর জানিতে চাহেন না; যুগ যুগান্তর থেকে আমাদের গ্রামদেশে যে অপূর্ব

বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কবি জসীমউদ্‌দীন

লোকসাহিত্য রচিত হইয়া আসিতেছে তাঁহার ভিতরে গ্রামবাসীদের মনের কথা খুঁজিয়া বেড়ান। নিজেদের লেখায় সেই লোক-সাহিত্যের কোনো কোনো কথা ভরিয়া দিয়া দেশের পূর্বসূরিদের সঙ্গে তাঁহাদের সাহিত্যের যোগসংযোগ করেন। আমি নিজে এবং আশরাফ সিদ্দিকী, রওশন ইজদানী, আবদুল হাই মাসরেকি প্রভৃতি এই দলভুক্ত।'

জসীমউদ্‌দীনের নিজের এসব উক্তি সত্ত্বেও বাংলা সাহিত্যের পূর্ণবৃত্তে তিনি বহালতবিয়তে উজ্জ্বলতর এক কবি। সমাজে যেমন জীবনের বিচিত্র ধারা বহমান, সাহিত্যেও বহুতরো ধারা থাকা স্বাভাবিক, বিশেষ সব ধারা-সহযোগেই চিরন্তন সাহিত্যের সম্পূর্ণতা, যেমন অগণিত নক্ষত্রের সমারোহে রচিত হয় অপার-অসীম এক আলোক-সম্পূর্ণ আকাশ। তেমনি আধুনিক জীবন চেতনার সংগ্রামশীল অগ্রযাত্রার যে বহুমুখী প্রকোপ তার আগুনে তিনি দৃশ্যত দাহ না হলেও, প্রবল ঝড়ের মুখে একক আত্মরক্ষার অন্তর্শক্তি তাঁকে যে পথ দেখিয়েছে তা মাটির দিকে, আর তিনি তা দুর্ধর্ষভাবে মাড়িয়ে গেছেন, এখানে তিনি প্রবলভাবে আধুনিক। আধুনিকতা নিয়ত পরিবর্তনশীল বহুমুখী ও রূপান্তরশীল এক বাস্তবতা এবং তা কখনোই মাটি ও মানুষের আবহমান জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। যে মাটি থেকে তারা ভরা আকাশ-অন্তরীক্ষের কোনো অধিবিদ্যাই এখনো মানুষের প্রাণশক্তির প্রয়োজনকে আদৌ অতিক্রম করে যায়নি, জসীমউদ্‌দীনের কবিতার শেকড়, প্রাণরসের সন্ধানে জীবনের সেই মাটিকে অনিবার্যভাবে আঁকড়ে আছে। যদিও আমাদের কালের কাব্যচর্চার সঙ্গে জসীমউদ্‌দীনের দূরত্ব আছে, সে দূরত্ব তো স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও দুস্তর, তাঁরা দুজন আবার যথেষ্টই নিকটতর, তাতে রবীন্দ্রনাথের, জসীমউদ্‌দীনের, আমাদের অথবা কবিতার কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি তো হয়নি, যে যার বৈশিষ্ট্যে বিরাজমান। সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়ের ভাষ্য প্রণিধানযোগ্য; জসীমউদ্‌দীনের কবিতার ব্যাপক শ্রমসাধ্য এবং মেধাবী মূল্যায়ন করেছেন তিনি, তাঁর ভাষায়– 'কাব্যে আধুনিকতার' প্রবক্তা না হয়েও জসীমউদ্‌দীন আধুনিক কবি।'

লেখক: কবি, প্রাবন্ধিক ও গবেষক

দুর্যোগ প্রশমনে সরকারের সাফল্য

মো. খালেদ হোসেন

সাধারণভাবে দুর্যোগ মানেই ক্ষয়ক্ষতি ও ধ্বংসের একটি করুণচিত্র। দুর্যোগ মূলত দুই রকমের যথা: প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগ। প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প, ফসলে মড়ক, প্রাণিকূলে সংক্রামক রোগ– যা আমাদের সম্পদ বিনষ্ট করে তা সবই প্রাকৃতিক দুর্যোগের আওতায় পড়ে। দুর্যোগকে ইউএনএফপি সংজ্ঞায়িত করেছে এভাবে চরম প্রাকৃতিক ঘটনাসমূহ যখন মানুষ ও তার আশ্রয় এবং মানব জীবনযাত্রা ও সম্পদসহ সমগ্র পরিবেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করে, তখনই সেটা দুর্যোগ।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৩ই অক্টোবর ২০১৯ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০১৯' উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন–পিআইডি

মানবসৃষ্ট দুর্যোগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অগ্নিকাণ্ড, যুদ্ধ ও নানারকম পরিবহণ দুর্ঘটনা। আর প্রশমন হচ্ছে এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বা পদক্ষেপসমূহ যা কোনো বিপর্যয় বা দুর্ঘটনাজনিত ফলাফলকে হ্রাস করতে বা কমাতে পারে। দুর্যোগের ক্ষেত্রে প্রশমন তাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি পর্যায়, যার কারণে দুর্যোগ, বিপর্যয় বা ঝুঁকি অনেকটা কমিয়ে ফেলা সম্ভব।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ১৯৮৯ সালের ৪৪তম অধিবেশনে ১৯৯০ থেকে ২০০০ সালকে আন্তর্জাতিক প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রশমন দশক ঘোষণা করে। এছাড়া প্রতিবছর ১৩ই অক্টোবর পালিত হয় 'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস'। এবারের প্রতিপাদ্য– 'নিয়ম মেনে অবকাঠামো গড়ি, জীবন ও সম্পদের ঝুঁকি হ্রাস করি'। এ দিবসটি পালনের উদ্দেশ্য হচ্ছে– দুর্যোগ মোকাবিলার বিষয়ে গণসচেতনতা বৃদ্ধি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতির উন্নয়ন এবং সর্বোপরি দুর্যোগ নিরাপত্তার জন্য সব পরিকল্পনা ও কৌশল গ্রহণে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করা।

বর্তমান সরকার গত দশ বছরে দুর্যোগ প্রশমনে উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি অর্জন করেছে। দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকল্পে বাংলাদেশ সরকারের প্রযুক্তিগত দক্ষতা বাড়াতে দাতা সংস্থাগুলো ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে 'সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প' শীর্ষক জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০), ধ্বংসস্তূপ ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা-২০১৬, দুর্যোগ-পরবর্তী মৃতদেহ ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা-২০১৬ প্রণয়ন করেছে।

বিগত দশ বছরে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন-২০১২, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিধিমালা-২০১৫ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ প্রণয়ন করা হয়েছে। গ্রামীণ রাস্তাসমূহে ২,০৭৮ কিলোমিটার হেরিং বোন বন্ড করা হয়েছে এবং আরো ১,০৬৮ কিলোমিটার রাস্তার হেরিং বোন করার কাজ চলমান রয়েছে। আইলা ও সিডর আক্রান্ত এলাকার পানীয় জলের চাহিদা পূরণে একটি প্রকল্পের মাধ্যমে খুলনা ও সাতক্ষীরা জেলায় বিভিন্ন স্থানে ৪০টি RWH, ৫০টি DTW, ২২টি Test-Wells এবং ১টি ভূগর্ভস্থ পানি সংরক্ষণাগার স্থাপন করা হয়েছে। ২৩০টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, ২২০টি বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ এবং ৪২৩টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র পুনঃনির্মাণ করা হয়েছে। সরকারি অর্থায়নে হত দরিদ্রদের বসতবাড়িতে ২,১৫,৬৫৯টি সোলার প্যানেল এবং গ্রামীণ রাস্তাঘাট ও হাট-বাজারে ৩১ হাজার ৫শত ৬২টি সোলার স্ট্রিট লাইট স্থাপন করা হয়েছে।

এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ছোটো ছোটো (১২ মিটার দৈর্ঘ্য পর্যন্ত) ৪৬৮টি ব্রিজ, কালভার্ট, সমতল গ্রামীণ রাস্তায় (১২ মিটার দৈর্ঘ্য পর্যন্ত) ৫,৬৪৬টি ব্রিজ। কালভার্ট এবং কমবেশি ১৫ মিটার দৈর্ঘ্যের ১৪,৪৪৫টি ব্রিজ, কালভার্ট নির্মাণ করেছে। ভূমিকম্পে উদ্ধার ও অনুসন্ধানের কাজে ব্যবহারের জন্য ৩,০৩৫টি বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে। সর্বক্ষণ ভূমিকম্পে পরবর্তী উদ্ধারের জন্য ৩২ হাজার স্বেচ্ছাসেবক প্রস্তুত রাখা হয়। দেশের প্রতিটি জেলায় ১টি করে ত্রাণ গুদাম নির্মাণকাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বন্যাপ্রবণ এলাকায় ২৩০টি আশ্রয়কেন্দ্র এবং ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকায় ১০০টি বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)-এর নতুন ৩৯৩টি ইউনিট গঠন করে ৫,৮৯৫ জন নতুন স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে স্বেচ্ছাসেবক সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫৫,২৬০ জনে। ৩২,০০০ আরবান ভলান্টিয়ার তৈরি ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। নব জীবন কর্মসূচির আওতায় ৫৮টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র মেরামত এবং ৭টি আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। জাতীয় বিল্ডিং কোডে বর্জ্য নিরোধক দণ্ড স্থাপন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বজ্রপাতে জানমালের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসে সারাদেশে ৩১ লক্ষ তাল বীজ

রোপণ করা হয়েছে। ভূমিকম্প প্রবণ এলাকা যেমন– ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেটসহ ৯টি জেলা শহরের জন্য মাইক্রোজোনেশন ম্যাপ ও আপদকালীন পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে। কক্সবাজার জেলার পাহাড় ধসের ঝুঁকি মোকাবিলায় মানচিত্র প্রণয়ন করা হয়েছে।

গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা/কাবিটা) সাধারণ ও বিশেষ কর্মসূচির আওতায় ২০০৮-২০০৯ থেকে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছর পর্যন্ত ৩,৪২,৪৬১টি প্রকল্পের অনুকূলে ১,৬১,৭১,১০০ জন উপকারভোগীদের মাসে ২০.৩০ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য ও ৪১৬৬.৩২ কোটি টাকা বিতরণ হয়েছে। গ্রামীণ রাস্তাসমূহ টেকসইকরণের লক্ষ্যে ৩,১৪৫ কিলোমিটার রাস্তা হেরিং বোন বন্ডকরণ সম্পন্ন হয়েছে। ইতোমধ্যে ৩০টি ট্রাক মাউন্টেড স্যালাইন ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট সংগ্রহ করা হয়েছে। গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচির আওতায় ২০০৯-২০১০ থেকে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছর পর্যন্ত ২০,৮৪,০০৫টি প্রকল্পের অনুকূলে ১,৪৭,৩০,৩৫০ জন উপকারভোগীদের মাঝে ২০,৫৩,৫৬৪ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য ও ৪৩৫২.৩১ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এই কর্মসূচির আওতায় ২০০৯-২০১০ থেকে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছর পর্যন্ত ৪২,৯৩,৯৬০ জন উপকারভোগীর মাঝে ১৯৩ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ঢেউটিন বিতরণ কর্মসূচির আওতায় ২০০৯-২০১০ থেকে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছর পর্যন্ত ৩৫০ কোটি টাকার ৫,১২,৬৫৪ জন উপকারভোগীর মাঝে ঢেউটিন ক্রয় করে বিতরণ করা হয়েছে।

শীতবস্ত্র বিতরণ কর্মসূচির আওতায় ২০০৯-২০১০ থেকে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছর পর্যন্ত ৪৬,৬৩,৬৭৪ জন উপকারভোগীর মাঝে ২২৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার কম্বল বিতরণ করা হয়েছে।

দুর্যোগ ঝুঁকিপূর্ণ ৩৫টি উপজেলায় পোলফিটেড মেগা ফোন সাইরেন স্থাপন, ৬টি মোবাইল অ্যাম্বুলেন্স বোট ক্রয় করে ৬টি জেলায় (খুলনা, বাগেরহাট, পটুয়াখালী, নোয়াখালী, ভোলা এবং চট্টগ্রাম) বিতরণ, ৪টি সি সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ বোট ক্রয় করে কোস্ট গার্ডকে ৩টি ও র‍্যাবকে ১টি বোট প্রদান করা হয়েছে। পয়ঃনিষ্কাশন ও পানীয় জলের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে ৫,১১২টি পরিবারকে দুর্যোগ সহনশীল পায়খানা এবং ৪১২টি গভীর নলকূপ প্রদান করা হয়েছে। দুর্যোগ পরবর্তী ত্রাণ সরবরাহের জন্য দুর্যোগ বিধ্বস্ত এলাকায় ত্রাণ সরবরাহের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীকে ২,০০০টি প্যারাস্যুট তৈরির জন্য সহায়তা প্রদান করেছে। ১৮টি কমিউনিটি রেডিও সেন্টারের মাধ্যমে দুর্যোগ বিষয়ে সতর্ক বার্তা প্রচার ও সচেতনতামূলক কার্যক্রমের শ্রোতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উপকূলীয় অঞ্চলে ১২০০টি রেডিও প্রদান করা হয়েছে। ধ্বংসস্তূপ ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা, দুর্যোগ পরবর্তী মৃতদেহ ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা ২০১৬; ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণসহ রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১১, জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০১৬-২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০১৫ সালে ডিসেম্বর মাসে প্রতিবন্ধিতা ও দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা শীর্ষক ১ম আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সম্মেলনে গৃহীত 'ঢাকা ঘোষণা' বিশ্বব্যাপী সমাদৃত হয়। ২০১৮ সালে ১৫ থেকে ১৭ই মে ঢাকায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'প্রতিবন্ধিতা ও দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক ২য় আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এতে বাংলাদেশসহ ২২টি দেশের বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। এ সম্মেলনটি '২য় ঢাকা ঘোষণা' গৃহীত হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩টি বিভাগ, রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস প্রভৃতি অনুষ্ঠানে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স চালুকরণসহ বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নিয়েছে বর্তমান সরকার। দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানোর বিষয়ে জাতীয় সক্ষমতা শক্তিশালীকরণের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এবং সিডিএমপি বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

তাছাড়া শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মহাজোট সরকার দায়িত্ব নিয়েই জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকবিলায় ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে নিজস্ব অর্থায়নে গঠন করে 'জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড'। শুধু তাই নয়, ফান্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রণয়ন করা হয় জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক ট্রাস্টি বোর্ডও। নিজস্ব অর্থায়নে এ ফান্ড গঠনের জন্য বিশ্বদরবারে বাংলাদেশকে নতুন করে পরিচিতি এনে দেয়। জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবিলায় অভিযোজন কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য উন্নয়ন সহযোগীদের অর্থায়নে বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ রেজিলিয়েন্স ফান্ড (বিসিসিআরএফ) গঠন করা হয়েছে। এ পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ান, এইড, ডেনমার্ক, ডিএফআইডি, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড ও ইউএসএ আইডি এ ফান্ডে সর্বমোট ১৮ দশমিক ৯৫ কোটি মার্কিন ডলার অনুদান দিয়েছে। তাই বর্তমান সরকার জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর ও বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় ও দুর্যোগ-পরবর্তী উদ্ধার তৎপরতায় ব্যাপক সাফল্য দেখিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিজস্ব অর্থায়নে 'ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড' গঠন করে গোটা বিশ্বে রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। বিশ্বের কোনো দেশের নিজস্ব তহবিলে এ ধরনের ফান্ড গঠনের কোনো নজির নেই। এ পর্যন্ত এ ট্রাস্ট ফান্ডে সরকারি তহবিল থেকে বরাদ্দ দেওয়া ৩ হাজার কোটি টাকায় গ্রহণ করা হয়েছে ৩৬৮টি প্রকল্প। পাশাপাশি বিষয়টি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যও পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এটিও বিশ্বে প্রথম। প্রণয়ন করা হয়েছে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইনসহ প্রয়োজনীয় বিভিন্ন আইন ও নীতিমালা। আর এসব কারণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক সর্বোচ্চ পুরস্কার 'চ্যাম্পিয়নস অব দ্য আর্থ' প্রদান করা হয় ২০১৫ সালে।

লেখক: প্রাবন্ধিক ও সাংবাদিক

টেগর শান্তি পুরস্কারে ভূষিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও দুর্নীতি প্রতিরোধে বিশেষ অবদান রাখায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'টেগর শান্তি পুরস্কারে' ভূষিত করা হয়েছে। ৫ই অক্টোবর নয়াদিল্লিতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর হাতে এ পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি প্রফেসর ইশা মোহাম্মদ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে এ পুরস্কার তুলে দেন। শান্তি প্রতিষ্ঠা, ক্ষুধা-দারিদ্র্য ও দুর্নীতি প্রতিরোধ, সন্ত্রাসবাদ নির্মূল, রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর প্রতি ভূমিকা রাখায় এশিয়াটিক সোসাইটি তাঁকে এ পুরস্কারে ভূষিত করেছে। শেখ হাসিনার আগে বিশ্বশান্তির অবিসংবাদিত নেতা নেলসন ম্যান্ডেলা এ পুরস্কারে ভূষিত হন।

প্রতিবেদন: সফিক হোসেন

বিশ্ব বসতি দিবস ২০১৯

মো. শাহাদত হোসেন

প্রতিবছর অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার সারাবিশ্বে বিশ্ব বসতি দিবস পালন করা হয়। এ দিবসটি জাতিসংঘের কমিশন অন হিউম্যান সেটেলমেন্টের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১৯৮৬ সাল থেকে প্রতিবছর পালিত হয়ে আসছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও এ দিবসটি যথাযথভাবে পালন করে থাকে। ৭ই অক্টোবর ২০১৯ 'বিশ্ব বসতি দিবস' যথাযথ গুরুত্বসহকারে উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এবং এ মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তরসমূহ বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এ দিবসটির এ বছরের প্রতিপাদ্য বিষয় হলো– Fronteer Technologies as on Innovative Tool to Trams forum Waste into Weal the. বিশ্ব বসতি দিবস ২০১৯ উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী পৃথক পৃথক বাণী দিয়েছেন।

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, বিশ্বায়নের যুগে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে সীমিত সম্পদের যথাযথ ব্যবহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বৈশ্বিক নগরায়ণের সাথে তাল মিলিয়ে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ক্রমবর্ধমান নগরায়ণের চাহিদা পূরণে সম্পদের সঠিক ব্যবহারের পাশাপাশি সৃজনশীল প্রযুক্তির ব্যবহারও অপরিহার্য। রূপকল্প ২০৪১-এর আলোকে সরকার টেকসই ও পরিবেশবান্ধব নগরায়ণ গড়তে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ঢাকাসহ বিভাগীয় শহর ও বিভিন্ন জেলায় বাসাবাড়ি থেকে পচনশীল ও অপচনশীল বর্জ্য আলাদাভাবে সংগ্রহ করে সংগৃহীত বর্জ্য দিয়ে নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদনের জন্য বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট তৈরি করা হচ্ছে। নদী, খালবিলে জমে থাকা কচুরিপানা অপসারণ করে তা থেকে কম্পোস্ট সার তৈরি করে কৃষিজমিতে ব্যবহারের ফলে জমির উর্বরতা ও ফলন বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, আমাদের সরকারের উদ্যোগে গড়ে তোলা আবাসিক প্রকল্পসমূহে নিজস্ব সুয়েজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপন করা হচ্ছে। অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নে আধুনিক ও উপযোগী বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। সরকার বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের মতো উদ্যোগকে উৎসাহিত করছে। নগরায়ণ, শিল্প-কলকারখানা স্থাপনসহ যাবতীয় কাজের ক্ষেত্রে পরিবেশ রক্ষায় বিশেষ নজর রাখার পাশাপাশি আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় জোর দেওয়া হচ্ছে। বিদ্যমান এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাময় প্রযুক্তিসমূহ টেকসই বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় নতুন মাত্রা যোগ করবে। উপরন্তু, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, জনস্বাস্থ্যের উন্নতির মাধ্যমে উন্নত নাগরিক জীবন নিশ্চিত হবে।

প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন, নগরায়ণ ও আবাসনের ক্ষেত্রে সৃষ্ট বর্জ্যের আধুনিক ব্যবস্থাপনায় গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়কে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। একইসঙ্গে আমি বর্জ্যকে সম্পদে রূপান্তরের উদ্যোগ বাস্তবায়নে সরকারের পাশাপাশি উন্নয়ন সহযোগী, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট সংস্থা এবং দেশবাসীকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য পরিকল্পিত, নিরাপদ এবং বাসযোগ্য নগরী গড়ে তুলে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণ সম্ভব হবে।

বিশ্বব্যাপী জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং শিল্পায়নের প্রসারের সাথে সাথে নগর এলাকার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা একটি চ্যালেঞ্জে পরিণত হয়েছে। পরিবেশদূষণ রোধে এবং গণমানুষের নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর বাসযোগ্যতা নিশ্চিতকল্পে উদীয়মান নতুন নতুন প্রযুক্তির সহায়তায় বর্জ্যকে সম্পদে পরিণত করাটা এখন সময়ের দাবি। তথ্যপ্রযুক্তির এ যুগে বর্জ্য কোনো সমস্যা নয় বরং এটি সম্পদে রূপান্তরিত করার একটি উপাদান।

বাংলাদেশে প্রতিবছর ২ কোটি ২৪ লক্ষ টনের অধিক বর্জ্য উৎপাদন হয়। ২০২৫ সালের মধ্যে প্রতিদিনের বর্জ্য উৎপাদনের পরিমাণ ৪৭,০৬৪ টনে পরিণত হবে। মোট বর্জ্যের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ঢাকা শহরে উৎপাদিত হয় অথচ মোট উৎপাদিত বর্জ্যের মাত্র ৩৭% সংগ্রহ করা হয়। অন্যান্য অসংগৃহীত বর্জ্য মারাত্মক পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যথাযথ বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সকল বর্জ্যকে পরিশোধন এবং অনেক ক্ষেত্রে পুনরায় ব্যবহারের উপযোগী করাটা অত্যন্ত জরুরি। এলক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যে এ বিষয়ে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ২০০৫ সালে জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগী সংস্থা এবং তৎকালীন ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের যৌথ উদ্যোগে ঢাকা শহরের কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য Clean Dhaka Master Plan প্রণয়ন করা হয়। সোশ্যাল বিজনেস এন্টারপ্রাইজ ওয়েস্ট কনসার্ন, বাসাবাড়ি পর্যায়ে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য কাজ করছে। UNICEF সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাগুলোতে বর্জ্য পুনর্ব্যবহারের কাজ শুরু হয়েছে।

বর্তমান সরকারের বলিষ্ঠ পদক্ষেপে দেশ এখন অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পথে অগ্রসরমান। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে দেশের জিডিপি-র ক্রমবৃদ্ধি ৮% অতিক্রম করেছে। এই উন্নয়নের পাশাপাশি শিল্পায়ন ও নগরায়ণ থেকে উদ্ভূত বর্জ্যের যথাযথভাবে পরিশোধন ও পুনর্ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারলে আমাদের সীমাবদ্ধ সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার করা সম্ভব হবে। এলক্ষ্যকে সামনে রেখে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় থেকে সকল নির্মিতব্য ভবনে সুয়েজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট ও আবর্জনা ব্যবস্থাপনার সংস্থান রেখে ইমারাত (নির্মাণ, উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও অপসারণ) বিধিমালা, ২০০৮ কে হালনাগাদের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এছাড়া সরকারি- বেসরকারি আবাসন প্রকল্পসমূহে সুয়েজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট এবং সলিড ওয়েস্ট ডাম্পিং প্ল্যান্টের নির্মাণের বাধ্যবাধকতা নিশ্চিত করা হয়েছে। সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভাসহ বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত সকল সরকারি দপ্তর, এনজিওর সাথে সমন্বয় করে নাগরিক জীবনের সৃষ্ট বর্জ্যের পুনঃউপযোগিতা পেতে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে। ভবিষ্যতে উদ্ভাবনীমূলক বিভিন্ন প্রযুক্তির মাধ্যমে বর্জ্য রিসাইক্লিংয়ের মাধ্যমে শক্তি ও সেবা উৎপাদন সম্ভব হবে। রূপকল্প ২০২১ ও রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নের জন্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের ল্যান্ডফিল সাইটে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সংযুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের মতো উদ্যোগকে সরকার উৎসাহিত করছে। এ কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন জেলায় জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বাসাবাড়ির থেকে পচনশীল ও অপচনশীল বর্জ্য আলাদাভাবে সংগ্রহ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সংগৃহীত বর্জ্য দিয়ে নবায়ণযোগ্য জ্বালানি উৎপাদনের জন্য বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট তৈরি করা হচ্ছে। নদী, খালবিলে জমে থাকা কচুরিপানা অপসারণ করে তা থেকে কম্পোস্ট সার তৈরি করে কৃষিজমিতে ব্যবহারের মাধ্যমে জমির উর্বরতা ও ফলন বৃদ্ধি পেয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের ফলে বাংলাদেশ বিশ্বে রোল মডেলে পরিণত হয়েছে। আর এরই ফলশ্রুতিতে আগামী প্রজন্ম পাবে একটি সুন্দর ও সমৃদ্ধিশালী বাংলাদেশ।

লেখক: সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক

সমন্বিত ভর্তি ব্যবস্থাপনায় শিক্ষার সার্বজনীনতা ও আধুনিকীকরণ সম্ভব

ড. ফোরকান উদ্দিন আহমদ

এইচএসসি পাস করে অধিকাংশ শিক্ষার্থীর স্বপ্ন থাকে দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার জন্য। এ স্বপ্ন পূরণ করতে গিয়ে এসব শিক্ষার্থীদের নানাবিধ বিড়ম্বনার শিকার হতে হয়। কারণ প্রতিবছর উচ্চমাধ্যমিক পাস করা শিক্ষার্থীর তুলনায় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন সংখ্যা অনেক কম। তাই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান করে নিতে শিক্ষার্থীদের ভর্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়। এ যুদ্ধে জয়ী হতে দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটে বেড়াতে হয় শিক্ষার্থীদের। আর এতে তাদের ভোগান্তির পাশাপাশি যথেষ্ট অর্থ খরচ হয়। যার সামর্থ্য অনেক শিক্ষার্থীর-ই নেই। ফলে অনেক শিক্ষার্থীর উচ্চশিক্ষা নেওয়ার ক্ষেত্রে তৈরি হয় অনিশ্চয়তা। কয়েক লাখ ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকের জন্য ভর্তি পরীক্ষা এক যুদ্ধ। ঘুম হারাম, খেলাধুলা ও খাওয়াদাওয়া বন্ধ, প্রচণ্ড মানসিক চাপ, কেবল পড়া, মুখস্থ করা, কোচিং সেন্টারের ক্লাসে যাওয়া এ এক কঠিন জীবন উচ্চশিক্ষায় ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রীদের। ভর্তিচ্ছুরা এক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা শেষ করেই আরেকটি ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য সারারাত জেগে, দীর্ঘ ভ্রমণ করে পরের দিন সকালে যায় অন্য শহরে অবস্থিত আরেকটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে। এছাড়াও রয়েছে অভিভাবকদের ভোগান্তি ও অনেক টাকা খরচ (কোচিং সেন্টারের ভর্তি ফি, থাকা-খাওয়ার খরচ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যাতায়াত খরচ, গড়ে ১০ থেকে ১৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার ফি)। এত কষ্ট এবং ত্যাগ স্বীকারের পরও ভর্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েও পছন্দমতো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হতে পারে না হাজারো শিক্ষার্থী। কারণ ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রীর সংখ্যার তুলনায় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আসন সংখ্যা সর্বমোট প্রায় ৫০,০০০ যা অত্যন্ত অপর্যাপ্ত।

চলতি বছর উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের এবার দিতে হবে জীবনের আসল পরীক্ষা-ভর্তি পরীক্ষা। মোটামুটি সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ৪ মাস চলে জীবনে উচ্চশিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে ভর্তিযুদ্ধের লড়াই। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় প্রচলিত যে পদ্ধতিতে ভর্তি প্রক্রিয়া চালু আছে তাতে দেখা যায়, ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের ছুটতে হয় এক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে, এক জেলা থেকে আরেক জেলায়, এক বিভাগ থেকে আরেক বিভাগে, দেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে। ভর্তি পরীক্ষার তারিখ একই দিনে হলে শিক্ষার্থীদের অনেকেই বিপাকে পড়েন। এছাড়া কিছু কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার তারিখ পরপর থাকায় অধিক দূরত্বের কারণে সব পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা অনেক শিক্ষার্থীর পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। অনেক শিক্ষার্থী এ পরিস্থিতির শিকার হয়ে পছন্দের বিষয়টিতে ভর্তি হতে পারে না; এমন বিষয়ে ভর্তি হতে বাধ্য হয় যা সে পড়তে চায়নি। এর ফলে পরবর্তীকালে অনেকেই তাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে না।

দেশে মোট ৩৭টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় আছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া এতে মোট আসন আছে ৪৮ হাজার ৩৪৩টি। অথচ চলতি বছর এইচএসসিতে উত্তীর্ণ হয়েছেন ৯ লাখ ৮৮ হাজার ১৭২ জন। কাজেই উচ্চ মাধ্যমিক পাস করা অধিকাংশ শিক্ষার্থীর পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার স্বপ্ন পূরণ হচ্ছে না। এসব শিক্ষার্থীরা উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে চাইলে তাদেরকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কোনো একটা কলেজে পড়তে হবে। আর এ সুযোগও সবাই পাবেন না। কেননা, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন রয়েছে ৩ লাখ ৯৮ হাজার ৯৩০টি। উচ্চমাধ্যমিক পাস করা এসব শিক্ষার্থীদের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ থাকলেও মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত পরিবারের শিক্ষার্থীদের পক্ষে এর ব্যয় সংকুলান করা সম্ভব হয় না। কাজেই তাদের প্রধান লক্ষ্য থাকে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া। আর এ স্বপ্ন পূরণ করতে গিয়ে এসব শিক্ষার্থীদের পথে পথে নানা বেগ পেতে হয়। একদিকে, শিক্ষার্থী অনুপাতে আসন সংখ্যা কম থাকায় শিক্ষার্থীদের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখী হতে হয়। অন্যদিকে, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পদ্ধতি ভিন্ন এবং তা পৃথকভাবে অনুষ্ঠিত হওয়ায় নানাবিধ দুর্ভোগ বিড়ম্বনা, ভোগান্তি ও মানসিক চাপের শিকার হয় শিক্ষার্থীরা। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের খাপছাড়া নিয়ম-নীতির কারণে শিক্ষার্থীদের অতিরিক্ত অর্থ গুণতে হয়। ভর্তির আবেদন অনলাইনে করা হলেও এ বাবদ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শিক্ষার্থীদের ওপর বিপুল ফি ধার্য করে। প্রায় প্রত্যেক বছরই যৌক্তিক কারণ ছাড়াই বাড়ানো হয় ভর্তি ফরমের দাম।

অনেক দেশের তুলনায় আয়তনে ছোটো যে দেশের লোকসংখ্যা ১৬-১৮ কোটি, যে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকৌশল, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, কৃষি, ব্যবসা ও বিশেষায়িত বিষয়ের আসন সংখ্যা ভর্তিচ্ছুদের তুলনায় অনেক কম, সেখানে ভর্তির প্রতিযোগিতাও প্রবল এবং আরও তীব্রতর এটাই কঠিন বাস্তবতা। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে গর্ব করার মতো অন্যতম বিষয় হচ্ছে স্বচ্ছ ভর্তি পরীক্ষা ব্যবস্থাপনায়। আর ভর্তি পরীক্ষা ব্যতীত জিপিএ বা অন্য কোনো উপায়ে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা ঠিক হবে না। সেক্ষেত্রে ভর্তি পরীক্ষার কোনো বিকল্প নেই। উন্নত দেশের সব কটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্ববর্তী পরীক্ষার ফলেরভিত্তিতে অথবা তাদের স্যাট, জিআরই এবং টোফেলের প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি করা হয়। জাপানে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনায় সব বিশ্ববিদ্যালয়ে একযোগে অভিন্ন ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া হয়। তাছাড়া ভারতে আইআইটিতেও ভর্তি পরীক্ষা দিতে হয়। এমনকি মেডিক্যালে ভর্তির জন্য এআইপিএমটি (অল ইন্ডিয়ান প্রি-মেডিক্যাল টেস্ট) দিতে হয়, যেটা কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচালনা করা হয়। তাছাড়া দীর্ঘ সময়ব্যাপী অনুষ্ঠিত পরীক্ষা স্যাট, জিআরই ও টোফেলের প্রশ্নের ধরন, সেটাও তো এক ধরনের ভর্তি পরীক্ষার

অনুরূপ। ভর্তি কার্যক্রমকে গতিশীল করার জন্য শুধু জিপিএ ভিত্তিতে ভর্তি না করে আসন সংখ্যার ৩-৪ গুণ অতিরিক্ত শিক্ষার্থীকে ভর্তি পরীক্ষার সুযোগ দেওয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সরকার যদি একযোগে মাসব্যাপী ৮-৯ লাখ শিক্ষার্থীর মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা সফলভাবে সম্পন্ন করতে পারে, তাহলে বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তির যুগে ২-৩ লাখ ছাত্রছাত্রীর ভর্তি পরীক্ষাও একযোগে সফলভাবে নিতে পারবে না কেন? এক্ষেত্রে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীরা ভর্তি ফরম পূরণ করার সময় ক্রমান্বয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ও পছন্দের বিষয়ের তালিকা দেবে। এজন্য প্রয়োজন হবে দক্ষ টেকনিক্যাল জনবল। এ ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট, রুয়েট, চুয়েট, কুয়েট ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষ শিক্ষক ও ছাত্রদের সঙ্গে আলোচনা করা যেতে পারে।

কার্যকর জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন, বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণ, জেএসসি প্রবর্তন এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে পাসের হার বাড়ানোসহ বেশ কিছু অর্জন রয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের। শিক্ষা মন্ত্রণালয় আরও প্রশংসা এবং সাধুবাদ পেত, যদি সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিক্যাল কলেজের ভর্তি পরীক্ষা অভিন্ন সমন্বিত ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিচালনার পদক্ষেপ নেওয়া হয়। কেন্দ্রীয়ভাবে সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ভর্তিপ্রার্থী নির্বাচন করা হলে ছাত্রছাত্রীরা মানসিক চাপ ও অহেতুক হয়রানি থেকে রক্ষা পাবে। অভিভাবকদেরও মানসিক এবং আর্থিক চাপ কমবে ফলে গরিব মেধাবীরাও উচ্চশিক্ষায় ভর্তির সুযোগ পাবে এবং সমগ্র জাতি উপকৃত হবে। দেশে বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪৯টি। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর চ্যান্সেলর রাষ্ট্রপতিও ভিসিদের ডেকে এ বিষয়ে নির্দেশনা দিয়েছেন। শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনিও এ বিষয়ে সোচ্চার। মেডিক্যাল কলেজের আদলে প্রায় এক দশক ধরে গুচ্ছ পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষা নেওয়ার জন্য সরকার তাগিদ দিলেও তাতে কাজ হচ্ছে না।

বর্তমান এই ডিজিটাল যুগে ভর্তি পরীক্ষার আবেদন প্রক্রিয়ার অনুরূপ অনলাইনে ভর্তি কার্যক্রমও সম্পন্ন করা যায়। কিন্তু সেটি করা হচ্ছে না। পৃথক পৃথক দিনে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হলেও সব ভার্সিটিতে পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব হয় না। দেখা যায় আজ চট্টগ্রাম তো কাল দিনাজপুর বা আজ সিলেট তো কাল রাজশাহী। এভাবে পরীক্ষা দিতে গিয়ে একজন শিক্ষার্থীর ও অভিভাবকের যে কত ভোগান্তি তা ভুক্তভোগী মাত্রই জানে। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সব বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব হয় না। এছাড়া যখন অজস্র শিক্ষার্থী জীবনের সবচেয়ে বড়ো দুটি পাবলিক পরীক্ষায় সর্বোচ্চ গ্রেড নিয়ে পাস করে উচ্চশিক্ষার জন্যে ভালো প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার স্বপ্নে বিভোর।

পরীক্ষার্থীর যোগ্যতা ও পছন্দ সব মিলিয়ে মেধাক্রম, ভর্তি, অবস্থান নিরূপণ করবে। এজন্য দরকার সরকারের দৃঢ় ইচ্ছা। আমার চিন্তানুযায়ী, এজন্য প্রয়োজন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্টদের উদার মানসিকতা ও আর্থিক সুবিধাদি ত্যাগের মানসিকতা। অনেকেই জোর দাবি তোলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনে হস্তক্ষেপ করা যাবে না, তাদের ভর্তি নিয়ে কথা বলা যাবে না। তবে তারা নিজস্ব আইনের নামে যা খুশি তাই করবে তাও শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য কতটা সংগতিপূর্ণ তা ভেবে দেখতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রচলিত আইনে যদি সময়ের দাবি পূরণ না হয়। সময়োপযোগী আইনের অন্তর্ভুক্তি ও প্রয়োজনীয় সংস্কার আবশ্যক। ইতোমধ্যে অনেক কিছুরই পরিবর্তন হয়েছে। নিয়ন-নীতিতে এসেছে আধুনিকতা। তাই এ মুহূর্তে প্রয়োজন ভর্তি পরীক্ষা কমিশন গঠন করে এবং কর্তৃপক্ষের আন্তরিকতায় কেন্দ্রীয়ভাবে ভর্তি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের ভর্তি দুর্ভোগের অবসান ঘটানো। সর্বোপরি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি ব্যবস্থাকে আধুনিকীকরণ ও সহজীকরণ করে শিক্ষার্থী অভিভাবকদের দুর্ভোগ লাগবে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। তাহলেই শিক্ষার সার্বজনীনতা আসবে এবং শিক্ষা গুণগত মান নিশ্চিত হবে। আসুন আমরা সকলেই শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ তৈরিতে সচেষ্ট হই।

লেখক: কলামিস্ট ও গবেষক

শেখ হাসিনা বিশ্বের শীর্ষ নারী শাসকের তালিকায়

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্বের শীর্ষ নারী নেত্রীর তালিকায় স্থান করে নিয়েছেন। সরকার প্রধান হিসেবে তিনি ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, যুক্তরাজ্যের মার্গারেট থ্যাচার এবং শ্রীলঙ্কার চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গার রেকর্ড ভেঙে দিয়েছেন। ৯ই সেপ্টেম্বর উইকিলিকসের এক জরিপের তথ্যের ভিত্তিতে ভারতীয় বার্তাসংস্থা ইউনাইটেড নিউজ অব ইন্ডিয়া এ তথ্য জানিয়েছে। উইকিলিকসের জরিপে বলা হয়েছে, টানা তৃতীয়বারসহ চতুর্থবারের মতো বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করছেন শেখ হাসিনা। প্রথম মেয়াদে ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিলেন তিনি। পরে ২০০৮ সালে বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে ফের প্রধানমন্ত্রী হন শেখ হাসিনা। এরপর ২০১৪ ও ২০১৮ সালের নির্বাচনেও নিরঙ্কুশ জয় পায় তার দল আওয়ামী লীগ। চলতি বছরের ৭ই জানুয়ারি চতুর্থবারের মতো প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন শেখ হাসিনা। ইতোমধ্যে এ পদে ১৫ বছরেরও বেশি সময় পার করে ফেলেছেন তিনি। যুক্তরাষ্ট্রীয় দেশের মধ্যে জার্মান চ্যান্সেলর অ্যাঞ্জেলা মেরকেল আছেন সবার শীর্ষে। তিনি ২০০৫ সাল থেকে এখনো ক্ষমতায় আছেন। জরিপে উল্লেখ করা হয় যে, ইন্দিরা গান্ধী ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ১৫ বছরের বেশি ক্ষমতায় ছিলেন। মার্গারেট থ্যাচার ব্রিটেন শাসন করেছেন ১১ বছর ২০৮ দিন। আর চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গা শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্ট দুভাবেই ক্ষমতায় ছিলেন ১১ বছর ৭ দিন।

প্রতিবেদন: সুমন হক

বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস ২০১৯

রিয়া আহমেদ

১০ই অক্টোবর 'বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস' হিসেবে পালিত হয়। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ১৬ দশমিক ১০ শতাংশ পরিণত বয়সে নারী-পুরুষ মানসিক রোগে ভুগছে। এ হিসাবে দুই কোটি ৫৬ লাখ মানুষ মানসিক রোগী। এরা নিউরো সাইকিয়াট্রিক ডিজ অর্ডারে ভুগছে। মানসিক রোগীদের মধ্যে আত্মহত্যা করার প্রবণতা বেশি থাকে। জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের সমীক্ষায় বলা হয়েছে, দেশে গড়ে দৈনিক ২৮ জন আত্মহত্যা করে। এদের বেশির ভাগ ২১ থেকে ৩০ বছরের নারী। এছাড়া বাংলাদেশে ৬৫ লাখ মানুষ আত্মহত্যার ঝুঁকি নিয়ে বেঁচে আছে। বিশ্বব্যাপী প্রতি ৪০ সেকেন্ডে একজন করে আত্মহত্যা করে। এবছর বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবসের প্রতিপাদ্য ছিল– 'মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নয়ন ও আত্মহত্যা প্রতিরোধ'। রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী এ দিবসটি উপলক্ষে পৃথক পৃথক বাণী দিয়েছেন।

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রতিবছর বিশ্বজুড়ে আত্মহত্যা করে প্রায় আট লাখ মানুষ। আত্মহত্যা জনিত মৃত্যুর অধিকাংশ প্রতিরোধযোগ্য। অধিকাংশ ব্যক্তিই আত্মহত্যার সময় কোনো না কোনো মানসিক রোগে আক্রান্ত থাকেন। সাধারণত সেটা গুরুত্ব দেওয়া হয় না বা মানসিক রোগ নিশ্চিত হলেও যথাযথ চিকিৎসা করা হয় না বলেই আত্মহত্যা বেড়ে যাচ্ছে। মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে আত্মহত্যার এ হার কমিয়ে আনা সম্ভব বলে আমি মনে করি।

রাষ্ট্রপতি আরো বলেন, মানসিক রোগ প্রতিরোধে মনের যত্ন নেওয়া আবশ্যক। মানসিক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসা অন্য সাধারণ রোগীর চেয়ে ভিন্ন ধারার এবং চিকিৎসার পাশাপাশি পারিবারিক ও সামাজিক সমর্থনও এক্ষেত্রে অত্যন্ত জরুরি। বিশেষ করে মাদকাসক্তি, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, নগরায়ণসহ পারিবারিক ও সামাজিক নানা অস্থিরতা মানসিক স্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে। জনগণের মানসিক সুস্থতা নিশ্চিত করতে এক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি হাসপাতাল, স্বাস্থ্য কেন্দ্রের পাশাপাশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। অন্যান্য রোগের মতো মানসিক রোগেরও বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে। তাই ঝাড়ফুক বা অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসা পদ্ধতি পরিহারে জনগণের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। আগামী প্রজন্মকে মানসিকভাবে সুস্থ ও সুন্দরভাবে গড়ে তুলে একটি স্বাস্থ্যবান জাতি গঠনে সকলের সম্মিলিত প্রয়াস অব্যাহত থাকবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার ২০০১ সালে ঢাকায় শেরে বাংলা নগরে জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করে, যা ছিল মানসিক স্বাস্থ্য সেবার অগ্রগতিতে একটি মাইলফলক। বর্তমান সরকার মানসিক স্বাস্থ্য সেবাসহ সকল ধরনের স্বাস্থ্যসেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে এবং আপামর জনগোষ্ঠীর মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। দেশে মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্র প্রসারিত করাসহ এ বিষয়ে জনগণকে সচেতন করা হচ্ছে। মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞসহ সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী আমে সাইকিয়াট্রিস্ট, স্কুল সাইকোলজিস্ট, এডুকেশনাল সাইকোলজিস্ট, ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট, কাউন্সিলিং সাইকোলজিস্ট, অকুপেশনাল থেরাপিস্ট, সাইকিয়াট্রিক সোশ্যাল ওয়ার্কার ও ক্লিনিক্যাল সোশ্যাল ওয়েলফেয়ারসহ সকল মানসিক স্বাস্থ্য পেশাজীবীদের আত্মহত্যা রোধে সচেতনতা এড়াতে কাজ করার আহ্বান জানান। এক্ষেত্রে তিনি সব ধরনের সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দেন।

বাংলাদেশে মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে আইসিডিডিআরবি বলেছে, মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা মারাত্মক। চিকিৎসকরা বলছেন, পারিবারিক ও সামাজিক কারণে ৫০ থেকে ৫৯ বছরের বিধবা মহিলাদের মধ্যে মানসিক সমস্যা বেশি দেখা যায়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সমীক্ষা অনুযায়ী, বাংলাদেশে মোট মানসিক রোগীর মধ্যে বয়স্কদের হার ১৬ দশমিক ১০ শতাংশ এবং অনূর্ধ্ব ১৮ বছর বয়সিদের হার ১৮ দশমিক শূন্য চার শতাংশ।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা ১০ই অক্টোবর ২০১৯ সিরডাপ মিলনায়তনে 'বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস-২০১৯' উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন। মহিলা ও শিশু বিষয়ক সচিব কামরুন নাহার এসময় উপস্থিত ছিলেন–পিআইডি

মানসিক রোগীর চিকিৎসার জন্য বাংলাদেশে ঢাকা ও পাবনার দুটি হাসপাতালে ৭৯০টি বেড রয়েছে। পাবনার মানসিক হাসপাতালে ৪০০টি এবং ঢাকার জাতীয় মানসিক হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউটের বেড সংখ্যা ৩৯০টি। আবার মাদকাসক্তদের চিকিৎসার জন্য বেসরকারি মানসিক ক্লিনিক রয়েছে প্রায় ৪০০টি। মানসিক রোগীদের চিকিৎসার জন্য ২৫০ জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এবং ৮৫ জন ক্লিনিক্যাল সাইকিয়াট্রিস্ট রয়েছেন।

সামাজিকভাবে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেওয়ার জন্য ঢাকা মানসিক হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট গত দুই যুগে চার হাজার সাধারণ চিকিৎসককে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। এছাড়া দেশব্যাপী ৫০ জন সিভিল সার্জন, পাঁচ হাজার স্বাস্থ্যকর্মী এবং ২০০ ইমামকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

আত্মহত্যাকে বাংলাদেশের দণ্ডবিধিতে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়। কেউ আত্মহত্যা করতে চায় এমন প্রমাণ হলে দণ্ডবিধির ৩০৯ নম্বর ধারা মোতাবেক এক বছরের কারাদণ্ড বা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হতে পারে।

লেখক: প্রাবন্ধিক

নিবন্ধ

পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ স্বল্প পরিচিত কয়েকটি ফলের বর্ণনা

এ.টি.এম নুরুল ইসলাম

দেহের পুষ্টি চাহিদা পূরণ, মেধার বিকাশ ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে ফলের গুরুত্ব অপরিসীম। পুষ্টিবিদদের মতে, আমাদের প্রত্যেকের প্রতিদিন ১১৫-১২৫ গ্রাম ফল খাওয়া প্রয়োজন। ফলে ভিটামিন, খনিজ পদার্থ, আঁশ এবং প্রচুর উপকারী হরমোন ও উদ্ভিদ রাসায়নিক থাকে। যা শরীরকে বিভিন্ন রোগবালাই থেকে রক্ষা করে। ফল ঔষধি গুণাগুণে সমৃদ্ধ রোগ প্রতিরোধী দাওয়াই। আমাদের দেশে আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, আনারস, বাতাবি লেবু ইত্যাদি প্রধান এবং পরিচিত ফল। কিন্তু কিছু কিছু ফল আছে যা স্বল্প পরিচিত অথচ পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। স্বল্প পরিচিত কয়েকটি ফলের বর্ণনা নিচে দেওয়া হলো।

বাংলা নাম: ডেউয়া

ইংরেজি নাম: Monkey jack, বৈজ্ঞানিক নাম: Artocarpus Lakoocha

পুষ্টিগুণ: ভিটামিন 'সি' ও ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ ফল।

ঔষধি গুণ: পাকা ফল পিত্তবিকার ও যকৃতের পীড়ায় উপকারী, ছালের গুঁড়া চামড়ার রুক্ষতায় এবং ব্রণের দূষিত পুঁজ বের করার জন্য হিতকর। গাজীপুর, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি এলাকায় উৎপাদিত হয়।

পুষ্টি উপাদান (প্রতি ১০০ গ্রামে)

উপাদান	পরিমাণ
মোট খনিজ পদার্থ (গ্রাম)	০.৮
খাদ্য শক্তি (কিলোক্যালরি)	৬৬
আমিষ (গ্রাম)	০.৭
শর্করা (গ্রাম)	১৩.৩
ক্যালসিয়াম (মিলি গ্রাম)	৫০
লৌহ (মিলি গ্রাম)	০.৫
ভিটামিন-বি১ (মিলি গ্রাম)	০.০২
ভিটামিন-বি২ (মিলি গ্রাম)	০.১৫
ভিটামিন-সি (মিলি গ্রাম)	১৩৫

বাংলা নাম: ডুমুর

বৈজ্ঞানিক নাম: Ficus carica

পুষ্টিগুণ: ক্যারোটিন, ক্যালসিয়াম ও ক্যালোরি প্রচুর।

ঔষধি গুণ: ডুমুর ফল টিউমার ও অন্যান্য অস্বাভাবিক শারীরিক বৃদ্ধি নিবারণে ব্যবহৃত হয়। পাতাচূর্ণ, বহুমূত্র ও যকৃতের পাথর নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়। ডুমুর সবজি হিসেবেও খাওয়া হয় এবং পাতা গোখাদ্য হিসেবেও ব্যবহার করা হয়। চাঁপাইনবাবগঞ্জ, টাঙ্গাইল, খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটি জেলায় বেশি উৎপাদিত হয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষিপ্ত আকারে ডুমুর গাছ দেখা যায়।

পুষ্টি উপাদান (প্রতি ১০০ গ্রামে)

উপাদান	পরিমাণ
জলীয় অংশ (গ্রাম)	৮৮.১
মোট খনিজ পদার্থ (গ্রাম)	০.৬
হজমযোগ্য আঁশ (গ্রাম)	২.২
খাদ্য শক্তি (কিলোক্যালরি)	৩৭
আমিষ (গ্রাম)	১.৩
শর্করা (গ্রাম)	৭.৬
ক্যালসিয়াম (মিলি গ্রাম)	৮০
লৌহ (মিলি গ্রাম)	১.১
ক্যারোটিন (মাইক্রোগ্রাম)	১৬২
ভিটামিন বি১ (মিলি গ্রাম)	০.০৬
ভিটামিন বি২ (মিলি গ্রাম)	০.০৫
ভিটামিন সি (মিলি গ্রাম)	৫.০

বাংলা নাম: লটকন

ইংরেজি নাম: Baccaurea sapida

পুষ্টিগুণ: ভিটামিন বি২ সমৃদ্ধ ফল।

ঔষধি গুণ: অম্লমধুর ফল। লটকন খেলে বমি বমি ভাব দূর হয় ও তৃষ্ণা নিবারণ হয়। শুকনো গুঁড়া পাতা খেলে ডায়রিয়া ও মানসিক চাপ কমায়। এই ফলটি সাম্প্রতিককালে গ্রীষ্ম ও বর্ষা মৌসুমে বাজারে পাওয়া যায়। নরসিংদী, গাজীপুর, নেত্রকোনা ও সিলেট এলাকায় লটকন চাষ হয়।

পুষ্টি উপাদান (প্রতি ১০০ গ্রামে)

উপাদান	পরিমাণ
মোট খনিজ পদার্থ (গ্রাম)	০.৯
খাদ্য শক্তি (কিলোক্যালরি)	৯১
আমিষ (গ্রাম)	১.৪২
লৌহ (মিলি গ্রাম)	০.৩
ভিটামিন বি-১ (মিলি গ্রাম)	০.০৩
ভিটামিন বি-২ (মিলি গ্রাম)	০.১৯

বাংলা নাম: বিলিম্বি

ইংরেজি নাম: Bilimbi

বৈজ্ঞানিক নাম: Averrhoa bilimbi

পুষ্টিগুণ: আমিষ, শর্করা ও ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ ফল।

ঔষধি গুণ: উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কমায়। মাংসের সঙ্গে তরকারি হিসেবে যুক্ত হয়ে স্বাদের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। বিলিম্বি ফলের স্বাদ টক, পাকা বিলিম্বি দিয়ে আচার ও চাটনি তৈরি করা হয়। কুমিল্লা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বিলিম্বি বেশি পাওয়া যায়।

পুষ্টি উপাদান (প্রতি ১০০ গ্রামে)

উপাদান	পরিমাণ
খাদ্য শক্তি (কিলোক্যালরি)	১৯
আমিষ (গ্রাম)	০.৬১
শর্করা (গ্রাম)	৩.৫
ক্যালসিয়াম (মিলি গ্রাম)	৩.৪
লৌহ (মিলি গ্রাম)	১.০১
ক্যারোটিন (মাইক্রোগ্রাম)	০.০৩৫
ভিটামিন- বি-১ (মিলি গ্রাম)	০.০১
ভিটামিন- বি-২ (মিলি গ্রাম)	০.০২৬
ভিটামিন- সি (মিলি গ্রাম)	৩২

বাংলা নাম: অড়বড়ই

ইংরেজি নাম: Star gooseberry

বৈজ্ঞানিক নাম: Phyllanthus distichus

পুষ্টিগুণ: ভিটামিন সি ও ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ ফল।

ঔষধি গুণ: অড়বড়ইয়ের রস যকৃত, পেটের পীড়া, হাঁপানি, কাশি, বহুমূত্র, অজীর্ণ ও জ্বর নিরাময়ে খুবই উপকারী। পাতার রস আমাশয় প্রতিষেধক ও বলকারক। অড়বড়ই ফলের রসের সরবত খেলে জন্ডিস, বদহজম ও কাশি থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। হাঁপানি, কাশি, বহুমূত্র ও জ্বর নিরাময়ে এর বীজ ব্যবহার করা হয়। ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল ও গাজীপুর এলাকায় অড়বড়ই বেশি পাওয়া যায়। অড়বড়ই দিয়ে চাটনি, আচার ও মোরব্বা তৈরি করা হয়।

পুষ্টি উপাদান (প্রতি ১০০ গ্রামে)

উপাদান	পরিমাণ
মোট খনিজ পদার্থ (গ্রাম)	০.৭
হজমযোগ্য আঁশ (গ্রাম)	৩.৪
খাদ্য শক্তি (কিলোক্যালরি)	১৯
শর্করা (গ্রাম)	৩.৫
ক্যালসিয়াম (মিলি গ্রাম)	৩৪
লৌহ (মিলি গ্রাম)	১.২
ভিটামিন- বি-১	০.০২
ভিটামিন- বি-২	০.০৮
ভিটামিন- সি (মিলি গ্রাম)	৪৬৩

বাংলা নাম: করমচা

ইংরেজি নাম: Karanda, বৈজ্ঞানিক নাম: Carissa carandas

জাত: লাল, সাদা ও বেগুনি ফলধারী জাত পাওয়া যায়।

পুষ্টিগুণ: পটাশ, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও ভিটামিন সি সমৃদ্ধ ফল।

ঔষধি গুণ: কাঁচা করমচা গায়ের ত্বক ও রক্তনালী শক্ত ও রক্তক্ষরণ বন্ধ করে। পাতা গরম পানিতে সিদ্ধ করে পান করলে কালাজ্বর নিরাময়ে উপকার পাওয়া যায়। শিকড়ের রস গায়ের চুলকোনি ও কৃমি দমনে সাহায্য করে। করমচা টাঙ্গাইল, গাজীপুর, নরসিংদী এলাকায় বেশি উৎপন্ন হয়।

পুষ্টি উপাদান (প্রতি ১০০ গ্রামে)

উপাদান	পরিমাণ
খাদ্য শক্তি (কিলোক্যালরি)	৪২
আমিষ (গ্রাম)	১.১
শর্করা (গ্রাম)	২.৯
ক্যালসিয়াম (মিলি গ্রাম)	২১
লৌহ (মিলি গ্রাম)	০.২৬
ভিটামিন সি (মিলি গ্রাম)	১১

বাংলা নাম: কাউফল

ইংরেজি নাম: Cowa (mangosteen)

বৈজ্ঞানিক নাম: Garcinia cowa

পুষ্টিগুণ: খনিজ পদার্থ, শর্করা ও ভিটামিন সি সমৃদ্ধ ফল।

ঔষধি গুণ: সর্দিজ্বর ও ঠান্ডা প্রশমনে কাউফল উপকারী। অরুচি দূর করে। সিলেট, মৌলভীবাজার, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি এলাকায় এ ফল বেশি পাওয়া যায়।

পুষ্টি উপাদান (প্রতি ১০০ গ্রামে)

উপাদান	পরিমাণ
মোট খনিজ পদার্থ (গ্রাম)	০.৬
শর্করা (গ্রাম)	১.৩
লৌহ (মিলি গ্রাম)	০.০১
ভিটামিন সি (মিলি গ্রাম)	৩৫

পরিশেষে এ কথা মানতে হবে যে, এ স্বল্প পরিচিত ফলের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা কোনো ক্রমেই গৌণ নয়। অতএব, আমাদের এসব ফল গাছ রোপণ করা উচিত এবং আমাদের দেশে এ ফল গাছগুলোর সংখ্যা বাড়ানো দরকার। ফল গাছ কেবল ফল, কাঠ বা ছায়াই দেয় না বরং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ভূমিকা রাখে।

লেখক: সাবেক সিনিয়র গবেষণা কর্মকর্তা, প্রাবন্ধিক ও আইনজীবী

বাংলা বর্ষপঞ্জিতে পরিবর্তন

সাবিত্রী রানী

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় যখন মাতৃভাষার দাবিতে মিছিল নিয়ে ছাত্র-জনতা বেরিয়ে এসেছিল, বাংলা বর্ষপঞ্জির পাতায় দিনটি ছিল ৮ই ফাল্গুন। কিন্তু পরবর্তী বছরগুলোতে ২১শে ফেব্রুয়ারি পালন করা হয়, বর্ষপঞ্জিতে সেটা পড়ে ৯ই ফাল্গুন। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরের দিনটা ছিল পয়লা পৌষ। ২০১৯ সালে দিনটি পড়েছে দোসরা পৌষে। গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারের সঙ্গে বাংলা বর্ষপঞ্জির বিশেষ দিনগুলোর এই ব্যত্যয় দূর করতে সংস্কার করা হয়েছে প্রচলিত বাংলা বর্ষপঞ্জি। গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারের সঙ্গে বাংলা বর্ষপঞ্জির তারিখগুলোর সমন্বয় করাই এই সংস্কারের মূল উদ্দেশ্য। এই সংস্কারের ফলে জাতির ইতিহাস ও সংস্কৃতির গৌরবদীপ্ত দিনগুলো গ্রেগরিয়ান এবং বাংলা বর্ষপঞ্জিতে অভিন্ন থাকবে। পাশাপাশি বাংলা মাস গণনা সংক্রান্ত কিছু অসামঞ্জস্যও দূর করা হয়েছে। বাংলাদেশের সঙ্গে জড়িত ঐতিহাসিক দিবসগুলোকে গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারের সঙ্গে সমন্বয় করার জন্য বাংলা বর্ষপঞ্জিতে পরিবর্তন করা হয়েছে। এখন থেকে পয়লা বৈশাখসহ জাতীয়গুরুত্বপূর্ণ দিনগুলো নির্দিষ্ট দিনে পালন হবে।

বাংলা বর্ষপঞ্জিতে এর আগে বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র– বছরের প্রথম এই পাঁচ মাস ৩১ দিন গণনা করা হতো। বাংলাদেশে নতুন বর্ষপঞ্জি অনুযায়ী এখন থেকে বাংলা বছরের প্রথম ছয়মাস– বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন মাস ৩১ দিনে হবে। এখন ফাল্গুন মাস ছাড়া অন্য পাঁচ মাস ৩০ দিনে পালন করা হবে। ফাল্গুন মাস হবে ২৯ দিনের, কেবল অধিবর্ষের (লিপইয়ার) বছর ফাল্গুন ৩০ দিনের মাস হবে।

বাংলা বর্ষপঞ্জি পরিবর্তনের কাজটি করেছে বাংলা একাডেমির গবেষণা, সংকলন এবং অভিধান ও বিশ্বকোষ বিভাগ। এ বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ মোবারক হোসেন বিবিসিকে সাক্ষাৎকারে বলেন, '২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৬ই ডিসেম্বর, ২৬শে মার্চের মতো গুরুত্বপূর্ণ জাতীয়দিবসসমূহ বাংলা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী যে দিনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সেই দিনে পালন করা হবে।

যেমন ২১শে ফেব্রুয়ারি, যা এখন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস যা বিশ্বব্যাপী পালিত হয়, ১৯৫২ সালে ভাষার দাবিতে নামা মিছিলে গুলি চালানোর সেই ঘটনা ঘটেছিল বাংলা আটই ফাল্গুনে।

কিন্তু বছর ঘুরে অধিকাংশ সময়ই এখন ২১শে ফেব্রুয়ারি গিয়ে পড়ে নয়ই ফাল্গুনে, যা নিয়ে বিভিন্ন সময় লেখক, কবি, সাহিত্যিকসহ অনেকে আপত্তি জানিয়েছিলেন।

তিনি আরো বলেন, একইভাবে বাংলাদেশের বিজয়দিবস ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ সালের ঐ দিনটি ছিল পয়লা পৌষ, কিন্তু বাংলা পঞ্জিকায় দিনটি পড়ত দোসরা পৌষ।

আবার রবীন্দ্রজয়ন্তী ও নজরুলজয়ন্তী এবং তাঁদের মৃত্যুদিনও বাংলা বর্ষপঞ্জি অনুযায়ী যে দিনে হয়েছিল, তার সঙ্গে গ্রেগরিয়ান বর্ষপঞ্জির দিন মেলে না। কিন্তু নতুন নিয়মে দুই বর্ষপঞ্জির মধ্যে দিন গণনার সমন্বয় করা হয়েছে।'

এই পরিবর্তন ১৪২৬ বঙ্গাব্দের প্রথম দিন থেকে চালু হয়েছে। কিন্তু আগের নিয়ম অনুযায়ী যেহেতু প্রথম পাঁচ মাস ৩১ দিনেই হয়ে থাকে, সে কারণে আশ্বিন মাস পর্যন্ত পরিবর্তন টের পাওয়া যায়নি। নতুন বর্ষপঞ্জি অনুযায়ী প্রথমবারের মতো ৩১ দিনের আশ্বিন মাস পালন করা হয়েছে। ১৭ই অক্টোবর পয়লা কার্তিক গণনা শুরু হওয়ায়, ১৭ই অক্টোবর নতুন ক্যালেন্ডারের পরিবর্তন প্রথম অনুভব করা যায়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রকাশিত ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দের ক্যালেন্ডারে এই নতুন নিয়মের প্রতিফলন ঘটে। বাংলা বর্ষপঞ্জির ১৪২৬ বঙ্গাব্দের পয়লা কার্তিক শুরু হয়েছে ১৭ই অক্টোবর। তবে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের প্রকাশিত ক্যালেন্ডারে বাংলা বর্ষপঞ্জির ১৪২৬ বঙ্গাব্দের পয়লা কার্তিক পুরাতন নিয়ম অনুযায়ী হিসাব করে ১৬ই অক্টোবর দেখানো হয়েছে, যা নতুন নিয়মে ১৭ই অক্টোবর হবে। অবশ্য এ বিষয়ে ১৭ই অক্টোবর ২০১৯ বিবিসিসহ বাংলাদেশের জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত তথ্য আমাদের আরো সচেতন করবে বলে আশা করা যায়।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশে এই নিয়ে দ্বিতীয়বারের মত বর্ষপঞ্জি সংস্কার করা হলো। নতুন করে পরিবর্তন আনার জন্য ২০১৫ সালে বাংলা একাডেমি সংস্থাটির তৎকালীন মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খানের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করে। সেই কমিটিতে ড. অজয় রায়, জামিলুর রেজা চৌধুরীসহ বেশ কয়েকজন বিশেষজ্ঞ সদস্য ছিলেন।

বাংলা দিনপঞ্জিকার এই সংস্কার সম্পর্কে বাংলা একাডেমির সাবেক মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান দৈনিক প্রথম আলোকে এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'বহুদিন থেকেই দিনপঞ্জির সংস্কারের প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছিল। আমরা বিজ্ঞান ভিত্তিতে এই সংস্কার করেছি। কিন্তু ভারতে এটা করা হয়নি। মেঘনাদ সাহার মতো বিজ্ঞানীর প্রস্তাব ভারত গ্রহণ করতে পারেনি। ফলে দুই বাংলায় দুই রকম দিনপঞ্জির ব্যবহার হবে। আমরা আমাদের দিনপঞ্জিকার আধুনিকায়ন করে জাতীয় দিবসগুলোর সঙ্গে সমন্বয় করতে পেরেছি, এটা আমাদের একটা বড়ো অগ্রগতি।'

বাংলাদেশের জাতীয় ঘটনাবলির সঙ্গে সমন্বয় করে বাংলা বর্ষপঞ্জি ১৪২৬ বঙ্গাব্দ থেকে চালু হয়েছে, তা ব্যবহার উপযোগী ও আরো বিজ্ঞানসম্মত হয়েছে বলেই সুধীমহল মনে করেন। এই বর্ষপঞ্জি ব্যবহারে আমাদের আরো স্বতোৎসারিত সচেতনতা বাড়াতে হবে। বাংলা বর্ষপঞ্জির সঠিক ব্যবহার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ুক– এ প্রার্থনা করি।

লেখক: শিক্ষক ও প্রাবন্ধিক

স্তন ক্যানসার: সচেতনতাই সমাধান

আহনাফ হোসেন

বিশ্বব্যাপী নারীদের জন্য মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে যেসব রোগগুলো দেখা যায়, তারমধ্যে অন্যতম প্রধান হচ্ছে স্তন ক্যানসার। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, প্রতিবছর বিশ্বজুড়ে ১৫ লক্ষাধিক নারী স্তন ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে থাকেন এবং প্রতি লাখে ১৫ জন নারী মারা যান। প্রতিবছর ১০ই অক্টোবর স্তন ক্যানসার সচেতনতা দিবস হিসেবে পালন করা হয়।

বিশ্বজুড়ে অক্টোবর মাসকে 'স্তন ক্যানসার সচেতনতা মাস' হিসেবে পালিত হয়। এ মাসে আমেরিকায় সর্বত্র চোখে পড়ে 'গোলাপি ফিতা' যা স্তন ক্যানসার সচেতনতার প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অথচ বাংলাদেশে বিপুল সংখ্যক নারী প্রতিবছর স্তন ক্যানসারের কারণে মৃত্যুবরণ করার পরও আমাদের মধ্যে স্তন ক্যানসার নিয়ে রয়েছে সচেতনতার অভাব। স্তন ক্যানসারে আক্রান্ত সকল নারীরাই স্তন ক্যানসারের উপসর্গ সম্পর্কে সঠিকভাবে অবগত না হওয়া, স্তন সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে ডাক্তারের কাছে যেতে অনীহা এবং নিজেদের ও পরিবারের মানুষের অবহেলার কারণে তাদের রোগকে প্রতিরোধযোগ্য পর্যায় থেকে মরণঘাতী পর্যায়ে নিয়ে যান। অনেক সময়েই সময়মতো চিকিৎসা না নেওয়ার ফলে ক্যানসার ছড়িয়ে পড়ে শরীরের অন্যান্য অংশে এবং রোগীকে অপেক্ষা করতে হয় তিলে তিলে মৃত্যুবরণ করার জন্য। বিশ্বে প্রতিবছর ৫ লাখ নারী স্তন ক্যানসারে মারা যায়। অথচ বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, ৯০% ক্ষেত্রেই সচেতনতা ও সময়মতো চিকিৎসা– বাঁচিয়ে তুলতে পারে রোগীকে এবং দিতে পারে সুস্থ স্বাভাবিক জীবন।

অনেকেই জানেন না স্তন ক্যানসার আসলে কী? শরীরের কোনো স্থানে অস্বাভাবিক কোষের বৃদ্ধি হলে সেটাকে সাধারণত টিউমার বলে। স্তনে হতে পারে দুই ধরনের টিউমার– বিনাইন টিউমার ও ম্যালিগন্যান্ট টিউমার। বিনাইনের অবস্থান তার উৎপত্তি স্থলে সীমাবদ্ধ থাকলেও ম্যালিগন্যান্ট টিউমার আগ্রাসী ধরনের যা রক্তপ্রবাহের মাধ্যমে দূরের বা কাছের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বা গ্রন্থিকে আক্রান্ত করতে পারে। আর স্তনের ম্যালিগন্যান্ট টিউমারই হচ্ছে ক্যানসার যা সাধারণত দুধবাহী নালিতে হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অন্যান্য টিস্যু থেকেও শুরু হতে পারে। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই একটি পিণ্ড বা চাকা হিসেবে এটি প্রথমে দেখা দেয় এবং আস্তে আস্তে বড়ো হয়ে শরীরের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। স্তনের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকার কারণে বাহুমূলেও ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে এই ক্যানসারের।

জাতীয় ক্যানসার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের ক্যানসার ইপিডেমোলজি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডা. হাবিবুল্লাহ তালুকদার রাসকিন সুদীর্ঘ একযুগ ধরে স্তন ক্যানসার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতে কাজ করছেন। তিনি বলেন, পশ্চিমা বিশ্বে সাধারণত পঞ্চাশ বছর বয়সের পরে শুরু হলেও আমাদের দেশে অজানা কারণে চল্লিশের পরেই স্তন ক্যানসার দেখা যায়।

ডা. রাসকিনের মতে, বিআরসিএ-১ ও ২ নামের জিনের অস্বাভাবিক মিউটেশন ৫ থেকে ১০ শতাংশ দায়ী স্তন ক্যানসারের জন্য। আবার কারো মা, খালা, বড়ো বোন বা মেয়ের স্তন ক্যানসার থাকলে সেও ঝুঁকিতে থাকে। তাছাড়া যাদের বারো বছরের আগে ঋতুস্রাব হয় এবং পঞ্চাশ বছরের পরে মেনোপজ বা ঋতু বন্ধ হয়, তারাও ঝুঁকিতে থাকে। তেজস্ক্রিয় বিকিরণ বা অন্য কোনো কারণে স্তনে কোনো চাকা বা পিণ্ড থাকলেও স্তন ক্যানসারের ঝুঁকি থাকে।

সাধারণত ৫০ বছরের বেশি বয়সি নারীদের মধ্যে স্তন ক্যানসার হওয়ার ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি। আশ্চর্যজনক ব্যাপার হচ্ছে এতদিন এই ক্যানসারের ব্যাপারে নারীদের সচেতন করার জোরটা ছিল বেশি। কিন্তু এখন পুরুষদেরকেও সচেতন করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। কারণ, পুরুষদের মধ্যেও দেখা দিতে পারে স্তন ক্যানসার।

যদিও পুরুষদের স্তন ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার হার খুবই কম। এক হিসাবে দেখা যায়, যুক্তরাজ্যে প্রতিবছর ৪১ হাজার মহিলা স্তন ক্যানসারে আক্রান্ত হন, সেই তুলনায় মাত্র ৩০০ জন পুরুষ এই রোগে আক্রান্ত হন।

স্তন ক্যানসার কী কারণে হয়ে থাকে বা এর লক্ষণগুলো কী তা জানা খুবই জরুরি। স্তন ক্যানসার কেন হয় তার নির্দিষ্ট কোনো কারণ এখনও জানা যায়নি। তাই ডাক্তাররা একাধিক কারণকে স্তন ক্যানসারের জন্য দায়ী করে থাকেন। যেমন:

❑ যেসব নারীর বয়স ৪০ বছরের বেশি তাদের স্তন ক্যানসার হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

❑ স্তন ক্যানসারের পারিবারিক ইতিহাস থাকলে অর্থাৎ মা-খালাদের থাকলে সন্তানদের হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

❑ অবিবাহিতা বা সন্তানহীনা নারীদের মধ্যে স্তন ক্যানসার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সবচেয়ে বেশি।

❑ যেসব মায়েরা সন্তানকে কখনও স্তন্যপান (breast feeding) করাননি তাদের স্তন ক্যানসার হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি।

❑ ৩০ বছরের পরে যারা প্রথম মা হয়েছেন তাদের স্তন ক্যানসার হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

❑ যাদের তুলনামূলক কম বয়সে ঋতুস্রাব শুরু হয় ও দেরিতে ঋতুস্রাব বন্ধ (menopause) হয় তাদের স্তন ক্যানসার হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

❑ একাধারে অনেকদিন (১০ বছর বা বেশি) জন্ম নিরোধক বড়ি খেলেও স্তন ক্যানসারের ঝুঁকি বেড়ে যায়।

এখানে উল্লেখ্য যে, উপরের কারণগুলো স্তন ক্যানসারের সহায়ক ভূমিকা পালন করে মাত্র। কোনোটি এর একক কারণ নয়। বয়স বাড়ার সাথে সাথে যেহেতু স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়তে থাকে, তাই নির্দিষ্ট বয়সের পর থেকে (৩০ বছর) সতর্কতা অবলম্বন জরুরি। আর সেজন্য স্তন ক্যানসারের প্রাথমিক লক্ষণগুলো জানা খুবই প্রয়োজন। যেমন–

❑ স্তনের বোটা (breast nipple) থেকে কিছু বের হওয়া।

❑ স্তনের ভিতর চাকা (breast lump) অনুভব করা।

❑ স্তনে ব্যথা অনুভব করা।

❑ স্তনের আকার পরিবর্তিত হওয়া।

❑ স্তনের ত্বকে ঘাঁ দেখা দেওয়া।

❑ স্তনের ত্বকে লালচে ভাব/দাগ দেখা দেওয়া।

উপরের লক্ষণগুলোর যে-কোনো একটি দেখা দেওয়ার সাথে সাথে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া অত্যন্ত জরুরি, যা স্তন ক্যানসারের ভয়াবহতা ও মৃত্যু থেকে রক্ষা করবে।

স্তন ক্যানসার সাধারণত দুভাবে শনাক্ত করা যায়: ১) স্ক্রিনিং (screening)য়ের মাধ্যমে ২) রোগ নির্ণয়ের (diagnosis) মাধ্যমে। স্ক্রিনিং আবার দুভাবে করা যায়: ১. নিজেই নিজের স্তন পরীক্ষা করা ও ২. ডাক্তার বা নার্সের সাহায্যে পরীক্ষা করা। রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও প্রধানত দুটি পদ্ধতি রয়েছে: ১. মেমোগ্রাম বা স্তনের বিশেষ ধরনের এক্স-রে ও ২. স্তনের আলট্রাসনোগ্রাম। তাছাড়া এমআরআই এবং বায়োপসি (breast tissue/fluid)-এর মাধমেও স্তন ক্যানসার নির্ণয় করা হয়ে থাকে। স্তন ক্যানসার শনাক্তকরণের পরবর্তী পর্যায় হলো-এর সঠিক চিকিৎসা করা। স্তন ক্যানসারের যে চিকিৎসাগুলো প্রধানত রয়েছে তাহলো– সার্জারি, কেমোথেরাপি, রেডিওথেরাপি ও হরমোন থেরাপি। সার্জারির মধ্যে আবার বিভিন্ন ধরন রয়েছে। তবে কোন ধরনের চিকিৎসা রোগীর জন্য উপযুক্ত তা বিশেষজ্ঞ ডাক্তার সিদ্ধান্ত নেবেন।

স্তন ক্যানসারের নির্দিষ্ট কোনো কারণ যেহেতু নেই, তাই ঝুঁকি এড়ানোর জন্য স্তন ক্যানসার সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং নিয়মিত স্তন পরীক্ষা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে নিজেই নিজের স্তন পরীক্ষা করা ভালো। এক্ষেত্রে ৩০ বছরের পর, প্রতিমাসে ঋতুস্রাবের পর পর নিজেই নিজের স্তন পরীক্ষা করা জরুরি। যেসব নারী স্তন ক্যানসারের অতিরিক্ত ঝুঁকির মধ্যে রয়েছেন, যেমন– যাদের পরিবারে স্তন ক্যানসার রয়েছে/হয়েছে, তাদের প্রতিবছর (৪০ বছরের পর) মেমোগ্রাম করানো অত্যাবশ্যক। এছাড়া যে বিষয়গুলো খেয়াল রাখা জরুরি তাহলো– ৩০ বছর বয়সের মধ্যে প্রথম সন্তান জন্ম দেওয়ার চেষ্টা করা, সন্তানকে বুকের দুধ পান করানো, কোনো ধরনের লক্ষণ দেখা দিলে সাথে সাথে ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়া, ধূমপান ও অ্যালকোহল পরিহার করা, টাটকা শাকসবজি ও ফলমূল খাওয়া এবং নিয়মিত শারীরিক ব্যায়াম/পরিশ্রম করা।

আমাদের দেশে স্তন ক্যানসার সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হওয়ার অন্যতম মূল কারণ হলো গড়আয়ু বেড়ে যাওয়া। কারণ বয়স বাড়ার সাথে সাথে স্তন ক্যানসারের ঝুঁকি অনেক বেড়ে যায়। স্বাধীনতাত্তোর সময়ে নারীদের গড়আয়ু ছিল ৪৭ বছর, যা আজ বেড়ে ৭৫ বছর হয়েছে। এটি সম্ভব হয়েছে শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নয়ন, উল্লেখযোগ্যভাবে শিশু ও মাতৃ মৃত্যুর হার কমানোর মাধ্যমে। তাই মাতৃস্বাস্থ্যের এই উন্নয়ন আমাদেরকে কিছুটা স্বস্তি দিলেও, স্তন ক্যানসার ও মৃত্যু আমাদের জন্য মর্মপীড়া ও অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের দেশের নারীরা আজ প্রজনন স্বাস্থ্যের অমানিশা কাটিয়ে উঠলেও, অ-প্রজনন স্বাস্থ্যের, বিশেষ করে স্তন ক্যানসারের চরম ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। আর এই ঝুঁকি থেকে মুক্তির প্রধান উপায় হলো– নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার মধ্যে স্তন ক্যানসার সম্পর্কে ব্যাপক সচেতনতা গড়ে তোলা।

উন্নত বিশ্বে অধিকাংশ নারী যেখানে ৫০ বছরের কাছাকাছি বয়সে স্তন ক্যানসারে আক্রান্ত হন, আমাদের দেশে সেখানে ৪০ শতাংশেরও বেশি নারী ৫০ বছর বয়সের আগেই আক্রান্ত হয়ে থাকেন। অন্যদিকে, উন্নত দেশে নারীরা স্তন ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার প্রাথমিক পর্যায়ে (স্ক্রিনিংয়ের মাধ্যমে) ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করে এবং চিকিৎসা নিয়ে থাকেন, যা তাদের জীবন বাঁচাতে সাহায্য করে। তবে আমাদের দেশে অধিকাংশ নারী স্তন ক্যানসার সম্পর্কে সচেতনতার অভাব, সামাজিক ও ধর্মীয় কারণে শেষ পর্যায়ে (চতুর্থ পর্যায়) ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়ে থাকেন, যখন রোগীকে আর কোনোভাবেই বাঁচানো সম্ভব হয় না।

সীমিত সামর্থ নিয়েও আমাদের দেশেই এখন ক্যানসারের পূর্ণ চিকিৎসা সম্ভব। বাংলাদেশ ক্যানসার ইনস্টিটিউটসহ সরকারি-বেসরকারি সব জায়গাতেই স্তন ক্যানসারের চিকিৎসা রয়েছে। সরকারিভাবে স্তন ক্যানসার নিরাময়ের খরচ পঞ্চাশ থেকে ষাট হাজার টাকা। অনেকে আবার বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে চিকিৎসার সুবিধাও পেয়ে থাকেন। বেসরকারি সুবিধায় এ খরচ দাঁড়ায় সাধারণ মানের হাসপাতালে দুই থেকে তিন লক্ষ আর ব্যয়বহুলগুলোতে পাঁচ থেকে দশ লক্ষ বা কখনো কখনো তার চেয়েও বেশি। তাই স্তন ক্যানসারকে ভয় না পেয়ে সচেতন হয়ে রক্ষা করা সম্ভব একটি জীবন।

লেখক: প্রাবন্ধিক

ব্যতিক্রমী পাঠাগার ‘বঙ্গবন্ধু কর্নার’

অর্ধশত বই নিয়ে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারের ভেতর চালু হয়েছে ব্যতিক্রমী পাঠাগার ‘বঙ্গবন্ধু কর্নার’। আট হাজার বন্দির কাছে বঙ্গবন্ধুকে তুলে ধরতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কর্নারে বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী, কারাগারের রোজনামচাসহ স্থান পেয়েছে বহু পুরনো বইও। ২৭শে সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধু কর্নারের উদ্বোধন করেন কারা মহাপরিদর্শক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ কে এম মোস্তফা কামাল পাশা।

চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারের ভেতর সমৃদ্ধ বঙ্গবন্ধু কর্নারে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখাসহ চার হাজার ৩১৫টি বই রয়েছে। এর মধ্যে বঙ্গবন্ধুকে নিয়েই আছে প্রায় এক হাজার বই। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে প্রায় অর্ধশত লেখকের বই এখানে স্থান পেয়েছে। ব্যতিক্রমী এই পাঠাগার উদ্‌বোধনের পর এটি কারাবন্দি আট হাজার বন্দির জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। কর্নারে বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী, কারাগারের রোজনামচাসহ স্থান পেয়েছে বহু পুরনো বইও। কারাগারের চার দেয়ালের মধ্যে বন্দি থেকেও যে-কোনো বন্দি সহজেই জানতে পারছেন জাতির পিতার বর্ণাঢ্য জীবন সংগ্রাম এবং বাংলাদেশের ইতিহাস। বঙ্গবন্ধুকে জানতে প্রতিদিন বঙ্গবন্ধু কর্নারে হাজির হচ্ছেন বহু বন্দি। কর্নার থেকে বই নিয়েও যেতে পারছেন ওয়ার্ডেও। এভাবেই জাতির পিতার সম্পর্কে জানতে পারছেন চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারের বন্দিরা।

প্রতিবেদন: নওশান শিহাব

আন্তর্জাতিক কন্যা শিশু দিবস ২০১৯

মোনালি আমিন

মেয়েদের শিক্ষার অধিকার, আইনি সহায়তা ও অধিকার, চিকিৎসা সুবিধা ও বৈষম্য থেকে সুরক্ষা, নারীর বিরুদ্ধে হিংসা ও বলপূর্বক বাল্যবিবাহ বন্ধে কার্যকর ভূমিকা পালনের উদ্দেশ্যে ১১ই অক্টোবর পালিত হয় আন্তর্জাতিক কন্যা শিশু দিবস। এ দিবস উপলক্ষে বিশ্বজুড়ে জাতিসংঘ রাষ্ট্রসমূহ প্রতিবছর ১১ই অক্টোবর আন্তর্জাতিক কন্যা শিশু দিবস হিসেবে পালন করে থাকে। এই দিবসকে মেয়েদের দিনও বলা হয়। ২০১২ সালের ১১ই অক্টোবর প্রথম এই দিবস পালন করা হয়েছিল। লিঙ্গ বৈষম্য দূর করা এই দিবসের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল নামের বেসরকারি অনুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতাতে একটি প্রকল্প রূপে আন্তর্জাতিক কন্যা শিশু দিবসের জন্ম হয়েছিল। প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল কারণ আমি একজন মেয়ে নামক আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে এই দিবসের ধারণা জাগ্রত হয়েছিল। এই আন্দোলনের মূল কর্মসূচি হলো গোটা বিশ্বজুড়ে কন্যার পরিপুষ্টি সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা। এই সংস্থার কানাডার কর্মচারীরা সকলে এই আন্দোলনকে বিশ্ব দরবারে প্রতিষ্ঠা করতে কানাডা সরকারের সহায়তা নেয়। পরে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভার মধ্যে কানাডায় আন্তর্জাতিক কন্যা শিশু দিবস উদ্‌যাপনের প্রস্তাব শুরু হয়। ২০১১ সালের ১৯শে ডিসেম্বর এই প্রস্তাব রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় গৃহীত হয়। ২০১২ সালের ১১ই অক্টোবর প্রথম আন্তর্জাতিক কন্যা শিশু দিবস পালন করা হয়। প্রতিবছর এর একটা প্রতিপাদ্য থাকে। প্রথম কন্যা শিশু দিবসের প্রতিপাদ্য ছিল– 'বাল্য বিবাহ বন্ধ করা'। দ্বিতীয়বার ২০১৩ সালের প্রতিপাদ্য ছিল– 'মেয়েদের শিক্ষাক্ষেত্র অভিনব করে তোলা'। তৃতীয় ও চতুর্থবারের প্রতিপাদ্য ছিল– 'কিশোরকে ক্ষমতা সম্পন্ন করা ও হিংসা চক্র বন্ধ করা ও কৈশোর কন্যার ক্ষমতা: ২০৩০-এর পথপ্রদর্শক। ২০১৮ সালের কন্যা শিশু দিবসের প্রতিপাদ্য হলো– 'থাকলে কন্যা সুরক্ষিত দেশ হবে আলোকিত'। ২০১৯ সালের প্রতিপাদ্য হলো– 'কন্যা শিশুর অগ্রযাত্রা, দেশের জন্য নতুন মাত্রা'। এ দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী পৃথক পৃথক বাণী প্রদান করেছেন।

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, আজকের কন্যা শিশু আগামী কন্যা শিশু আগামী দিনের নারী। তাই প্রতিটি কন্যা শিশুর অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা আমাদের কর্তব্য। বর্তমান সরকার কন্যা শিশুদের উন্নয়নে অত্যন্ত আন্তরিক। কন্যা শিশুদের কল্যাণে বিশেষ করে তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত মেয়েদের বিনা বেতনে অধ্যয়ন সহশিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। ফলে মেয়েদের শিক্ষার হার বেড়েছে যার ফলে বাল্যবিবাহ ও যৌতুকের হার কমে এসেছে। লেখাপড়ার পাশাপাশি মেয়েরা খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হয়ে ঈর্ষণীয় সফলতা প্রদর্শন করছে। বাংলাদেশের এসব পদক্ষেপ বহির্বিশ্বেও প্রশংসিত হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৪৫ শতাংশ শিশু, যাদের ৪৮ শতাংশই কন্যা শিশু। এ বিপুল সংখ্যক কন্যা শিশুর যথাযথ বিকাশ নিশ্চিত করা গেলে দেশের অগ্রযাত্রায় এক নতুন মাত্রা যোগ হবে।

বর্তমান সরকার নারী ও কন্যা শিশুদের ক্ষমতায়ন এবং তাদের প্রতি সকল প্রকার সহিংসতা ও বৈষম্য দূর করতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। কন্যা শিশুদের কল্যাণে আমরা অবৈতনিক শিক্ষা ও উপবৃত্তির প্রবর্তন, বিনামূল্যে বই বিতরণ এবং নারী শিক্ষকদের সংখ্যা বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছি। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশে শিশু আইন প্রণয়ন করেন। বাংলাদেশ জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদের অন্যতম অনুস্বাক্ষরকারী দেশ। আমরা জাতীয় শিশুনীতি ২০১১ প্রণয়ন করেছি। নারী ও শিশু নির্যাতন (দমন) আইন-২০০০-এ নতুন ধারা সংযোজন এবং যুগোপযোগী বাল্যবিবাহ বিরোধ আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

তিনি আরো বলেন, আমাদের গৃহীত এসব পদক্ষেপের ফলে বাল্যবিবাহ উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। বিদ্যালয়ে ছাত্রী ভর্তির হার বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্রীড়াঙ্গনেও আমাদের মেয়েরা সাফল্যের সাক্ষর রাখছে। বাংলাদেশের মেয়েরা সর্বশেষ এশিয়া কাপ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন ২০১৫ সালে এএফসি অনূর্ধ্ব-১৪ নারী ফুটবল টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন এবং ২০১৭ সালে ভুটানে অনুষ্ঠিত সাফ অনূর্ধ্ব-১৫ নারী ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপে রানার্সআপ হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে।

বর্তমান সরকারের নানামুখী পদক্ষেপের ফলে নারী ও কন্যা শিশুদের শিক্ষার হার যেমন বেড়েছে তেমনি বাল্যবিবাহ এবং সমাজে নানা ধরনের ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যার ফলে নারীরা শিক্ষা থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনেও সাফল্য দেখিয়েছে।

লেখক: প্রাবন্ধিক

বাংলাদেশের প্রথম মেরিন ফিশ অ্যাকোয়ারিয়াম

কুমার দেব

কক্সবাজারে জীবন্ত সামুদ্রিক মাছের মিউজিয়াম– যা বাংলাদেশের প্রথম মেরিন ফিশ অ্যাকোয়ারিয়াম। কক্সবাজারে অন্যান্য বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানের মধ্যে 'রেডিয়েন্ট ফিশ ওয়ার্ল্ড' অন্যতম পর্যটন আকর্ষণে পরিণত হয়েছে। এটি কক্সবাজার শহরের ঝাউতলায় অবস্থিত। সমুদ্রের ভেতরে কত বিচিত্র মাছ আর প্রাণী আছে, তা কজনই-বা জানে। আর সেগুলো যদি সামনে থেকে দেখা যায় তাহলে বিস্ময়ে চোখ যেন কপালে উঠে যায়। বেসরকারি উদ্যোগে প্রায় ৬৭ কোটি টাকা ব্যয়ে এ ফিশ ওয়ার্ল্ডটি নির্মাণ করেন রেডিয়েন্ট গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. শফিকুর রহমান চৌধুরী। রেডিয়েন্ট ফিশ ওয়ার্ল্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে আছেন এস এ কে নাজমুল হক। ২০১৭ সাল থেকে রেডিয়েন্ট ফিশ ওয়ার্ল্ডের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়।

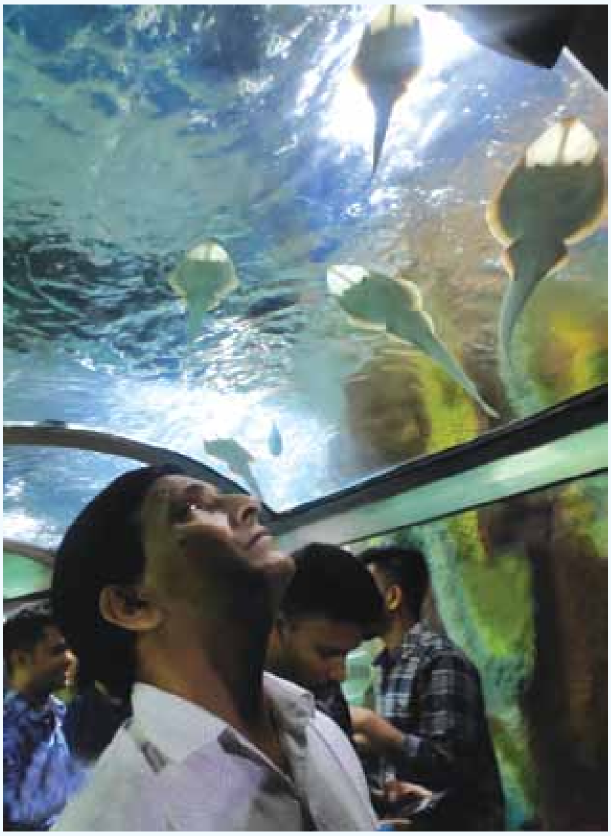

ফটোফিচার: মো. ফরিদ হোসেন

বিশাল জায়গার ওপর তৈরি চারতলা এ ফিশ ওয়ার্ল্ডের তিন তলা জুড়েই রয়েছে নান্দনিক শিল্পকর্ম সমৃদ্ধ ছোটো-বড়ো শতাধিক ফিশ অ্যাকোয়ারিয়াম। এখানে স্থান পেয়েছে শতাধিক প্রজাতির নানান সামুদ্রিক মাছ ও প্রাণী। সুড়ঙ্গের মতো সাজানো আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে অ্যাকোয়ারিয়ামে ঢুকে দেখা যাবে উপরে মাছ, ডানে মাছ, বামে মাছ। এ যেন সাগরতলের এক বর্ণিল আশ্চর্য জগৎ। চারদিকে নানা প্রজাতির সামুদ্রিক মাছের রাজ্য, যেন সাগর তলদেশের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। ভেতরে হাঁটতে হাঁটতে দেখা মেলে বৈদ্যুতিক আলোয় ঝলমলে অ্যাকোয়ারিয়ামের স্বচ্ছ পানিতে সাঁতার কাটছে হাঙর, কোরাল, পাঙাশ, মাইট্যা, কামিলা, রূপচাঁদা, টেকচাঁদা, পইচাঁদা, জেলি ফিশ, অক্টোপাস, সামুদ্রিক বাইন, পীতাম্বরি, হাউসপাতা, পানপাতা স্টার ফিশ, স্টোন ফিশ, স্কুইরেল ফিশ, সার্জন ফিশ, বিদ্যুৎ মাছ, বিশতারা, দাতিনা, লবস্টারসহ বিচিত্র ও বাহারী অনেক সামুদ্রিক মাছ। আবার হঠাৎ ছুটে আসতে পারে মানুষ খেকো মাছ পিরানহাও। পাশাপাশি স্বাদু পানির মাছের মধ্যে আছে মহাশোল, থাই পাঙাশ, থাই সরপুঁটি, চোষক মাছসহ নানা প্রজাতির মৎস্য। এছাড়াও রয়েছে সোনালি মাছ, প্যারট ফিশ, চিকলিড, গোরামি, আর্চার ফিশসহ অনেক মাছ। রয়েছে লাল কাঁকড়া, শীলা কাঁকড়া, মাইট্টা কাঁকড়া, লজ্জাবতী কাঁকড়া, রাজ কাঁকড়া, সন্ন্যাসী কাঁকড়া, কচ্ছপ, শামুক, সামুদ্রিক বিষধর সাপ প্রভৃতি। এছাড়া অ্যাকোয়ারিয়ামগুলোয় রাখা হয়েছে কৃত্রিম প্রবাল। সেই প্রবালের ফাঁকে ফাঁকেই নানা রংবেরঙের মাছ সাঁতরে বেড়ায়।

রেডিয়েন্ট ফিশ ওয়ার্ল্ড কমপ্লেক্স ৮টি জোনে ভাগ করা হয়েছে। ৮টি জোনের মধ্যে রয়েছে থ্রি-ডি মুভি দেখার নান্দনিক স্পেস, ছবি তোলার আকর্ষণীয় ডিজিটাল কালার ল্যাব, শপিং করার জন্য শপ, লাইভ ফিশ রেস্টুরেন্ট, প্রার্থনা কক্ষ, শিশুদের জন্য খেলাধুলার জোন, বিয়ে বা পার্টি করার কনফারেন্স হল ও ছাদে প্রাকৃতিক পরিবেশ উপভোগ করার ব্যবস্থাও আছে। তবে কিছু কিছু অ্যাকোয়ারিয়ামের আকার আরো বড়ো বা দেয়ালজুড়ে হলে অধিকতর প্রাণবন্ত ও দৃষ্টিনন্দন হতো।

রেডিয়েন্ট ফিশ ওয়ার্ল্ডে বঙ্গোপসাগরের বিভিন্ন প্রজাতির সামুদ্রিক অচেনা এবং সাগরের বিলুপ্ত প্রায় মাছও সংরক্ষণ করা হয়েছে। ভ্রমণে আসা পর্যটকসহ স্থানীয় বাসিন্দারা বিনোদনের পাশাপাশি অ্যাকোয়ারিয়ামে রাখা নানা প্রজাতির মাছ সম্পর্কেও জানতে পারা যাবে। কারণ প্রতিটি অ্যাকোয়ারিয়ামের পাশে নামফলকে মাছ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য রয়েছে। এছাড়া সামুদ্রিক মাছ ও প্রাণী নিয়ে যারা গবেষণা করেন, তাদের জন্য এ ফিশ ওয়ার্ল্ড সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাগার হতে পারে। রেডিয়েন্ট ফিশ ওয়ার্ল্ড শুধু আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার জন্যই পরিচালিত হচ্ছে না, সামাজিক ও নাগরিক দায়বদ্ধতাও এর অন্যতম উদ্দেশ্য। দেশের স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে সকল পেশা ও বয়সের সর্বসাধারণের মাঝে সমুদ্র সচেতনতা সৃষ্টি করাই এর অন্যতম লক্ষ্য। সমুদ্র, সামুদ্রিক সম্পদ ও শক্তির শিক্ষা প্রসারের প্রয়াসে রেডিয়েন্ট ফিশ ওয়ার্ল্ড নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বছরজুড়েই শিক্ষার্থীরা এখানে গবেষণা ও প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করতে পারেন। সব মিলিয়ে রেডিয়েন্ট ফিশ ওয়ার্ল্ড সাগরের জীববৈচিত্র্য ও প্রাণী সম্পর্কে জানার এক শিক্ষাকেন্দ্র।

রেডিয়েন্ট ফিশ ওয়ার্ল্ডে জনপ্রতি প্রবেশমূল্য রাখা হয়েছে ৩০০ টাকা। তবে শিশু ও শিক্ষার্থীদের জন্য ৪০% ডিসকাউন্ট হয়। এছাড়া বিভিন্ন অনুষ্ঠান অনুযায়ী টিকিট মূল্যের ওপর ডিসকাউন্ট থাকে। সপ্তাহে প্রতিদিনই সকাল ৯টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত ফিশ ওয়ার্ল্ড খোলা থাকে। আপনিও সুযোগ পেলে ঘুরে আসতে পারেন সাগরতলে দৃষ্টিনন্দন এই মেরিন ফিশ অ্যাকোয়ারিয়ামে।

লেখক: প্রাবন্ধিক

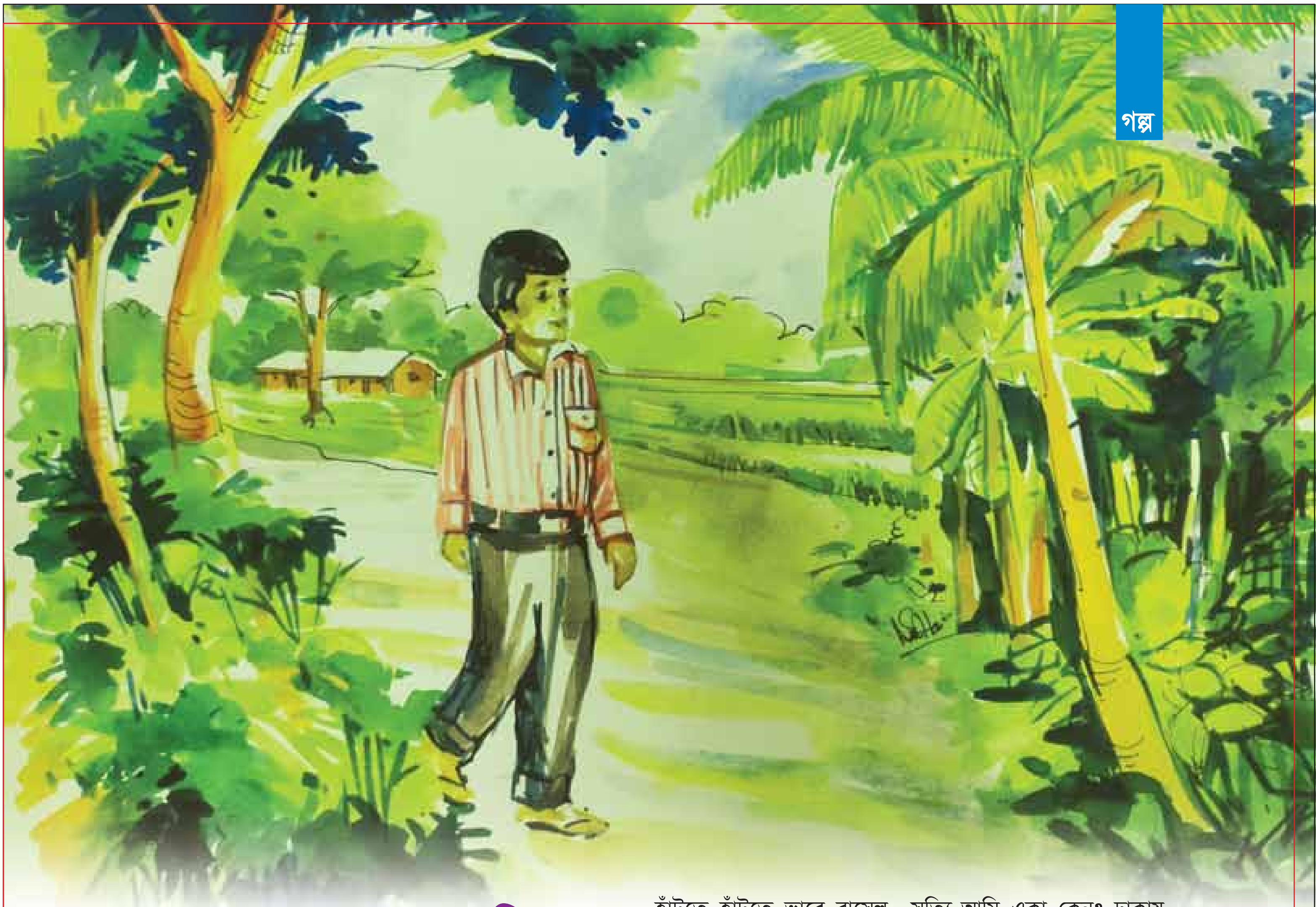

শেখ রাসেলের জন্মদিন

রফিকুর রশীদ

রাসেল হাঁটছে।

একা একা। গ্রামের পথ ধরে হাঁটছে। দুধারে কলাগাছের সারি। কেমন গলা জড়াজড়ি ভাব! গায়ের ওপর গড়াগড়ি। হাসাহাসি। ঝুলেপড়া একটা কলাপাতা রাসেলের মাথা ছুঁয়ে যায়। আলত করে হাত বুলিয়ে দেয়। কপালে শিশিরবিন্দু পড়ে টুপ করে। ডান হাতের তেলোয় শিশির ফোঁটা মুছে ফেলে রাসেল। তাকায় উপরের দিকে। চোখ পড়ে গাছের ডালে। ঘুঘু পাখি ডাকছে– ঘুঘুর ঘু! হ্যাঁ, ঘুঘুই তো! গলার নিচে কী চমৎকার গয়না আঁকা! চোখ জোড়া কালো কুচকুচে। আবার ডাকে– ঘুঘুর ঘু! রাসেল অবাক হয়, কী বলছে পাখিটা! কলাপাতাও কিছু বলছে নাকি? বন্ধু বলছে? কে বন্ধু– আমি! আমি তো ঢাকায় থাকি। ধানমন্ডি। বত্রিশ নম্বর। লেকের উপর ব্রিজ পেরিয়ে ইশকুলে যাই। সেখানে আমার বন্ধু আছে। একজন দুজন নাকি! কত্ত বন্ধু! কত্ত!

রাসেল হাঁটছে।

পথের ধারে টিনের বাড়ি। রোদ পড়েছে টিনের চালের। ঝকঝকে রোদ। ঝলসে ওঠা তরবারি। রোদ ঝলমল। রোদ ঝলমল। হাসছে কেন খিলখিলিয়ে? বাব্বা! চোখ ধাঁধানো হাসির ঝিলিক। বাড়ির বাইরে নারকেল গাছ। মাথায় উঁচু। অনেকগুলো। হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে আছে। দিনরাত জেগে থাকা প্রহরী। মাথা দোলাচ্ছে, কিন্তু শরীর অনড়। ভাঙবে, তবু মচকাবে না। চিরল চিরল পাতায় তাদের রোদের নাচন। নাচতে নাচতে বলছে তারা– একা কেন! বন্ধু তুমি একা কেন? রাসেল ভাবে– তাই তো! আমি একা কেন! হাঁটতে হাঁটতে ভাবে রাসেল– সত্যি আমি একা কেন? ঢাকায় আমার সঙ্গী কত! তারা সবাই গেল কোথায়!

রাসেল হাঁটছে।

ছায়াঢাকা পথ। পাখপাখালির ডাকাডাকি। ক্লান্তি নেই রাসেলের। ভালোই লাগে হাঁটতে। পথের পাশে ভাটফুলের ঝাড়। তারই নিচে পুটুশবন।

অমা, কী সুন্দর ফুল ফুটেছে থোকায় থোকায়! এমনিতে আকৃতিতে ছোটো, ক্ষুদে ফুল। কিন্তু ফুটে আছে থোকা ধরে। ফলে সৌন্দর্য ফুটেছে অন্যরকম। ভারি মিষ্টি গন্ধও আছে ওদের। রাসেল হাত বাড়ায় ওইদিকে। কিন্তু এ কী! ফুলের থোকা ঘাড় দুলিয়ে হেসে ওঠে ফিক করে। তক্ষুনি একঝাক প্রজাপতি উড়ে যায়। রাসেলের চোখ-মুখে বিস্ময়। প্রজাপতির পাখায় পাখায় এত রং! এত আলপনা! ওরা রাসেলের মাথার ওপরে মেলে ধরে রঙিন চাঁদোয়া। ভারি মজার নকশাকাটা। হাত বাড়ালেই ধরা যায়। কিন্তু ওরা যদি ধরা না দেয়! পাঁচ আঙুলের ফাঁক গলিয়ে যদি ওরা পালিয়ে যায়! হঠাৎ প্রজাপতিরা বলে ওঠে,

– আজ তোমার জন্মদিন, তাই না বন্ধু?

চমকে ওঠে রাসেল–

– আমার জন্মদিন?

– কেন, আমাদের দাওয়াত দেবে না বুঝি!

রাসেল ভেবেই পায় না– এরা এসব বলছেটা কী! জন্মদিনে বন্ধুদের দাওয়াত না দিলে চলে! কী মুশকিল! আজ কত তারিখ! আমার জন্মদিন আর আমিই জানব না? সেই খবর জানবে ফুল, পাখি, প্রজাপতি? বেশ মজার ব্যাপার তো! রাসেল ঘাড় তুলে তাকায় প্রজাপতিদের দিকে। কিন্তু ঠিক তক্ষুনি দুটো ঘাসফড়িং উড়ে আসে সামনে। হাত তুলে যেন তারা সালাম জানায়। দুজনে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। তারপর অনুযোগের সুরে বলে,

– আমাদের ফাঁকি দিতে চাও বন্ধু?

– না না ফাঁকি দেব কেন!

রাসেল যেন থতমত খেয়ে যায়। সহসা কথা খুঁজে পায় না। প্রজাপতিরা বলে,

– তাহলে আমাদের ডাকছো না যে!

– সেকি! বন্ধুরা না এলে আবার জন্মদিনের অনুষ্ঠান হয়!

– তবে যে তুমি কথাই বলছ না!

– না না তোমরা সবাই এস অনুষ্ঠানে। সব্বাই।

হি হি করে হাসতে হাসতে উড়ে যায় ওরা। দূরে যায়। চলে যায়। ভাবনায় পড়ে রাসেল– আজ সত্যিই তাঁর জন্মদিন? তাহলে কিছুই মনে পড়ছে না কেন তাঁর? নিজের জন্মদিনের কথা কেউ এরকম ভুলে যায়? তাঁর জন্মদিন যে খুব ধুমধাম করে পালন করা হয় প্রতিবছর– এমন নয়। বাবার আপত্তি আছে। তাঁর মতে, জন্মের চেয়ে কর্ম বড়ো। জন্মের ওপরে কারো হাত নেই, এত ঘটা কিসের? এসব কথা মনে পড়ছে, জন্মদিনের কথা মনে পড়ছে না কেন? হাসু আপু বললে আর কিছুতেই আপত্তি করে না বাবা, রাসেল ভালোই জানে। এবার কি তবে হাসু আপু সব আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছে। কেবল তাঁকেই কিছু জানায়নি!

রাসেল হাঁটছে।

হাঁটতে হাঁটতে পথ ছেড়ে নেমে আসে মাঠে। চিকন আইল ধরে সে হাঁটে। দুপাশে সবুজ ধানক্ষেত। দুচোখ মুদে আসে সবুজের ঢেউ লেগে। অ্যাত্ত সবুজ! আবার সেই ঘাস ফড়িং দুটোর চেহারা মনে পড়ে। সবুজ ধানের মতো গায়ের রং। ভাবে, ওরাও আমার বন্ধু! মেঠোপথ ধরে হাঁটার সময় কে যেন সুড়সুড়ি দেয় পায়ের তালুতে। পা টেনে টেনে হাঁটে রাসেল। হাঁটতে হাঁটতে নদীতীরে এসে তো অবাক! পাল তোলা নৌকা দেখে তাঁর বুকে ঢেউ জাগে আনন্দের। এতক্ষণে এই গ্রাম্যপথ, পুটুশবন, কলাগাছ, মাঠঘাট, নদী, জনপদ– সব তাঁর চেনা মনে হয়। সব কিছু আপন মনে হয়। তবু নিশ্চিত হওয়ার জন্যে এক নৌকার মাঝিকে সে জিজ্ঞেস করে,

– এটা কি মধুমতি নদী?

মাছধরা জাল নিয়ে মাঝি খুব ব্যস্ত। একবার ঘাড় তুলে জবাব দেয়,

– হুঁ।

খুব সংক্ষিপ্ত উত্তর। তবু ভালো লাগে রাসেলের। গ্রামের মানুষের অনেক কৌতূহল। এরপর যদি ওই মাঝি প্রশ্ন করে– বাড়ি কোথায়? তাহলে তো বলতেই হবে– এখানে, এই গ্রামে। টুঙ্গিপাড়ায়। না, রাসেল আজ অচেনা হয়েই থাকতে চায়। এই টুঙ্গিপাড়া তাঁর পিতৃভূমি। ঢাকায় থাকলেও এই মাটির সঙ্গে নাড়ির সম্পর্ক। কিন্তু একা একা এতদূর এল কীভাবে! রাসেলের কেবল মনে পড়ে– গত রাতে সে না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। তাঁর প্রিয় সাইকেলের চাকায় হাওয়া নেই, লিক হয়ে গেছে– এই দেখেই মাথা খারাপ। কান্নাকাটি। এখনই সাইকেল সারিয়ে দাও। কাজের ছেলে আব্দুল, রমা ভাই দুজনই ব্যস্ত। অনেক কাজ তাদের হাতে। সকালে সারিয়ে আনবে সাইকেল। শেষে মায়ের বকুনি। মন খারাপ। ঠিক করে– পচা সাইকেলে আর চড়বেই না। হাসু আপু জার্মানি থেকে নতুন সাইকেল এনে দেবে বলেছে। নতুন সাইকেল পেলে আদরের ভাগ্নে জয়কে সাইকেল চালানো শেখাবে। ছোটোমামা হিসেবে তাঁর দায়িত্ব আছে না। এসব প্ল্যান করাই আছে। জার্মানি থেকে আপু-দুলাভাই এলেই হয়। নতুন সাইকেলের কথা ভাবতে ভাবতে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়ে রাসেল। মনে পড়ে, অনেক রাতে মা একবার জোর করেছিল ভাত খাওয়ার জন্যে। সে খায়নি। ঘুমিয়ে থেকেছে। তাই বলে সে টুঙ্গিপাড়ায় এল কেমন করে!

নদীতীর ধরে হাঁটতে হাঁটতে দিনের শেষে রাসেল দাদুবাড়ির সামনে এসে অবাক হয়। অত বড়ো বাড়িটা নিস্তব্ধ। আঙিনায় হাত বাড়িয়ে আছে দুই বোন– হাসিনা আর রেহানা। কোথাও আর কেউ নেই। এতক্ষণে রাসেলের গায়ে কাঁটা দেয়, ভয় ভয় করে। ছুটে গিয়ে হাসু আপুর বুকের মধ্যে মুখ লুকায়। ফুঁপিয়ে ওঠে। হাসু আপু মাথার হাত বুলায়, সান্ত্বনা দেয়– কাঁদছিস কেন? জন্মদিনে কাঁদতে হয়!

রাসেল কান্নাভেজা চোখে তাকায় দুই বোনের মুখের দিকে, শুধায়, সত্যি আমার জন্মদিন আপু?

– আজ কত তারিখ তোর মনে নেই? এই দ্যাখ, রেহানা কত বড়ো কেক নিয়ে এসেছে।

হ্যাঁ, তারিখ ঠিক মনে পড়ে না রাসেলের। কেক দেখে খুশি হয়। কিন্তু এখানে কেন জন্মদিনের অনুষ্ঠান, সেটাই বুঝতে পারে না সে। প্রশ্ন করে,

– ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বরে নয় কেন?

হাসু আপু জানায়– ওটা তো এখন বাঙালির জাতীয় সম্পদ। তাদের প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিবিজড়িত জাদুঘর; গোটা জাতির ঠিকানা। আমাদের পৈতৃক ঠিকানা তো এই গ্রামেই, এই মাটিতে।

রাসেল শোনে। কিন্তু হাসু আপুর এসব কথা বেশ ভারী ভারী মনে হয়। সবটুকু বুঝে ওঠে না। মা-বাবা ছাড়া জন্মদিন হয় কিছুতে! বড়োভাই, মেজভাই, দুই ভাবী– কেউ নেই। শুধু শুধু কেক কাটলেই হলো! ভেতরের এতসব ক্ষোভ জমা রেখে সে শুধু জানতে চায়,

– আচ্ছা আপু, এটা আমার কততম জন্মদিন বলো তো!

এমন প্রশ্ন যেন কেউ আশাই করেনি। দুই বোনের বুক চিরে বেরিয়ে আসে দীর্ঘশ্বাস। হাসু আপু আবারও জড়িয়ে ধরে আদরের ছোটোভাইকে। তাঁর চোখে তখন শ্রাবণ মেঘের আকাশ। আঁচলে চোখ মুছে সে বলে, কেমন করে জন্মদিনের হিসাব করতে হয়, সে তো আমি পঁচাত্তরেই ভুলে গেছি ভাই! রেহানা এবার ডুকরে ওঠে সশব্দে।

রাসেল তখন কী করে! আজ সারাদিন আঠারোই অক্টোবর। তাঁর জন্মদিন। কেক নিয়ে প্রস্তুত দুই বোন। তবু আর ভালো লাগে না। এত অশ্রুজলের মধ্যে কিসের জন্মদিন! হাসু আপুর হাতের মুঠো থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। উধাও।

হাসু আপু কান্নাভেজা কণ্ঠে ডেকে ওঠে,

– রাসেল! তুই ফিরে আয়!

ছোটো আপু আর্তস্বরে ডাকে,

– রাসেল তুই কোলে আয়!

দুই বোন পেছন থেকে হাত বাড়ায়,

– রাসেল, তুই যাসনে ভাই!

রাসেল আর কোনোদিকে তাকায় না। কারো কথা শোনে না।

বাংলার নদী-মাঠ-প্রান্তর জুড়ে তাঁর জন্মদিন। পুটুশবনে, প্রজাপতির পাখায়, পাখপাখালির কণ্ঠে তাঁর জন্মদিন। পতাকা, সবুজ ঘাসফড়িং জানে তাঁর জন্মদিন। এত উৎসব ফেলে ঘরে ফিরবে কী করে রাসেল!

রাসেল হাঁটছে।

রাসেল হাঁটছে।

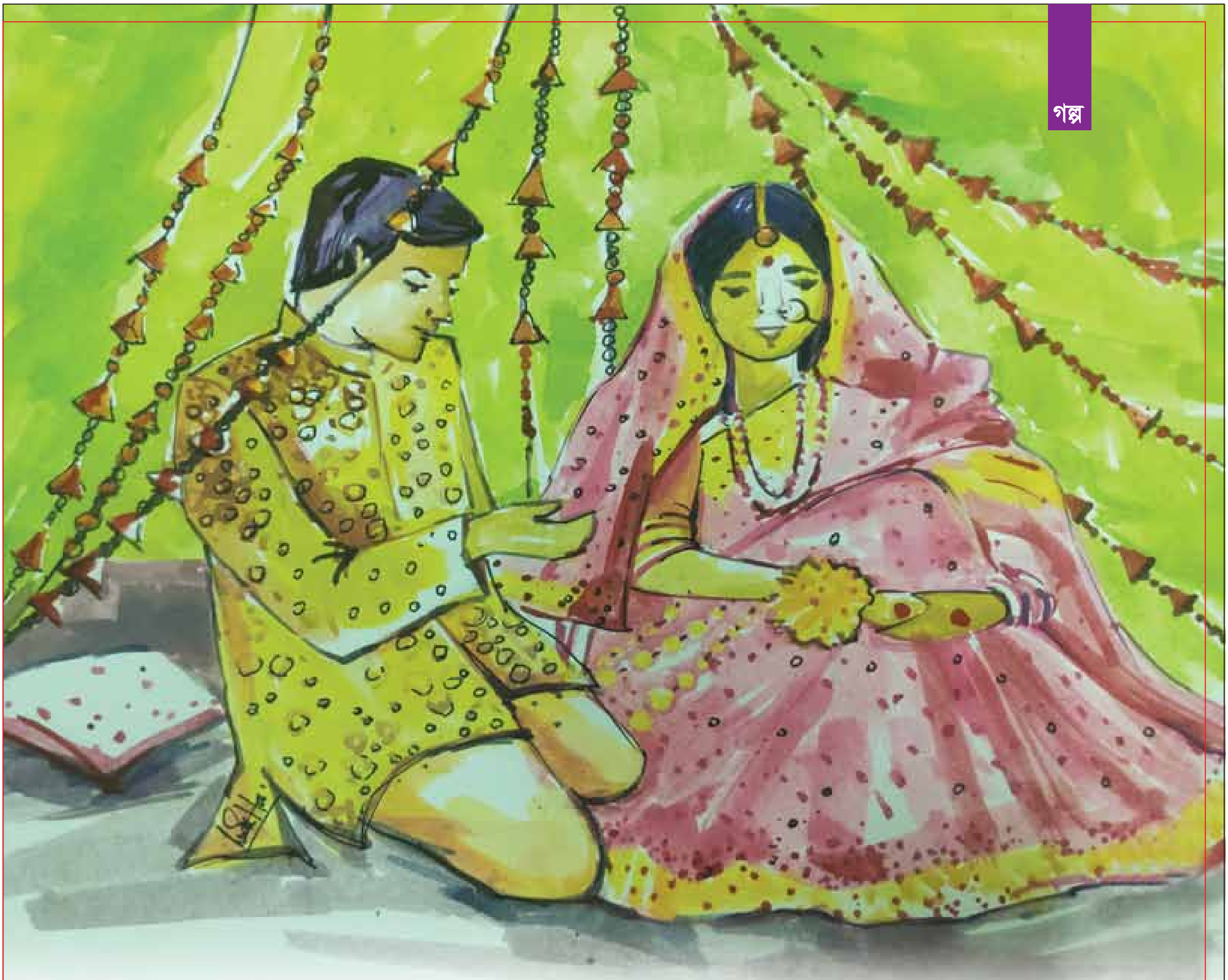

জুলেখার স্বপ্ন

নাসিম সুলতানা

জুলেখার দু'চোখে কত স্বপ্ন ছিল একটা সুখী সংসারের, যেখানে সে সবচেয়ে আপনদের কাছে পাবে। নিজের বাবা-মা, ভাইবোনদের ছেড়ে যখন একটি মেয়ে অন্য সংসারে যায়, তখন ঠিক এইরূপ আদর ভালোবাসা ঐ সংসার থেকে পেতে চায়। কিন্তু তাই কি সবাই পায়?

জুলেখার যখন বিয়ে হয়েছিল, তখন তার বয়স ছিল মাত্র সতেরো বছর। গ্রামের স্কুলে দশম শ্রেণিতে পড়ত, লেখাপড়ায় সে অনেক ভালো ছিল। বাবা-মা'র অনেক আদরের বড়ো মেয়ে সে। বুদ্ধিশুদ্ধিতেও সে অনেক পাকা। বাবা-মা যখন কোনো হিসাব-নিকাশ করতে পারত না, তখন সে যোগ-বিয়োগ করে তাদের বুঝিয়ে দিত। তার আরো দুটো ছোটো ভাই আছে।

জুলেখার বিয়েটা হঠাৎ করেই হয়েছিল, সে গ্রামের যে স্কুলে পড়ত তার দূরত্ব ছিল এ পাড়া থেকে ওপাড়া। দুটো বিনুনি করে বুকের মধ্যে বইগুলো নিয়ে পাড়ার মেয়েদের সাথে স্কুলে যেত। স্কুলে যাওয়ার পথে তার ওপর চোখ পড়ল পাশের গ্রামের জব্বারের। জুলেখাকে দেখে সে চোখ ফিরাতে পারে না। বাহ কি ছিপছিপে গড়ন। নাক-চোখ সব হরিণটানা। আহ, একে বিয়ে করলে তো খুব ভালো হয়। সে আগবাড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, তুমি কার মেয়ে গো।

জুলেখা মুখ বাঁকা করে বলল– আপনার কি দরকার। আমি কি আপনাকে চিনি, যে আমার বাবা কে জানতে চান? বলেই সে একটা দৌড় দিল।

জুলেখার একই পাড়ার ছেলে ইকবাল জব্বারের বন্ধু। সে বলল, আরে দোস্ত ওতো ওসমান চাচার মেয়ে। আরে ওসমান চাচাকে তো আমি চিনি। চল চাচার সাথে দেখা করব। বলেই তারা রওনা দিল।

জুলেখা মায়ের কাছে শুনেছে জব্বার পাশের গ্রামের ছেলে। তার বাবা নেই। দু'বোন নিয়ে সে মায়ের সাথে থাকে। সে সারের ব্যবসা করে। জুলেখার পাত্র হিসেবে জব্বারকে একবাক্যে তার বাবার পছন্দ হয়ে গেল।

কিন্তু জুলেখার মা বলল– জুলেখা এখন ছোটো। তার এখনো আঠারো বছর হয় নাই। আর মেয়ে তো লেখাপড়ায় ভালো। ওর পড়ার জন্য তোমার এক পয়সাও লাগে না। এত বিয়া বিয়া করতাছো ক্যান। মেট্রিকটা পাস করবার দাও।

জুলেখার বাবা একথা মানতে রাজি নয়। সে কোনোরকমে অন্যের জমিতে বর্গা চাষ করে সংসার চালায়। জুলেখার এত সুন্দর একটা সম্বন্ধ সে নষ্ট করবে না।

জুলেখার বাবা বলল না না তোমার কথায় এত সুন্দর সম্বন্ধ আমি বাদ

দিব না। পাত্র হাত ছাড়া হয়ে যাবে, দেখে সে তাদের সম্বন্ধে কোনো খোঁজখবর না নিয়েই দিনক্ষণ দেখে জুলেখার বিয়ে দিয়ে দিল।

জুলেখার বান্ধবীদেরও এ বিয়েতে মত ছিল না। কিন্তু তারা কি করবে। বাবা-মা'র মতই তো সবার আগে। জুলেখা ভীরু ভীরু চোখে কাঁপা কাঁপা হৃদয়ে জব্বারের সংসারে আসল। কয়দিন বেশ হাসি-আনন্দে তাদের দিন কেটে গেল। কিন্তু জুলেখা যেই লেখাপড়া শেষ করার কথাটা তার স্বামী জব্বারকে বলল– আর যাই কোথায়?

তার শাশুড়ি মুখ ঝামটা দিয়ে বলল– বিয়া হইছে এখন সংসারে মন দাও। লেখাপড়া কইরা কি হইবো? ঐসব লেখাপড়া কইরা জজ ব্যারিস্টার হউনের দরকার নাই, বলে শাশুড়ি বাইরে গেল।

জব্বারের মায়ের কথার বিপরীতে কোনো কথা বলার সাহস নেই। অগত্যা জুলেখাকে চোখের পানিতে চুপ থাকতে হলো।

এভাবে কয়েক মাস কেটে গেল। জব্বারদের পাড়ার কেরামত বিয়ে করেছে দু'লাখ টাকা যৌতুক নিয়ে। আর যাই কোথায়। জব্বারের সংসারে অশান্তির কালো ছায়া নেমে আসল। তার মা অগ্নি মূর্তি ধারণ করে জুলেখাকে বলল–

দেখ দেখ– কেরামত বিয়ে করে দু'লাখ টাকা পেল। আর আমার জব্বার তোমাকে বিয়ে করে দু'টাকাও পেল না।

জুলেখা অনেক সাহস করে বলল– আমাকে বিয়ে করতে কে বলেছিল? যেখানে টাকা পেত সেখানেই বিয়ে করত।

আর যায় কোথায়। কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা পড়ল।

মা– ছেলে মিলে জুলেখাকে চড়-থাপ্পড় লাগালো। জুলেখা ওদের ব্যবহারে হতবাক হয়ে গেল। সে মনে করল হায় হায়-এ কার সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে। আচ্ছা অমানুষতো এরা। যৌতুকের জন্য মার খাওয়া। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চিন্তা করল– ভাগ্যটা তার খুব খারাপ। তাকে সচেতন থাকতে হবে। এই সামান্য কথায় যখন গায়ে হাত তুলেছে তখন এরা অনেক কিছুই করতে পারে।

এই ঘটনার পর তার শাশুড়ি প্রায়ই তার সাথে খারাপ ব্যবহার করে, ননদ দুটোও কেমন যেন তার সাথে মিশে না। সব সময় মায়ের সাথে সুর মিলিয়ে কথা বলে। আর তার স্বামী জব্বার একটা অমানুষ। তার চিন্তা দু'লাখ টাকা পেলে তো ভালোই হতো। ব্যবসাটা আর একটু উন্নত হতো।

এর দুইদিন পরের কথা। সামনে পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে গ্রামে মেলা বসেছে। চারদিকে ধুমধাম পড়ে গেছে জুলেখার শরীরটা ভালো নেই। তাই সে শুয়ে আছে।

এদিকে তার স্বামী ও শাশুড়ি মনে করল– বউমা ঘুমিয়ে পড়েছে। শাশুড়ি ছেলেকে বলল– তোর কিছু করতে হবে না। আমি কেরোসিন ঢেলে ওকে পুড়িয়ে মারব। কেন আমাদের ঠকাবে? ও পাড়ার কেরামত যদি দু'লাখ টাকা যৌতুক পায় তো তুই ওর চেয়ে কম কিসে? তুইও তো দু'লাখের বেশি পাবি। আর সেখানে তুই একেবারে শূন্য? ওর মৃত্যুই প্রাপ্য। তুই কাজে যা। ওতো ঘুমাচ্ছে। আমি হাতের কাজটা শেষ করেই ঝিনি ও মিনিকে নিয়ে কাজ সারব। বলেই সে বাইরে থেকে দরজাটা বন্ধ করে বেরিয়ে গেল।

জুলেখা ঘুমের ভান করেছিল। শাশুড়ি ও স্বামীর সব কথাগুলো শুনে সে শিহরে উঠল। হায় হায় আর কিছুক্ষণ পর তাকে পুড়ে মরতে হবে। সে একবার বাবার কাছে শুনেছিল– তাদের পাশের গ্রামের হেমন্ত কাকার মেয়েকে যৌতুকের জন্য পুড়িয়ে মেরেছিল। না না যেমন করেই হোক এই পিশাচদের হাত থেকে তাকে বাঁচতেই হবে।

এমন সময় এক বেদে মেয়ের চিৎকারের শব্দ– লেইস ফিতা নিবা গো লেইস ফিতা। পহেলা বৈশাখের রং-বেরঙের চুড়িও আছে গো।

জুলেখা দেখলো ঠিক তার জানালার কাছেই শব্দটা। সে দৌড়ে যেয়ে জানালা খুলে দেখে বেদেনি জোসনাকে। জোসনা তাদের গ্রামেও ফেরি করে লেইস ফিতা ও চুড়ি-মালা বিক্রি করত। সেই হিসেবে জুলেখাকে সে চিনে ফেলল। জুলেখা তার দুঃখের কথা সব জানালো এবং তাকে বাঁচানোর জন্য অনুরোধ করল।

জোসনা তাকে চিন্তা করতে না করে মুহূর্তে আরো বেদেনিদের ডেকে এনে জব্বারদের উঠান ভরিয়ে ফেলে তারা সকলে মিলে গান গাইতে শুরু করল।

এদিকে জব্বারের মা এক কাঠা চাল এনে বলল– এটা নিয়ে চলে যাও। আজকে আমার অনেক বড়ো কাজ আছে। আজকে আর তোমাদের গান শুনবো না।

বেদেনিরা তো আগেই জেনে গেছে– তার বড়ো কাজ কি? একজন বেদেনি বলেই ফেলল কী তোমার বড়ো কাজ গো? আমাদের বলো– আমরা করে দি? এই বলে জব্বারের মাকে তাদের মাঝে বসিয়ে গান শুরু করে দিল। আর এই ফাঁকে বেদেনি জোসনা জুলেখাকে নিয়ে পালিয়ে যায় এবং তাদের বাড়ি থেকে বেশ দূরে যেয়ে জুলেখা বেদেনির পোশাক পরে নিল আর জোসনা জুলেখার পোশাক পরে তাদের গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা দিল।

অনেক কষ্টে, অনেক হাঁপাতে হাঁপাতে অবশেষে জুলেখা বাবার বাড়ি এসে পৌঁছালো এবং হাঁপাতে হাঁপাতে তার স্বামী ও শাশুড়ির সব কাহিনি বলল।

আজকে বেদেনি জোসনা ও তার দলের জন্য জুলেখার জীবনটা রক্ষা পেল। তাকে আর যৌতুকের জন্য জীবনটা দিতে হলো না। তার মহামূল্যবান জীবনটা দু'লাখ টাকার জন্য পুড়ে ছাই হয়ে যেত। তার বাবা-মা নিজেদের ভুল বুঝতে পারল। যদি মেয়েটার এভাবে বিয়ে না দিত এরকম হতো না। এজন্য মেয়ে সন্তানকে পড়াশোনা করিয়ে বিয়ে দিতে হতো এটা তারা বুঝল।

আজ বেদেনির জন্য জুলেখা গায়ে আগুন দিয়ে মরা থেকে বেঁচে গেল। তার বাবা-মা বেদেনিদের অনেক টাকা দিল। জেলা প্রশাসক থেকেও বেদেনিরা ভালো সাহায্য পেল। জব্বার ও তার মায়ের শাস্তি হলো। জুলেখা স্বামীকে ডিভোর্স দিয়ে দিল। সে আবার স্কুলে ভর্তি হলো।

জুলেখা স্কুলের শিক্ষকদের সাহায্যে একটি বাড়তি ক্লাসে পাঠদান করাত। সে স্কুলে উপস্থিত ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশে বলে– তোমরা সবাই লেখাপড়া করবা। যেখানে যৌতুক চায় সুকৌশলে এড়িয়ে যেয়ে সরকারের দৃষ্টিতে আনবা। জুলেখা বলল, সরকার এ ব্যাপারে নানা ধরনের আইন নারীদের পক্ষে করেছে। যা বাল্যবিয়ে রোধে আমাদের রক্ষা করবে, তাই আজকে আমাদের স্লোগান হবে– যৌতুককে সবাই না বলো।

সচিত্র বাংলাদেশ এখন
ফেসবুকে

ভিজিট করুন
www.facebook.com/sachitrabangladesh/

কিছুই থাকে না মনে

মাকিদ হায়দার

কিছুই থাকে না মনে
কোনদিকে রাত আসে, দিন যায় কোনদিকে।
চেনা পথ অচেনা হয়েছে কিছুকাল
চেনা মুখ তিনিও এড়িয়ে যান
কখনো আমাকে
আমার ছায়াকে।
বাসে যাব বলে উঠেছি রেলগাড়িতে
এসেছি লোকালে
কেন যে এলাম
কিছুই থাকে না মনে।
মাঝে, মাঝে মনে পড়ে মনের দুয়ারে
একজন বসেছিল একদিন
তাকে যদি খুঁজতে খুঁজতে খুঁজে পাই
না এলে থাকব
ঘরের বাহিরে।

সাহসের ছবি

(শেখ রাসেলকে নিবেদিত)

বাতেন বাহার

সবুজের ভিড়ে প্রিয় ফুল খুঁজে একা আনমনে
কত না হেঁটেছি এখনো হাঁটি, শিউলির বনে।
শিউলির বন কিশোর আকাশ, রোদমাখা দিন
ভালোবাসা মাখা শিউলি সুবাস, ভাব অমলিন।
স্বপ্নের মতো প্রসারিত চোখ, তাতে ছবি এক
কী কারণে– কেন লাখো মনে তার– ত্রুটিহীন 'জ্যাক'!
একাকী সে আসে গভীর নিশীথে... মন নিয়ে খেলে
আগামীর চোখে শিশু অধিকার সযতনে মেলে।
তাতে কিশোরের শিরায় শিরায় বিদ্রোহী সুর
সাহসের ছবি একটি কিশোর... থাক যত দূর!
সবুজের দেশে যার ছবি নিয়ে লক্ষ কিশোর
আকাশ ফাটায় অধিকার খুঁজে সকল শিশুর।

জন্মদিনের সেই আবদার

খান চমন-ই-এলাহি

কারো কারো জন্মদিন ইতিহাস খ্যাত হয়
তামাম দুনিয়া জানে সে খবর ; শেখ রাসেল
এক আলোক-দূত বাঙালির অঙ্গীকার।
মানুষ বেড়ে ওঠার সাথে স্বপ্নরাও বড়ো হয়
শেখ রাসেলের স্বপ্ন ছড়িয়ে পড়ে সারা দেশে
সব শিশু অন্তরে মুজিববাদের অফুরান চেতনায়।
রাসেল, আজ তোমার জন্মদিন, আজ–
বাইগা-মধুমতি-ঘাঘর, পদ্মা-যমুনার স্রোতে
কিংবা চলনবিল-হাকালুকি হাওড়ের বিশাল উদারে
স্বাগত তোমার জন্মদিন– জয়তু রাসেল।
হাসু বুবু, বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ কন্যার কাছে তোমার আবদার
'শিশু অধিকার সনদ' হয়ে আগামীর বাংলা গড়ে।

ছন্নছত্র

জাকির আজাদ

দুঃখগুলো কষ্টগুলো
ব্যথাগুলো আমার,
বুকের ক্ষুদ্র পরিসরে
গড়ল যেন খামার।
খামারবাসীর দৃপ্ত চলে
আমার বিরহনামার,
অষ্টপ্রহর উথাল-পাথাল
উপায় কোথায় থামার।
কোন স্মৃতিটা ঢেড় স্পষ্ট
কোন স্মৃতিটা আঁধার,
হিসাব চলে আমার ভেতর
নেই কিছুতে বাঁধার।
কোন স্মৃতিটা লীলা দেখায়
কোন স্মৃতিটা কাঁদার,
স্মৃতি নিয়ে যাপিতকাল
স্মৃতি বাঁচার আদার।
কথা ছিল দৃপ্তপণে
ছন্দ তুলে ভাষার,
কৃত্রিমতার যাচাই শেষে
তোমার ফিরে আসার।
কিন্তু এ কোন মন্ত্রে পড়ে
মিথ্যে স্বপ্ন আশার,
মেতে আছ রং জৌলুসে
গভীর সর্বনাশার।
মনন মেধা ব্যস্ত এখন
এক বিষয়ে ভাবার,
কোন সময়ে কি সব করলে
তুমি ফিরবে আবার।
ছুটতে যেয়ে খাচ্ছি আঘাত
দুঃখের হিংস্র থাবার,
আয়ুর রেখা, রং মাধুরী
হচ্ছে ক্রমে সাবাড়।
ডানে-বামে আগে পিছে
যেখানে যা থাকার,
কিছু এখন নেই সঠিক
জায়গাটা পা রাখার।
এক বৃত্তে আটকে আছি
কাউকে নেই ডাকার,
স্বার্থের জন্য সবাই যেন
বদল করে আকার।
কোনটা ছিল ছোঁয়ার মতো
কোনটা দেখা মানার,
কোনটা ধরা কঠিন নিষেধ
কোনটা টেনে আনার।
তোমার যত নিষেধাজ্ঞা
নেইতো বাকি জানার,
তবু কেন এই জীবনটা
বিরহ বয়ে টানার।

মৃত্যুলোকে মাটি কবি ও কবিতা
পথিক শহিদুল

বই খাতা কলম টেবিলে পড়ে আছে
পড়ে আছে কবিতা আর কবিতার নারী
দৃশ্যগুলো পড়ে আছে আহা ...
পড়ে আছে কবির হৃদপিণ্ড নিথর দেহ
পড়ে আছে ঘরবাড়ি নিঃসঙ্গ পাঠক।
এই মৃত্যু যন্ত্রণা লুকাব কোথায়
মৃত্যুতে এত বিষাদ কেন?
গাছেরা মরে গেলে আহা!
ভেবে ভেবে মরে যায় মাটি
মাটি কি কবির মৃত্যুশোকে কাতর হয়
ধরিত্রী কি মাথা অবনত করে।
এত প্রশ্ন এত কোলাহলময় পরিবেশ
ছায়াহীন রোদহীন বৃষ্টিহীন পৃথিবী কি একবারো
কায়মনবাক্যে কখনো কখনো কি প্রার্থনা করে।
এই অন্তর যেন মমির পুতুল
প্রার্থনা করি জয় হোক কবি ও কবিতার।
মৃত্যুলোকে আর একবার জয় হোক
মাটির মমতা দিয়ে গড়া এই শরীর
মৃত্যুর সাধ যেন আর একবার মাটি
বুক ভরে নিতে পারি আমি।

বাঙালি হৃদয়ে তুমি চির মহীয়ান
দেলওয়ার বিন রশিদ

পিতা তুমি আমাদের স্বপ্নজুড়ে থাক।
কেননা আমাদের সব স্বপ্ন
তুমিই দিয়েছ
আলোর দুয়ারের চাবি তোমার কাছেইতো
পেলাম।
দুঃখ দৈন্যতা সব ঝেড়ে মুছে
নতুন প্রত্যয়ে
পথ চলা
তুমিই শিখিয়েছ
তুমিই বাঙালির আদর্শ
সৎ সাহস
দৃঢ়তার শিক্ষা
সবইতো তোমার দান,
তুমি বাঙালির পথপ্রদর্শক
ঐতিহ্য ঐশ্বর্য যা কিছু
সব তুমি
তুমি পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
বাঙালি জাতির মুক্তির দূত,
বাঙালির হৃদয়ে তুমি চির ভাস্বর চির মহীয়ান।

শিশু দিবসের আহ্বান
গাজী মুশফিকুর রহমান লিটন

শিশু দিবস ডাক দিয়ে যায়
সব শিশুদের জন্য
শপথ কর জীবন গড়
হও গো অগ্রগণ্য।
মনে রেখে উচ্চ আশা
অর্জন করো ভালোবাসা
বর্জন করো বুদ্ধি নাশা–
তুচ্ছতা নগণ্য।
মানুষ তার ইচ্ছের মতোই
নিজকে দেখতে চায়
মনের ভেতর সাধ আকাঙ্ক্ষা
তাইতো খেলে যায়।
স্বপ্ন রেখে বুকের ভেতর
তাড়িয়ে শয়তান-দুষ্ট-ইতর
যোগ্যতারই রেখে সাক্ষর
নিজকে করো ধন্য
না হয়ে আর অন্যের হাতের
কেনা ভোগ্যপণ্য।

আমাদের প্রিয় শেখ রাসেল
রবিউল ইসলাম

পিতাকে হারিয়েছি
তোমাকে হারিয়েছি
প্রিয়জন হারিয়েছি;
বিনিময়ে পেয়েছি দেশ
বিনিময়ে পেয়েছি স্বপ্ন।
ঘাতকেরা আজ ঘৃণিত
ঘাতকেরা আজ পরাজিত
পিতার ভালোবাসা
তোমার মায়াভরা মুখ
প্রিয়জনের ত্যাগ;
আমাদের শক্তি জোগায়
আমাদের স্বপ্ন দেখায়।
তুমি আমাদের প্রিয় রাসেল
তোমাকে খুঁজে পাই–
সকল বাঙালি শিশুর হাসির মাঝে
সকল বাঙালি শিশুর স্বপ্নের মাঝে।

দুর্দিন
পারভীন আক্তার

অমানিশার ঘোর দুর্দিনে
হাঁটছি প্রতিনিয়ত প্রতিদিন।
অন্ধকারের আলোহীন দিন
আমায় ডাকে সারাদিন।
অন্ধকারাচ্ছন্ন ভরা কুদিন
আলোর দেখা পাবে কোনদিন?
সব সরিয়ে আমার দিন
কবে দেখবে আলোমাখা সুদিন।

সুখতো সোনার হরিণ

আমিরুল হক

অর্থ প্রতিপত্তি আর জৌলুসের জীবন তরীখানি
চায় না ভাসাতে কেউ দুঃখের নদীতে।
ধনী আরো ধনী হতে
ডঙ্কা বাজিয়ে ছোটে উর্ধশ্বাসে।
চাই আরো চাই
যত চাই তত পাই
তবুও এ চাওয়ার হয় না তো শেষ।
অর্থের পেছনে ছোটে সুখের আশায়–
সুখতো সোনার হরিণ
ধরাতো যায় না তাকে
ধু-ধু মরীচিকার বালুচরে বাঁধা।
তবুও চাই আরো
পাই যত চাই তত
সীমাহীন এ চাওয়ার মাঝে
সুখতো মেলে না তাতে
তবুও এ চাওয়ার হয় না তো শেষ।

মায়ের উঠানজুড়ে

ফায়েজা খানম

জ্যোস্না রাতে চাঁদ মামার সাথে কথোপকথন
আয় আয় চাঁদ মামা, টিপ দিবি কখন?
ছোটো ছোটো আঙুলের ইশারায় বাঁশঝাড়ের কিনারায়,
চাঁদ মামা হেলেদুলে বাতাসের আলতো স্পর্শ ছোঁয়ায়।
মা ছাড়া এত অনুভূতি কে ই বা শিখায়!
মা ছাড়া এ জীবনের আছে কি কোনো দায়।
হাঁটি হাঁটি পা নিয়ে তখন খেলতাম আমি কত
আমার মনের রং নিয়ে মা স্বপ্ন সাজাতো শত।
মা ছাড়া কি স্বপ্নের ছায়া খুঁজে পেতাম আর?
মা ছাড়া এত রং মিলানো যে বড্ড ভার।
গল্প বুড়ির রাজ্যে আমি মায়ের রাজকুমারী
আমায় নিয়ে মামণির শত রম্য শুমারি,
শুমারির জগতে কখনো কখনো হয়ে যেতাম পাইলট
কখনো হয়ে যেতাম ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার
কখনো কখনো লাল টুকটুকে বউ
মায়ের মতো এত আপন হবে কি আর কেউ?
আমার আধো আধো কথার স্মৃতিতে মায়ের সারাজীবন
কষ্টের মাঝেও হাসতে দেখি, হলে স্মৃতিচারণ।
মায়ের মতো নাইতো সত্য আর কোনো অধিকার
শত নালিশের অপরাধী হলেও, মা যে নির্বিকার।
ভালোবাসার এ চির বন্ধন পাব কোথায় খুঁজে।
আমিই ফুল, আমিই ফল মায়ের উঠানজুড়ে।

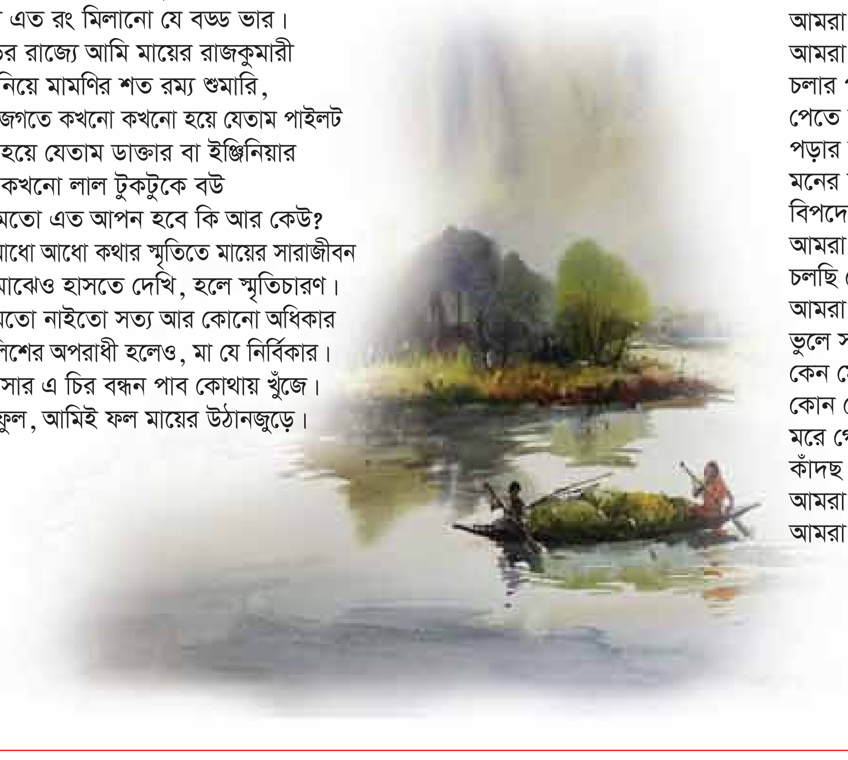

বঙ্গবন্ধু

সালমা শেলী

টুঙ্গিপাড়ায় জন্মেছিল–
বাঙালির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান।
জেল-জুলুম ও নির্যাতন
যে করেনি ভয়।
তাঁর মনে আশা ছিল
বাংলার হবে জয়।
ন্যায় ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে
সে ছিল সোচ্চার।
জীবনের অনেক সময়
কাটিয়েছে সে জেলে।
তাইতো সে হয়েছে
আজ জাতির পিতা
হয়েছে ষোলো কোটি
বাঙালির প্রাণপ্রিয় মানুষ।

শিকড় মাটি

শাহরিয়ার নূরী

শব্দেরা অল্পই ছিল মুখে ন্যানো মাপে
হয়ত বলে বা চুপ থাকে, তবু
শিকড় মাটি নক্ষত্র আর মানুষ উঠে আসত
বারান্দায় চেয়ারটা ঘিরে আমরা বুঝে নিতে চাইতাম
দুনিয়াটা একটি দেশ হলে ভূ-ভাগ কেবল সমুদ্র ঘেরা,
সুখ-স্বপ্নের হয়েছে ফেরা ওই অবিশ্বাস্য ঘোরে?
গোশতের সুরুয়া গম্ভীরভাবে কাত হয় হেসে!
চলছিল ভালো চালচুলোহীন! পথের দূরত্ব
ধীরে নামে শূন্যে।

সাথি

মোহাম্মদ হোসেন

আমরা সবাই প্রাণের সাথি
আমরা সবাই চলার সাথি
চলার পথে সকল সময়
পেতে লাগে ভালো।
পড়ার সময় বইয়ের পাতায়
মনের কথা বলার সময়
বিপদে পেতে লাগে ভালো
আমরা সবাই প্রাণের সাথি
চলছি মোরা এক সাথে
আমরা কেন বিপথে যাই
ভুলে সকল বন্ধন।
কেন মোরা হারিয়ে যাব
কোন সে অচিন দেশে।
মরে গেলে দুচোখ ভরে
কাঁদছ সারাবেলা।
আমরা সবাই সাথিরে ভাই
আমরা সবাই সাথি।

ছোট্ট রাসেল সোনা

সায়েদা হোসেন

ঘর আলো করে জন্মেছিল ছোট্ট রাসেল সোনা
সেই আনন্দে আত্মহারা বাড়ির সকলে
এ কোল থেকে ও কোল হয়ে
হাঁটি হাঁটি পায়ে পায়ে
এ ঘর থেকে ও ঘর যাওয়া
ছোটাছুটিতে কাটত সারাবেলা
সেই ছোট্ট রাসেল সোনা জানত কি?
পিশাচ রূপী মানুষেরা
করবে তাকে গুলি
মারল কেন ওরা আমার সোনামণিকে?
কি অপরাধ ছিল আমার ছোট্ট রাসেল সোনার?

ভুলে গেছ

নোলক মজুমদার

তুমি অভিমানে চলে গেলে
ডানে কিংবা বামে তাকাওনি
আমি শুধু দাঁড়িয়ে দেখলাম
তোমার চলে যাওয়া
আমি যেন আমাতে নেই
নিজেকে বার বার হারিয়ে ফেলছি
পা কিছুতেই চলছিল না
আস্তে আস্তে হাঁটছি
অনেক কিছু ভাবছি
তোমাকে ছাড়া জীবন
সে কি স্বাভাবিক গতি পাবে?
নাকি হারিয়ে যাবে
নাকি দেখা পাবে
নতুন কোনো আলোকিত দিনের।

পানসি

সৈয়দ শাহরিয়ার

কতবার তরী বের করে
বাইতে পারে না পড়ে থাকে ঘাটে একবার
ভেলায় দাঁড়ানো টলোমলো বর্ষা বিদ্ধ
হাত পাকেনি তখনো চিনে নিতে হতো
ডিঙি, ছিপ, বজরা, পানসি...
ময়ূরপঙ্ক্ষির ঢেউ তোলা স্বপ্ন ভাসে
বাইতে যাওয়া গাঙ্গে
ঢের জানে কত পরে
নদীর এখন ভাবে-ভরা দিন কাল
চলে না দু'হাত মেলে স্রোত-সুখী পাড়ে
বন্ধু প্রেমে মজে বালুর কাফন তলে!
মন মাঝির রোদন
ধূ ধূ হাওয়ায় ফেরে
খুঁজে বেড়ায় হারান দাস চকে চকে
খোয়াজ খিজিরের সীমা দেওয়া আশা
পেলে দাগ টেনে দিলে ধারা বয়ে যাবে!
কায়েমি চরের জেলে হাসি জ্বলে রোদে
গাঁ ছাড়া জেলেরা জানে ও নদী পাগল।

ঘরে আমার মন বসে না

রকিবুল ইসলাম

ঘরে আমার মন বসে না ঘরের কোনো কাজে
মনটা আমার যায় হারিয়ে সকাল দুপুর সাঁঝে।
হাজার রঙের ফুল ফুটে রয় রেললাইনের ধারে
জংলা ফুলের পাঁপড়িগুলো মন যে আমার কাড়ে।
খেলতে আমার ভাল্লাগে যে খেলার সাথি পেলে
তাই তো আমি যাই ছুটে যাই সকল কিছু ফেলে।
ঘরে আমার মন বসে না ঘরের কোনো কাজে
বন্য হতে ইচ্ছে করে হইতে পারি না যে!
খেজুর ফুলের সুবাস ভাসে বাড়ির দখিন দ্বারে
সেই সুবাসে পাগলা হাওয়া ডাকছে বারে বারে।
তাই তো আমার মন থাকে না ঘরের কোণে রাখা
মনটা আমার খুঁজতে থাকে স্বপ্ন রঙিন পাখা।
ঘরে আমার মন বসে না ঘরের কোনো কাজে
মনের ভেতর বাইরে যাওয়ার ঘণ্টা শুধু বাজে।
আমবাগানে ভর দুপুরে দোয়েল পাখির শিস
ওরাই নাকি আমায় ডাকে গাইতে অহর্নিশ।
ধানের ক্ষেতে ঝিরঝিরানি চিকন পাতার দোল
ঠিক তখনই মনে পড়ে মা-জননীর কোল।
ঘরে আমার মন বসে না মন কি ঘরে থাকে!
সকল ফেলে দৌড়ে আসি পড়লে মনে মাকে।

আমার আকাশ

সাদিয়া রেজা

কবিতা লেখা অনেক বাকি
তোমরা জানতে নাকি
আগের কবিরা লিখেছেন সব
তোমরা জেনেছ তা-কি?
মোদের জন্য পড়ে থাকে
যত চন্দ্রবিন্দু দাঁড়ি
তবু কবিতা লিখতে হবে
ঘোচাতে ভাবের আড়ি
কবিতার নামে অঅমার ঘরেতে
চলে কত আঁকি বুঁকি
আম্মু আপুরা ভাবেন ব্যস্ত
কত শত উঁকি ঝুঁকি
কবিতা থাকে ভরা নদীতে
খোলা প্রান্তর জলা
ছিনিয়ে নিয়েছে ভূমি-দস্যু
বেজায় ক্ষমতাওয়ালা
মাথার উপরে আকাশ বিরাট
বিশাল যেন মাঠ
তার কিণারে বানিয়ে নেব
কাব্য ধানের হাট।

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ২রা অক্টোবর ২০১৯ খুলনায় খালিশপুরে বানৌজা তিতুমীর প্যারেড গ্রাউন্ডে বানৌজা তিতুমীরকে ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড (জাতীয় পতাকা) প্রদান অনুষ্ঠানে সালাম গ্রহণ করেন–পিআইডি

রাষ্ট্রপতি : বিশেষ প্রতিবেদন

অর্থনৈতিক উন্নয়নের চালিকাশক্তি রপ্তানি বাণিজ্য

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, রপ্তানি বাণিজ্য দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের চালিকাশক্তি। সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি রপ্তানিকারকদের নিরলস পরিশ্রম ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় দেশ আজ সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। ১লা সেপ্টেম্বর 'জাতীয় রপ্তানি ট্রফি বিতরণ ২০১৯' উপলক্ষে দেওয়া এক বাণীতে রাষ্ট্রপতি এ কথা বলেন। বাণীতে রাষ্ট্রপতি বলেন, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর যৌথ উদ্যোগে ২০১৬-২০১৭ সময়ে জাতীয় রপ্তানিতে বিশেষ অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ কৃতী রপ্তানিকারকদের রপ্তানি ট্রফি প্রদান করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণে এ উদ্যোগ একদিকে যেমন রপ্তানিকারকদের উৎসাহিত করবে, অন্যদিকে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

রাষ্ট্রপতি আরো উল্লেখ করেন, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে রপ্তানি খাতের অবদান ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে উন্নীত হওয়ার প্রাথমিক ধাপ অতিক্রম করেছে। নতুন প্রেক্ষাপটে আমাদেরকে অনেক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে। রপ্তানি বাণিজ্যে টিকে থাকার জন্য পণ্যের মান উন্নয়নের পাশাপাশি নতুন নতুন বাজার সৃষ্টি এবং নতুন নতুন পণ্য রপ্তানির তালিকায় যুক্ত করতে হবে। বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা, টেকসই শিল্পায়নের প্রসার ও নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে রপ্তানিকারকদের সম্মাননা ও জাতীয় রপ্তানি ট্রফি প্রদান ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

সকল মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার আহ্বান

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ সরকারি অর্থের জিম্মাদারদের উদ্দেশে আহ্বান জানিয়ে বলেন, সকল মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে আরো জোরালো ভূমিকা পালন করতে হবে। ১১ই সেপ্টেম্বর বঙ্গভবনে কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল (সিএজি) বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক মো. মুসলিম চৌধুরীর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল রাষ্ট্রপতির কাছে ৩৯তম অডিট রিপোর্ট পেশকালে রাষ্ট্রপতি একথা বলেন। বিষয়ভিত্তিক রিপোর্ট তৈরির জন্য সিএজি ও অন্যান্য সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জানিয়ে রাষ্ট্রপতি বলেন, দেশের জনগণের স্বার্থে সরকারি অর্থের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। অর্থনৈতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে এ রিপোর্ট সকল মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠানে স্বচ্ছতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এতে সরকারি তহবিল থেকে অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে সরকারের স্বার্থ রক্ষিত থাকবে।

জাতীয় স্বার্থে নৌবাহিনীকে কাজ করার আহ্বান

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ জাতীয় স্বার্থে সমুদ্রসীমার সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অধিকতর দক্ষতার সঙ্গে কাজ করতে নৌবাহিনীর প্রতি আহ্বান জানান। ২রা অক্টোবর খুলনায় বিএনএস তিতুমীর ঘাঁটিকে ন্যাশনাল স্টান্ডার্ড সার্টিফিকেট (জাতীয় পতাকা) প্রদান উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি এ কথা বলেন। এসময় রাষ্ট্রপতি আরো বলেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অনুপ্রাণিত হয়ে এবং জেটি, যুদ্ধজাহাজ ও সমরাস্ত্র ব্যবহার করে আপনাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব নির্বিঘ্নে ও সফলতার সাথে পালন করুন। দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি ব্লু-ইকোনমির সুসম্ভাবনা নিশ্চিত করতেও নৌবাহিনী সদস্যদের প্রতি রাষ্ট্রপতি আহ্বান জানান। এছাড়া রাষ্ট্রপতি আশা প্রকাশ করেন, পরবর্তী প্রজন্মের নৌবাহিনী

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ৪ঠা অক্টোবর ২০১৯ ঢাকায় বনানী মাঠে শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে গুলশান-বনানী সার্বজনীন পূজা কমিটি আয়োজিত পূজামণ্ডপ পরিদর্শন করেন–পিআইডি

সদস্যরা দেশপ্রেমের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশ নৌবাহিনীর বিএনএস তিতুমীর ঘাঁটিকে ন্যাশনাল স্টান্ডার্ড সার্টিফিকেট (জাতীয় পতাকা) হস্তান্তর করেন।

অবিচার দূর করতে পূজার চেতনা কাজে লাগান

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, সুখী-সমৃদ্ধ ও অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সমাজ থেকে অসত্য, অবিচার ও অন্যায় দূরীকরণে দুর্গাপূজার চেতনা কাজে লাগাতে হবে। হিন্দু সম্প্রদায়ের সর্ববৃহৎ ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজা উপলক্ষে ৪ঠা অক্টোবর রাজধানীর বনানী পূজামণ্ডপে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে রাষ্ট্রপতি এ আহ্বান জানান। দুর্গাপূজা কেবল ধর্মীয় বিষয় নয় আন্তর্জাতিক উৎসব হিসেবে বর্ণনা করে রাষ্ট্রপতি আরো বলেন, এ উৎসব সুদীর্ঘকাল ধরে বাঙালি জাতির বহুদিনের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বহন করে চলেছে। ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজা দেশবাসীর মধ্যে ঐক্য ও পারস্পরিক সম্প্রীতি সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রতিবেদন: প্রসেনজিৎ কুমার দে

প্রধানমন্ত্রী : বিশেষ প্রতিবেদন

প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফর: ৭ সমঝোতা স্মারক-চুক্তি স্বাক্ষর ও ৩ প্রকল্প উদ্‌বোধন

নয়াদিল্লির ঐতিহাসিক হায়দ্রাবাদ হাউসে ৫ই অক্টোবর বৈঠকে বসেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বৈঠককালে সমুদ্র উপকূলে নজরদারি, চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দর ব্যবহার, এলওসি বাস্তবায়নসহ কয়েকটি বিষয়ে ঢাকা-দিল্লি ৭টি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর ও ভিডিও লিংকের মাধ্যমে ৩টি যৌথ প্রকল্পের উদ্‌বোধন করেন। স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকগুলো হচ্ছে– সমুদ্র উপকূলে নজরদারি বিষয়ে বাংলাদেশ সরকার ও ভারত সরকারের মধ্যে এমওইউ, ভারতের পণ্য পরিবহণে চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দর ব্যবহার বিষয়ক চুক্তি সম্পর্কিত একটি এসওপি, ত্রিপুরায় সাবরুম শহরে পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্পে ফেনী নদী থেকে ১.৮২ কিউসেক পানি প্রত্যাহার বিষয়ে বাংলাদেশের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও ভারতের জলশক্তি মন্ত্রণালয়ের মধ্যে এমওইউ, ভারত থেকে নেওয়া ঋণের প্রকল্প বাস্তবায়নের বিষয়ে দুই দেশের মধ্যে চুক্তি, হায়দরাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এমওইউ, বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময় কর্মসূচি বিষয়ক চুক্তি নবায়ন এবং যুব উন্নয়নে বাংলাদেশের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় ও ভারতের যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার লক্ষ্যে একটি এমওইউ। প্রকল্পগুলো হচ্ছে– খুলনায় ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্সে 'বাংলাদেশ-ভারত প্রফেশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট', ঢাকার রামকৃষ্ণ মিশনে 'বিবেকানন্দ ভবন' এবং বাংলাদেশ থেকে ত্রিপুরায় এলপিজি আমদানি প্রকল্প। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালে ভারত সরকার ও জনগণের সর্বাত্মক সহযোগিতার কথা স্মরণ করেন পরম কৃতজ্ঞতার সঙ্গে এবং দুই দেশের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে এটি চিরদিনের জন্য একটি মাইলফলক হয়ে থাকবে বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। বৈঠকের পর ৩৮ দফা যৌথ ইশতাহার ঘোষণা করে দুই দেশ। এর মূল বিষয় হলো– একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের ভিত্তিতে দুই দেশের সম্পর্ক অপরিবর্তিত রেখে উন্নয়নে শামিল হওয়া এবং আগামী বছর ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ঢাকা সফর।

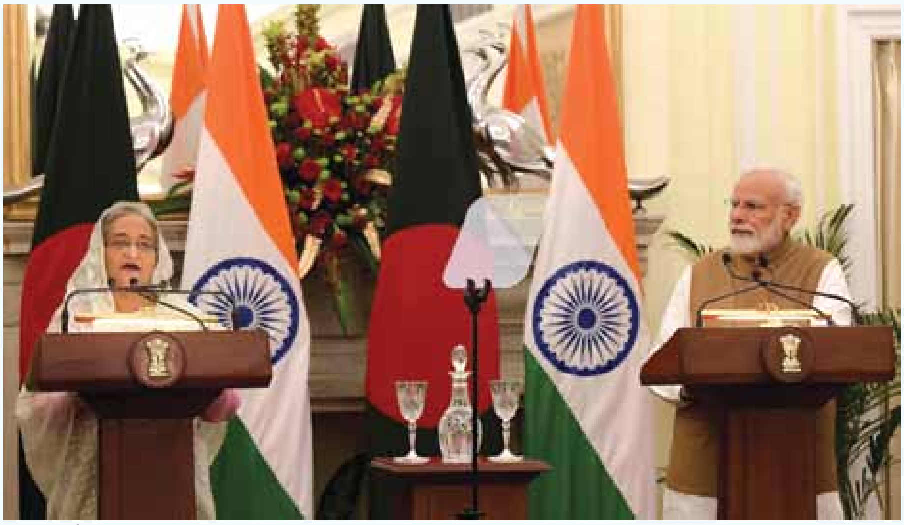

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৫ই অক্টোবর ২০১৯ নয়াদিল্লির হায়দ্রাবাদ হাউজে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন–পিআইডি

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৪তম অধিবেশনে অংশগ্রহণ

নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে ইকোসক চেম্বারে সার্বজনীন স্বাস্থ্য কর্মসূচির ওপর উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকের পাশাপাশি 'সকলে মিলে স্বাস্থ্যসম্মত বিশ্ব গড়ে তুলতে বৈশ্বিক স্বাস্থ্যসেবা' শীর্ষক একটি অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী স্বল্প আয়ের মানুষের কাছে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে বাংলাদেশের নেওয়া পরিকল্পনার কথা বিশ্ববাসীকে শোনান। একইসঙ্গে তিনি সার্বজনীন স্বাস্থ্য কর্মসূচি (ইউএইচসি) অর্জনে অভিন্ন লক্ষ্যের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে জাতিসংঘভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক পর্যায়ে সহযোগিতা গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। ২৭শে সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘ অধিবেশনের ৭৪তম অধিবেশনে ভাষণ দেন। ভাষনদানকালে তিনি রোহিঙ্গা সংকটের পাশাপাশি বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রা, অর্থনৈতিক অগ্রগতি, ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়ন এবং নারীর ক্ষমতায়ন প্রসঙ্গ তুলে ধরেন। তিনি বলেন, রোহিঙ্গা সংকটের এখনই সমাধান না হলে শুধু বাংলাদেশ নয় আঞ্চলিক নিরাপত্তাও হুমকির মুখে পড়বে। এ কারণে রোহিঙ্গাদের দেশে ফিরিয়ে নিতে মিয়ানমারকে চাপ সৃষ্টির জন্য বিশ্বনেতাদের প্রতি আহ্বান জানান এবং এ সংকট নিরসনে চার দফা প্রস্তাব তুলে ধরেন। তিনি বিশ্ব শান্তির লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা, নিরাপদ অভিবাসন, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাবের মোকাবিলা এবং ব্লু-ইকোনমি নিয়েও আলোচনা করেন। ১লা অক্টোবর তিনি দেশে ফেরেন।

সুনীল অর্থনীতি সম্মেলন-এর উদ্‌বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৫ই সেপ্টেম্বর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে তৃতীয় ইন্ডিয়ান ওশান রিম অ্যাসোসিয়েশন (আইওআরএ)-এর

মন্ত্রী পর্যায়ের 'সুনীল অর্থনীতি সম্মেলন'-এর উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সমুদ্রকেন্দ্রিক অপরাধ ও দূষণের কারণে সাগর আজ হুমকির মুখে। এজন্য সবাইকে সতর্ক হওয়ার পাশাপাশি এসব বন্ধে সব দেশকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, মহাসাগর ও এর বিপুল সম্পদ সংরক্ষণে আমরা যত বেশি বিনিয়োগ করব, যত বেশি পদক্ষেপ নেব তা সামগ্রিকভাবে দীর্ঘমেয়াদি সুফল বয়ে আনবে।

পুলিশের কমিউনিটি ব্যাংক উদ্‌বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১১ই সেপ্টেম্বর গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বাংলাদেশ পুলিশ কল্যাণ ট্রাস্টের মালিকানাধীন 'কমিউনিটি ব্যাংক বাংলাদেশ'-এর উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী পুলিশের ভূমিকার প্রশংসা করে বলেন, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তারা জনগণের সেবা করছে তা সত্যিই প্রশংসনীয়। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী নারায়ণগঞ্জের দুই উপজেলায় শতভাগ বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম, বাঘাবাড়িতে ২০০ মেগাওয়াট পাওয়ার প্লান্ট, হরিপুরে শতভাগ বিদ্যুতায়ন, কাপ্তাইয়ে প্রথম সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্রের উদ্‌বোধন করেন।

'ড. কালাম স্মৃতি আন্তর্জাতিক উৎকর্ষ পদক ২০১৯'-এ ভূষিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে ১৬ই সেপ্টেম্বর ২০১৯ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পদক তুলে দেন ড. কালাম স্মৃতি ইন্টারন্যাশনালের প্রধান উপদেষ্টা টি পি শ্রীনিবাসন–পিআইডি

পুলিশকে জনগণের বন্ধু হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার আহ্বান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৫ই সেপ্টেম্বর রাজশাহীর সারদায় বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমির ৩৬তম বিসিএস (পুলিশ) ব্যাচের শিক্ষানবিশ সহকারী পুলিশ সুপারদের প্রশিক্ষণ সমাপনী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বিপদে জনগণ যাতে তাদের বন্ধু ভাবে সেলক্ষ্যে নিজেদের গড়ে তোলার আহ্বান জানান শিক্ষানবিশ পুলিশ কর্মকর্তাদের। তিনি নবীন পুলিশ কর্মকর্তাদের ওপর যে দায়িত্ব তা যথাযথভাবে পালন করার এবং সমাজের সমস্ত কালো বিষয়, যা দেশ ও সমাজকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে তার বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে উল্লেখ করেন। তিনি নবীন কর্মকর্তাদের সততা, নিষ্ঠা এবং একাগ্রতার সঙ্গে অর্পিত দায়িত্ব পালন করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। পরে বিভিন্ন বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনকারী শিক্ষানবিশ সহকারী পুলিশ সুপারদের মধ্যে পদক বিতরণ করেন।

প্রধানমন্ত্রী ড. কালাম স্মৃতি ইন্টারন্যাশনাল এক্সিল্যান্স অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৬ই সেপ্টেম্বর গণভবনে ভারতের সম্মানজনক ড. কালাম স্মৃতি ইন্টারন্যাশনাল এক্সিল্যান্স অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করেন। ড. কালাম স্মৃতি আন্তর্জাতিক উপদেষ্টা কমিটি শেখ হাসিনাকে এই পদকের জন্য মনোনীত করেন। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ঐতিহাসিক সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য তাঁর অসামান্য অবদান, জনকল্যাণ, বিশেষ করে নারী ও শিশুদের কল্যাণে অবদান রাখা এবং আন্তর্জাতিক শান্তি ও সহযোগিতার জন্য তাঁকে এ অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়।

প্রতিবেদন: সুলতানা বেগম

তথ্যমন্ত্রী: বিশেষ প্রতিবেদন

বেসরকারি খাতেও চালু হবে পেনশন

সরকারি খাতের মতো বেসরকারি খাতেও পেনশন চালু করার পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে বলে জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। ২১শে সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের বঙ্গবন্ধু হলে দ্য সিনিয়র সিটিজেন্স সোসাইটির সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা জানান তিনি। তথ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের পরিকল্পনা আছে বেসরকারি খাতে পেনশন চালু করা। এখন তো শুধু সরকারি খাতে পেনশন চালু আছে। কিন্তু ইউরোপের যে দেশগুলো সামাজিক কল্যাণমূলক দেশ, সেখানে সব খাতে পেনশন চালু আছে। বেসরকারি উদ্যোক্তাকেও তার কর্মীর জন্য টাকা দিতে হয়। অর্থাৎ সব মানুষ পেনশন স্কিমের আওতায় আসবে।

৬৫ বছরের বেশি নাগরিকরা যাতে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা পান সেই লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে বলেও জানান তথ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, আমার স্পষ্ট মনে আছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বয়স যেদিন ৬০ বছর পূর্ণ হয়েছে, তিনি বললেন, আমার এখন ৬০ বছর, আমি বুড়ো হয়ে গেছি। বঙ্গবন্ধুকন্যা দেশের দুস্থ প্রবীণ নাগরিকদের কথা মাথায় রেখেই বয়স্ক ভাতা চালু করেছেন। প্রতিবছর বয়স্ক ভাতার পরিধি ও পরিমাণ বাড়ানো হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর পরিকল্পনা হচ্ছে বাংলাদেশ একটি সামাজিক কল্যাণমুখী রাষ্ট্র হবে, মানবিক রাষ্ট্র হবে। আমরা বাংলাদেশকে উন্নত করার পাশাপাশি একটি সামাজিক কল্যাণমুখী রাষ্ট্র হিসেবে গঠন করতে চাই। উন্নত দেশ গঠন করা আর কল্যাণমুখী মানবিক রাষ্ট্র গঠন করার মধ্যে ভিন্নতা আছে। গত সংসদে মা-বাবার ভরণপোষণ সম্পর্কে আইন পাস হয়েছে। কোনো সন্তান যদি বাবা-মায়ের প্রতি কর্তব্য পালন না করেন, তাহলে সেই আইন অনুযায়ী বাবা-মা এখন আদালতে যেতে পারেন এবং এটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এই আইনে মামলাও হচ্ছে। এই আইনটি সরকার করেছে।

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ ১৬ই সেপ্টেম্বর ২০১৯ আগরতলায় ১ম বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উৎসব ২০১৯-এর উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন। ত্রিপুরার কৃষি, পর্যটন ও পরিবহণ মন্ত্রী প্রণজিত সিংহ রায় এসময় উপস্থিত ছিলেন–পিআইডি

আগরতলায় আয়োজিত হলো প্রথম বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উৎসব

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বলেন, মুক্তিযুদ্ধের সময় ত্রিপুরার জনগণ শুধু রাজ্য নয়, বাংলাদেশিদের জন্য খুলে দিয়েছিল তাদের মনের দুয়ার। সে সময় ত্রিপুরার জনসংখ্যা ছিল ১৫ লাখ, সেখানে বাংলাদেশি শরণার্থীর সংখ্যাও ছিল ১৫ লাখ। বাংলাদেশ তাই সমগ্র ভারতের সঙ্গে ত্রিপুরার অবদানের কথাও চিরদিন স্মরণ করবে। ১৫ই সেপ্টেম্বর ভারতের আগরতলায় রবীন্দ্রশতবার্ষিকী মিলনায়তনে বাংলাদেশের তথ্য মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশ সহকারী হাইকমিশন, আগরতলা আয়োজিত 'প্রথম বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উৎসব, আগরতলা'র উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন।

চলচ্চিত্র প্রসঙ্গে তথ্যমন্ত্রী বলেন, চলচ্চিত্র জীবনের কথা বলে, সমাজের দর্পণ হিসেবে মানুষের হৃদয়কে আন্দোলিত করে, হাসায়, কাঁদায়, স্বপ্ন দেখায়, জীবনের নতুন নতুন দিক উন্মোচন করে। চলচ্চিত্র তার নির্মাণের সময়ের জীবনযাত্রাকে ইতিহাসে ধরে রাখে। তাই মানুষের কথা, মানুষের ভাবনা তুলে ধরতে চলচ্চিত্রের অবদান অনবদ্য। সেকারণে মানুষে-মানুষে সম্পর্ক জোরদার করতে চলচ্চিত্রের ভূমিকা অসামান্য। চলচ্চিত্র উৎসবও বন্ধুত্ব গড়তে তাৎপর্যমণ্ডিত। তিন দিনব্যাপী এ উৎসবে আমাদের বঙ্গবন্ধু, স্বাধীনতা কী করে আমাদের হলো, বিশ্ব আঙিনায় অমর একুশ, জাগে প্রাণ পতাকায়, জাতীয় সংগীতে, পুত্র, খাঁচা, ভুবন মাঝি, গেরিলাসহ মুক্তিযুদ্ধ ও সমকালীন জীবনভিত্তিক ২০টি চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়।

বঙ্গবন্ধুই বাংলাদেশ

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বলেন, বঙ্গবন্ধুই বাংলাদেশ। বাঙালির ইতিহাস প্রায় পাঁচ হাজার বছরের পুরনো হলেও তাদের কোনো জাতিরাষ্ট্র ছিল না। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই বাঙালির স্বতন্ত্র জাতিসত্তার উন্মেষ ঘটিয়ে একটি জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। নবাব সিরাজ উদ্দৌলাকে বাংলার শেষ নবাব বলা হলেও, তাঁর ভাষা ও তাঁর অন্দরের ভাষা বাংলা ছিল না। ১৪ই সেপ্টেম্বর আইসিসিআর মিলনায়তনে বাংলাদেশ উপহাইকমিশন আয়োজিত 'বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ' শীর্ষক চিত্রকর্ম প্রদর্শনী উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে একথা বলেন।

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশভিত্তিক এ চিত্রকর্ম প্রদর্শনী আয়োজনের জন্য উপহাইকমিশন ও আইসিসিআরকে ধন্যবাদ জানিয়ে তথ্যমন্ত্রী বলেন, যতদিন বাংলাদেশ থাকবে, ততদিন বাংলাদেশের মানুষ তাদের মুক্তিযুদ্ধে কলকাতা তথা ভারতের অবদান কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করবে। দু'দেশের চিত্রশিল্পীদের আঁকা ৪০টি চিত্রকর্ম তিনদিনব্যাপী এ প্রদর্শনীতে স্থান পায়। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন করপোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবদুল করিম, চলচ্চিত্র প্রকাশনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোহাম্মদ ইসতাক হোসেন, চলচ্চিত্র পরিচালক সমিতির সভাপতি মুশফিকুর রহমান গুলজার, তথ্যমন্ত্রীর একান্ত সচিব আরিফ নাজমুল হাসান, উপসচিব ইকরামুল হক, উপহাইকমিশনের প্রথম সচিব-প্রেস মোঃ মোফাখখারুল ইকবাল অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ ৬ই সেপ্টেম্বর ২০১৯ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'স্টেজ ফর ইয়ুথ'-এর উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন–পিআইডি

আন্তর্জাতিক সম্মেলন হবে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীতে

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বলেন, বঙ্গবন্ধুর শোষণহীন বিশ্ব গড়ে তোলার স্বপ্নকে সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে বিশ্বের প্রধান আট শহরে আয়োজন করা হবে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে আন্তর্জাতিক সম্মেলন। দেশের ভেতরেও এ রকম সম্মেলনের আয়োজন করা হবে। এতে বঙ্গবন্ধু সম্বন্ধে দেশে ও দেশের বাইরে আরো ভালোভাবে জানার সুযোগ সৃষ্টি হবে। ৯ই সেপ্টেম্বর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত মিডিয়া, প্রচার ও ডকুমেন্টেশন উপকমিটির ৪র্থ সভায় সভাপতির বক্তব্যে এসব কথা উল্লেখ করেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৫ই সেপ্টেম্বর ২০১৯ রাজশাহীর সারদায় বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি প্যারেড গ্রাউন্ডে ৩৬তম বিসিএস (পুলিশ) ব্যাচের শিক্ষানবিশ সহকারী পুলিশ সুপারদের প্রশিক্ষণ সমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে প্যারেড পরিদর্শন করেন–পিআইডি

উপকমিটির সদস্য-সচিব তথ্যসচিব আবদুল মালেক বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে চলচ্চিত্র ও বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে নানা রকমের অনুষ্ঠান নির্মাণ, কফি টেবিল বুক, পকেট বুক ইত্যাদি প্রচার সামগ্রী তৈরির পরিকল্পনা পেশ করেন। বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী বীরপ্রতীক, তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ মুরাদ হাসান এবং সভায় উপস্থিত সদস্যগণ বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে বঙ্গবন্ধুর প্রতি জনগণের ভালোবাসা প্রকাশে এই উদ্যোগগুলো সহায়ক হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

বৈপ্লবিক পরিবর্তনে তারুণ্যের ভূমিকা অনবদ্য

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বলেন, বাংলাদেশ ও সমগ্র বিশ্বে সকল বৈপ্লবিক পরিবর্তনে তারুণ্যের ভূমিকা অনবদ্য। বাহান্নর ভাষা আন্দোলন, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ, নব্বইয়ের গণ-আন্দোলনসহ সকল গণতান্ত্রিক সংগ্রামে দেশের তরুণদের ভূমিকা ছিল ঐতিহাসিক। তারা সংগ্রাম করেছে, যুদ্ধ করেছে, প্রয়োজনে বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিতে কুণ্ঠিত হয়নি। তারুণ্যই শক্তি। ৬ই সেপ্টেম্বর ঢাকায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'স্টেজ ফর ইয়ুথ' সংগঠনের উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা উল্লেখ করেন।

তথ্যমন্ত্রী আরো বলেন, ২০৪১ সালের মধ্যে যে উন্নত বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেখিয়েছেন, এই তরুণদের হাত ধরেই বাংলাদেশ তার স্বপ্নের ঠিকানায় শুধু পৌঁছেই যাবে না, সেই ঠিকানা অতিক্রম করতে পারবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজ বাংলাদেশকে উন্নতির যে সোপানে নিয়ে এসেছেন, তা নিয়ে আমরা বিশ্বের কাছে গর্ব করতে পারি। দেশকে এই অবিস্মরণীয় উন্নতির পথে ধাবমান রাখতে তরুণরা হবে এ দেশের অন্যতম প্রধান শক্তি উল্লেখ করে মন্ত্রী 'স্টেজ ফর ইয়ুথ'র উদ্‌বোধন ঘোষণা করেন।

প্রতিবেদন: শারমিন সুলতানা শান্তা

জাতীয় ঘটনার প্রতিবেদন

সারদায় প্রশিক্ষণ সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী

১৫ই সেপ্টেম্বর: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাজশাহীর সারদায় বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি প্যারেড গ্রাউন্ডে ৩৬তম বিসিএস ব্যাচের শিক্ষানবিশ সহকারী পুলিশ সুপারদের প্রশিক্ষণ সমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনকারীদের মধ্যে পদক বিতরণ করেন

বিশ্ব ওজোন দিবস

১৬ই সেপ্টেম্বর: বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও পরিবেশ অধিদপ্তরের উদ্যোগে নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হয় 'বিশ্ব ওজোন দিবস'। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ছিল– 'মন্ট্রিল প্রটোকল: ওজোনস্তর সুরক্ষার ৩২ বছর'

❑ ড. কালাম স্মৃতি আন্তর্জাতিক উৎকর্ষ পদক ২০১৯ গ্রহণ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে তাঁর হাতে পদকটি তুলে দেন ড. কালাম স্মৃতি ইন্টারন্যাশনালের প্রধান উপদেষ্টা টিপি শ্রীনিবাসন

রাজহংস উদ্‌বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী

১৭ই সেপ্টেম্বর: হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিমান বাংলাদেশের চতুর্থ ড্রিমলাইনার 'রাজহংস' উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

একনেক বৈঠক

এনইসি সম্মেলন কক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (একনেক) বৈঠকে মোট আটটি প্রকল্পের অনুমোদিত হয়। প্রকল্পগুলোর ব্যয় ধরা হয় আট হাজার ৯৬৮ কোটি টাকা

শিক্ষা দিবস পালিত

বিভিন্ন সংগঠন যথাযোগ্য মর্যাদায় বর্ণাঢ্য কর্মসূচি পালনের মধ্য দিয়ে সারা দেশে 'মহান শিক্ষা দিবস' পালন করে

বিশ্ব অ্যালঝেইমার্স দিবস

২১শে সেপ্টেম্বর: বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বিভিন্ন সংগঠন নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালন করে 'বিশ্ব অ্যালঝেইমার্স দিবস'। এবার দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল– 'আসুন অ্যালঝেইমার্স নিয়ে কথা বলি, কুসংস্কার দূরে রাখি'

বিশ্ব নদী দিবস পালিত

২২শে সেপ্টেম্বর: বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বিভিন্ন সংগঠন নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালন করে 'বিশ্ব নদী দিবস'। এবছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল– 'নদী একটি জীবন্ত সত্তা, এর আইনি অধিকার নিশ্চিত করুন'

মীনা দিবস পালিত

২৪শে সেপ্টেম্বর: বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও সরকারি- বেসরকারি সংগঠন নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালন করে 'মীনা দিবস'

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৭ই সেপ্টেম্বর ২০১৯ হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের চতুর্থ ড্রিমলাইনার 'রাজহংস'-এর উদ্বোধনের পর বিমানের অভ্যন্তর পরিদর্শন করেন এবং পাইলট ও ক্রুদের সাথে কথা বলেন–পিআইডি

প্রধানমন্ত্রীর ইউনিসেফের পুরস্কার গ্রহণ

২৬শে সেপ্টেম্বর: তরুণদের দক্ষতা উন্নয়নে ভূমিকার স্বীকৃতি হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'চ্যাম্পিয়ন অব স্কিল ডেভেলপমেন্ট ফর ইয়ুথ' পুরস্কারে ভূষিত করে জাতিসংঘের শিশু বিষয়ক তহবিল (ইউনিসেফ)। নিউইয়র্কে ইউনিসেফ ভবনে প্রধানমন্ত্রীর হাতে এ সম্মাননা তুলে দেন ইউনিসেফের নির্বাহী পরিচালক হেনরিয়েটা ফোর। ইউনিসেফকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেখ হাসিনা এই সম্মাননা বাংলাদেশের মানুষ, বিশেষ করে দেশের ও বিশ্বের সব শিশুকে উৎসর্গ করেন

বিশ্ব পর্যটন দিবস পালিত

২৭শে সেপ্টেম্বর: বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বিভিন্ন সংগঠন নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালন করে 'বিশ্ব পর্যটন দিবস'। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ছিল– 'ভবিষ্যতের উন্নয়নে, কাজের সুযোগ পর্যটনে'

জাতিসংঘে ভাষণে প্রধানমন্ত্রী

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭৪তম অধিবেশনের ভাষণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্বনেতাদের উদ্দেশে বলেন, রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে অনিশ্চয়তার বিষয়টি যেন সকলে অনুধাবন করেন। এ সমস্যা এখন আর বাংলাদেশে রোহিঙ্গা ক্যাম্পের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে না। সকল প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বিষয়টি এখন আঞ্চলিক নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে

প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন

২৮শে সেপ্টেম্বর: উৎসবমুখর পরিবেশে উদ্‌যাপিত হয় প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার ৭৩তম জন্মদিন

বিশ্ব তথ্য অধিকার দিবস

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও যথাযোগ্য কর্মসূচিতে পালিত হয় 'বিশ্ব তথ্য অধিকার দিবস'। এবার দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল– 'তথ্য সবার অধিকার, থাকবে না কেউ পেছনে আর'

বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হয় 'বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস'। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ছিল– 'জলাতঙ্ক নির্মূলে টিকাদানই মুখ্য'

বিশ্ব হার্ট দিবস

২৯শে সেপ্টেম্বর: বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নানা আয়োজনে পালিত হয় 'বিশ্ব হার্ট দিবস'। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল– 'আমার হার্ট, তোমার হার্ট, সুস্থ রাখতে অঙ্গীকার করি এক সাথে'

জাতীয় কন্যাশিশু দিবস

৩০শে সেপ্টেম্বর: বিভিন্ন সংগঠন নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালন করে 'জাতীয় কন্যাশিশু দিবস'। এ বছর দিবসের প্রতিপাদ্য ছিল– 'কন্যাশিশুর অগ্রযাত্রা, দেশের জন্য নতুন মাত্রা'

আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস

১লা অক্টোবর: সারাবিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশেও যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয় 'আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস'। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল– 'বয়সের সমতার পথে যাত্রা'

জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস

২রা অক্টোবর: নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হয় 'জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস'। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল– 'বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় উৎপাদনশীলতা'

❑ রাজধানীর একটি হোটেলে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের মাধ্যমে টিভি চ্যানেলের বাণিজ্যিক সম্প্রচার কার্যক্রম উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

প্রতিবেদন: আখতার শাহীমা হক

আন্তর্জাতিক : বিশেষ প্রতিবেদন

রাবাব ফাতিমা জাতিসংঘের নতুন স্থায়ী প্রতিনিধি

জাপানে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমাকে নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে সরকার। ১৮ই সেপ্টেম্বর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায়।

জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত মাসুদ বিন মোমেনের স্থলাভিষিক্ত হবেন রাবাব ফাতিমা। বিসিএস পররাষ্ট্র ক্যাডারের ১৯৮৬ ব্যাচের কর্মকর্তা রাবাব ফাতিমা নিউইয়র্ক, জেনেভা, কলকাতা ও বেইজিং-এ বাংলাদেশ মিশনে বিভিন্ন পদে কাজ করেছেন। তিনি লিয়েনে লন্ডনে কমনওয়েলথ সচিবালয় এবং আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার (আইওএম) দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক প্রতিনিধি হিসেবে ঢাকায় এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার আঞ্চলিক সমন্বয়কারী ও পরামর্শক হিসেবে ব্যাংকক-এ দায়িত্ব পালন করছেন। তার স্বামী কাজী ইমতিয়াজ হোসেন প্যারিসে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

রোহিঙ্গা নিপীড়নের বিচারের আহ্বান জানিয়ে ইইউ-ওআইসির যৌথ প্রস্তাব

রোহিঙ্গা ও মিয়ানমার ইস্যুতে জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদে যৌথভাবে প্রস্তাব এনেছে ইউরোপের ২৮টি দেশের জোট ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) এবং মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ ৫৭টি দেশের জোট ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা (ওআইসি)। জাতিসংঘের তদন্ত দলের প্রতিবেদনে রোহিঙ্গাসহ সংখ্যালঘু ধর্মীয় ও নৃগোষ্ঠীগুলোর ওপর মিয়ানমার বাহিনীর গণহত্যা, মানবতাবিরোধী অপরাধ ও যুদ্ধাপরাধের সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ওঠায় এ প্রস্তাব এনেছে ইইউ ও ওআইসি। প্রস্তাবে রোহিঙ্গা নিপীড়নের জবাবদিহি নিশ্চিত করার পাশাপাশি রোহিঙ্গা সংকটের মূল কারণ রাষ্ট্রহীনতা দূর করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

প্রস্তাবটির বিষয়ে ১৯শে সেপ্টেম্বর মানবাধিকার পরিষদের সদস্যদের জানানো হয়েছে বলে কূটনৈতিক সূত্রে জানা যায়। প্রস্তাবে মোট ২৫টি অনুচ্ছেদ আছে। সেখানে মিয়ানমারে মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ জানানোর পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন লঙ্ঘনের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের জবাবদিহি নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তা পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে প্রত্যাবাসন চুক্তির আলোকে রোহিঙ্গাদের নিজ দেশে ফেরার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির উদ্যোগ নিতেও মিয়ানমারের প্রতি আহ্বান রয়েছে প্রস্তাবটিতে।

প্রতিবেদন: সাবিনা ইয়াসমিন

উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

ভারতে এখন থেকে বিটিভি দেখা যাবে

গণমাধ্যম ও যোগাযোগ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সম্পর্ক জোরদারের প্রত্যাশায় ভারতে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ টেলিভিশনের (বিটিভি) সম্প্রচার উদ্‌বোধন করা হয়েছে। ৩রা সেপ্টেম্বর ঢাকায় রামপুরাস্থ বিটিভির প্রধান কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ভারতে বিটিভির সম্প্রচার উদ্‌বোধন করেন তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ।

এই প্রথমবারের মতো বিটিভি ভারতে সম্প্রচার এবং একইসঙ্গে ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত দূরদর্শন বাংলাদেশে-এর অনুষ্ঠান সম্প্রচারের সুযোগ পেল। ঐদিন ভারতীয় সময় সকাল ৯টা এবং বাংলাদেশ সময় সাড়ে ৯টায় ভারতে বিটিভির সম্প্রচার শুরু হয়। ফলে ভারতের সকল মানুষ এখন থেকে ২৪ ঘণ্টা বিটিভি দেখতে পারবে। এই দিনটিকে ঐতিহাসিক উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তাঁর ভারতীয় প্রতিপক্ষ নরেন্দ্র মোদির দূরদর্শী চিন্তার ফলে এটি সম্ভব হয়েছে। দুই দেশের সম্পর্কে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বিগত ১০ বছরে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক নতুন মাত্রায় পৌঁছেছে। আর সেই সম্পর্ক আরো নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে ভারতে বিটিভির এই সম্প্রচার। দুই দেশের মানুষে মানুষের সম্পর্ক আরো দৃঢ় হবে।

২০১৫ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাংলাদেশ সফরের সময় তারা বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে একটি চুক্তির মাধ্যমে সেখানে বিটিভি সম্প্রচারের যৌথ ঘোষণা দেন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে এ বছর ৭ই মে দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি ওয়ার্কিং চুক্তি সম্পাদিত হয়। এখন দুই দেশের মানুষ একে অপরের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্পর্কে জানতে পারবে।

রপ্তানি হচ্ছে বাংলাদেশের কৃষিপণ্য

বর্তমানে বিশ্বের ১২১টি দেশে বাংলাদেশ কৃষিপণ্য রপ্তানি হচ্ছে। গত ছয় অর্থবছরে এ খাত থেকে মোট আয় হয়েছে ৩৫৫ কোটি ৬৫ মার্কিন ডলার। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

বর্তমানে দেশ থেকে চা, সবজি, তামাক, ফুল, ফল, মশলা, শুকনো খাবারসহ বিভিন্ন ধরনের কৃষিপণ্য রপ্তানি হয়। আর এসব পণ্যের মধ্যে সবচেয়ে বেশি রপ্তানি হয় সবজি জাতীয় কৃষিপণ্য। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া, কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মালয়েশিয়া, মরিশাস, ভারত, সুইডেন, হংকং, ইন্দোনেশিয়া, ফ্রান্স, কুয়েত, ভুটান, সিয়েরা লিওন, সেনেগালসহ ১২১টি দেশে বাংলাদেশের কৃষিপণ্য রপ্তানি হয়। সেই লক্ষ্যে বিদ্যমান রপ্তানি নীতিতে কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে।

তথ্যভাণ্ডার সুরক্ষায় পাসওয়ার্ড

জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্যভাণ্ডারের (সার্ভার) সুরক্ষায় 'ওয়ান টাইম' পাসওয়ার্ড' (ওটিপি) পদ্ধতি চালু করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। ২২শে সেপ্টেম্বর থেকে ওটিপি ছাড়া ইসির কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী ভোটার তথ্যভাণ্ডারে ঢুকতে পারছেন না। ডাটা এন্ট্রি অপারেটর, প্রুফ রিডার বা উপজেলা/থানার কোনো কর্মকর্তা সার্ভারে ঢুকতে চাইলে তাকে আগে ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিতে হবে। ফিঙ্গারপ্রিন্ট অনুমোদিত হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে পাসওয়ার্ড দিতে হবে। পাসওয়ার্ড অনুমোদিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্বপ্রাপ্ত উপজেলা/থানা নির্বাচন কর্মকর্তার ই-মেইল অথবা মোবাইল ফোনে ওটিপি যাবে। সেই ওটিপি সংশ্লিষ্ট কর্মী বা কর্মকর্তা দিলে তবেই ঐ ব্যক্তি সার্ভারে ঢুকতে পারবেন।

তেইশ দিন ইলিশ ধরা বন্ধ

ইলিশের প্রজনন বাড়াতে ৯ই অক্টোবর থেকে ৩১শে অক্টোবর মোট ২৩ দিন সাগরে ইলিশ মাছ ধরায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী আশরাফ আলী খান খসরু ৮ই সেপ্টেম্বর সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত এ-সংক্রান্ত এক বৈঠক শেষে এ কথা জানান।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, ইলিশ জাতীয় মাছ। বরাবরের মতো এবারও ইলিশের প্রজনন যাতে বাড়ে এবং সবাই যেন ইলিশ খেতে পারে, সে জন্য ইলিশ ধরা বন্ধ রাখা হবে। এই সময়ে জেলেদের নগদ অর্থ ও খাদ্য সহায়তা দেওয়া হবে বলে জানান তিনি। নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে কেউ ইলিশ ধরার চেষ্টা করলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন তিনি।

প্রতিবেদন: শাহানা আফরোজ

ডিজিটাল বাংলাদেশ

১০ কোটি নাগরিকের আইডি ভেরিফায়েড

দেশের ১০ কোটি নাগরিকের পরিচয়পত্র (আইডি) যাচাই-বাছাইয়ের পর ভেরিফায়েড হচ্ছে। এ সকল আইডির তালিকা রয়েছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিভাগের কাছে। ১৫ই সেপ্টেম্বর জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) যাচাইয়ে 'পরিচয় ডট গভ ডট বিডি' পোর্টালের সঙ্গে ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেডের (ইবিএল) এক চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক এ কথা জানান।

এ চুক্তির মাধ্যমে বেসরকারি খাতের ব্যাংক হিসেবে প্রথম পোর্টালটির সঙ্গে ইবিএল যুক্ত হলো। এ চুক্তির ফলে ইবিএল একটি নির্দিষ্ট আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করবে। যার মাধ্যমে পরিচয় পোর্টাল থেকে গ্রাহকদের বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা, পুলিশ ভেরিফিকেশন রিপোর্ট, পাসপোর্টের তথ্য, স্বাক্ষর, ছবি, বায়োমেট্রিক (আঙুলের ছাপ), কর শনাক্তকরণ নম্বরের (টিআইএন) তথ্য এবং সিআইবি (ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো) তথ্যসহ বিভিন্ন ধরনের তথ্য পাবে।

আইসিটি প্রতিমন্ত্রী আরো জানান, একজন নাগরিককে ডিজিটাল সেবা দেওয়ার জন্য প্রয়োজন মূলত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রথম শর্ত হলো, ভেরিফায়েবল আইডি থাকতে হবে। দ্বিতীয়ত,

প্রযুক্তির কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ

ডিজিটাল পেমেন্ট প্ল্যাটফর্ম। তৃতীয়ত, ইন্টার-অপারেবলিটি। এ তিনটি শর্ত পূরণ করা গেলে সব কার্যক্রম শতভাগ ডিজিটাল করা সম্ভব। আমাদের প্রায় ১০ কোটি নাগরিকের ডিজিটাল ভেরিফায়েড তথ্য এখন আমাদের কাছে আছে। ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ (এনপিএস) আছে। উপদেষ্টার নির্দেশনায় আমরা ইন্টার অপারেবল ডিজিটাল ট্রানজেকশন প্ল্যাটফর্ম করছি। এর ফলে, একটা প্ল্যাটফর্ম থেকে আরেকটা প্ল্যাটফর্মে টাকার লেনদেন করা যাবে।

বাংলাদেশের ডিজিটাইজেশনের জ্ঞান নেবে ফিলিপাইন

বাংলাদেশের দ্রুত ডিজিটাইজেশনের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে ফিলিপাইনের বংশামারুতে কাজে লাগানোর আগ্রহ প্রকাশ করেছেন বংশামারুর প্রাদেশিক ইন্টেরিয়র অ্যান্ড লোকাল গভর্নমেন্ট নাহিন জি সিনারিম্বো। ১৯শে সেপ্টেম্বর ঢাকার পূর্বাণী হোটেলে এটুআইয়ের উদ্যোগে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের 'ডিজিটাল সার্ভিস ডিজাইন ল্যাব' কর্মশালায় বিশেষ অতিথি ফিলিপাইনের প্রাদেশিক মন্ত্রী এ কথা বলেন।

নাহিন জি সিনারিম্বো জানান, গত ১০ বছরে বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতের ফিজিক্যাল রূপান্তর ও উদ্ভাবনে অভূতপূর্ব অগ্রগতি হয়েছে। বাংলাদেশের দ্রুত ডিজিটাইজেশনের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে ফিলিপাইনের বংশামারুতে কাজে লাগাতে চান তিনি। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ঝুঁকি এড়ানোর মোকাবিলায় বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে যৌথভাবে কাজে আগ্রহী তার দেশ।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক ১৯শে সেপ্টেম্বর ২০১৯ ঢাকায় হোটেল পূর্বাণীতে 'ডিজিটাল সার্ভিস ডিজাইন ল্যাব' শীর্ষক কর্মশালার সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন-পিআইডি

প্রযুক্তির কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে নানা আয়োজন

তথ্যপ্রযুক্তিতে নারীর আগ্রহ তৈরি ও দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রযুক্তির কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে বাংলাদেশ ওপেন সোর্স নেটওয়ার্ক (বিডিওএসএন) সিলেট ও দিনাজপুরে নানা উদ্যোগের আয়োজন করে। ১৪ই সেপ্টেম্বর থেকে ২১শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই উদ্যোগটি অনুষ্ঠিত হয়। সিলেট ও দিনাজপুরের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় বিডিওএসএন'র এই আয়োজনে ছিল নারী শিক্ষার্থীদের জন্য প্রোগ্রামিং ক্যাম্প ও কনটেস্ট, আইসিটি ক্যাম্প এবং কর্মক্ষেত্রে প্রবেশে প্রস্তুতির জন্য প্রশিক্ষণ কর্মশালা ইত্যাদি। ১৪ই সেপ্টেম্বর সকালে সিলেটের মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটিতে অনুষ্ঠিত গ্রেস হপার গার্লস প্রোগ্রামিং ক্যাম্পের মাধ্যমে এই আয়োজন শুরু হয়। এখানে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে। প্রোগ্রামিং-এর প্রাথমিক ধারণা ও প্রোগ্রামিং কনটেস্টে অংশগ্রহণের ওপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। এছাড়া অনলাইন কনটেস্টে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে বিজয়ীদের ক্রেস্ট ও সনদ প্রদান করা হয়।

তথ্যপ্রযুক্তিতে নারীদের উদ্বুদ্ধকরণ এবং তথ্যপ্রযুক্তির কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ওপেন সোর্স নেটওয়ার্ক 'এনাবলিং সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস ফর বাংলাদেশ-এসডি৪ জিবিডি' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের নারী শিক্ষার্থীদের নিয়ে কার্যক্রমগুলো পরিচালনা করছে।

প্রতিবেদন: সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি ১৮ই সেপ্টেম্বর ২০১৯ হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে সিআইপি (রপ্তানি) ও সিআইপি (ট্রেড) ২০১৭-এর কার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন–পিআইডি

শিল্প-বাণিজ্য : বিশেষ প্রতিবেদন

১৮২ জন ব্যবসায়ীকে সিআইপি কার্ড দিয়েছে সরকার

পণ্য রপ্তানিতে অবদান রাখার জন্য ১৩৬ জন ব্যবসায়ীকে বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বা সিআইপি কার্ড দিয়েছে সরকার। তাছাড়া বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠনের ৪৬ জন নেতা সিআইপি কার্ড পেয়েছেন। সব মিলিয়ে ২০১৭ সালে রপ্তানি বাণিজ্যে অবদান ও বাণিজ্য সংগঠনে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য ১৮২ জন ব্যবসায়ীকে সিআইপি কার্ড দিয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।

রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে ১৮ই সেপ্টেম্বর আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি তোফায়েল আহমেদ ব্যবসায়ীদের হাতে সিআইপি কার্ড তুলে দেন।

সিআইপি কার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি সিআইপি সংক্রান্ত নীতিমালা সংশোধনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, ২০১৩ সালে নীতিমালা করার পর গত ছয় বছরে দেশের পণ্য রপ্তানি বেড়েছে। অর্থনীতি শক্তিশালী হয়েছে। তাই সিআইপি কার্ডের সংখ্যা বাড়াতে হবে।

তিনি আরো বলেন, ব্যবসায়ীদের উৎসাহ দিতে আমরা তাদের কাজের স্বীকৃতি দিতে চাই, প্রশংসা করতে চাই। ভবিষ্যতে পণ্যের মান ও রপ্তানি পরিমাণের ভিত্তিতে সিআইপি নির্বাচন করা হবে।

বাংলাদেশ মডেল এবার ভারতে

বাংলাদেশ মডেল অনুসরণ করে ভারতে রপ্তানিমুখী পোশাক কারখানার নিরাপত্তা নিশ্চিতে পরিদর্শন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। দ্য লাইফ অ্যান্ড বিল্ডিং সেফটি (ল্যাবস) নামের এই উদ্যোগটি বাস্তবায়ন করছে ডাচ প্রতিষ্ঠান আইডিএইচ সাসটেইনেবল ট্রেড ইনিশিয়েটিভ। বিদেশি ব্র্যান্ডের সাথে মিলে দেশটির উদ্যোক্তারা এটি করেছেন।

এই উদ্যোগটির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ছয়টি বিদেশি ব্র্যান্ড ও ক্রেতা প্রতিষ্ঠান। যেগুলো হচ্ছে– বেস্ট সেলার, গ্যাপ ইনকরপোরেট, পিভিএইচ, টার্গেট, ভিএফ করপোরেশন ও ওয়ালমার্ট। সিসিসি জানিয়েছে, পোশাক কারখানা পরিদর্শনে বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা অনুসরণ করে ভারতে ল্যাবসের কার্যক্রম চলবে। শ্রমিকের নিরাপত্তার পাশাপাশি তাদের অধিকার নিশ্চিতেও কাজ করবে ল্যাবস।

প্রতিবেদন: মো. জামাল উদ্দিন

শিক্ষা : বিশেষ প্রতিবেদন

প্রতি বিভাগে হবে মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৮ই সেপ্টেম্বর গাজীপুরে শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব মেমোরিয়াল কেপিজে স্পেশালিস্ট হসপিটাল অ্যান্ড নার্সিং কলেজে প্রথম স্নাতক সমাপনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী পেশাদারিত্ব ও মানবিকতার সঙ্গে চিকিৎসা সেবা দিতে চিকিৎসকদের প্রতি আহ্বান জানান এবং দেশের প্রতিটি বিভাগে একটি করে মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় করার ঘোষণা দেন। এছাড়া গাজীপুরে একটি মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনার কথাও উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী।

গাজীপুরের কাশিমপুর তেঁতুইবাড়িতে ১৮ই সেপ্টেম্বর ২০১৯ শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব মেমোরিয়াল কেপিজে নার্সিং কলেজের ১ম স্নাতক সমাপনী অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের মাঝে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর ছোটো বোন শেখ রেহানা–পিআইডি

পাবলিক পরীক্ষায় সর্বোচ্চ গ্রেড হবে জিপিএ-৪

পাবলিক পরীক্ষায় সর্বোচ্চ জিপিএ-৫-এর বর্তমান গ্রেডিং পদ্ধতি সংশোধন করে বর্তমান গ্রেডিং পদ্ধতি সংশোধন করে জিপিএ-৪-এর খসড়া চূড়ান্ত করেছে সরকার। এর মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জেএসসি পর্যন্ত একই গ্রেডিং পদ্ধতি বাস্তবায়ন করা হবে। ৮ই সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনির উপস্থিতিতে গ্রেডিং পদ্ধতি পরিবর্তন সংক্রান্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক সভায় এ খসড়া প্রস্তাব চূড়ান্ত করা হয়। নতুন প্রস্তাব অনুযায়ী জেএসসি-জেডিসি, এসএসসি সমমান, এইচএসসি সমমান পরীক্ষায় নম্বরের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ জিপিএ-৪ করা হবে।

২০২০ সাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা হবে

শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেন, দেশের সব পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে ২০২০ সাল থেকে সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ৮ই সেপ্টেম্বর একাদশ জাতীয় সংসদের চতুর্থ অধিবেশনে চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩ আসনের সাংসদ মো. হারুনুর রশীদের প্রশ্নের জবাবে এ তথ্য দেন তিন। ইতোমধ্যে দেশের পাবলিক কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সমন্বিত পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষা নিতে কার্যক্রম শুরু করেছে বলে উল্লেখ করেন শিক্ষামন্ত্রী।

প্রতিবেদন: মো. সেলিম

নারী : বিশেষ প্রতিবেদন

সরকারি চাকরিতে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ছে

সরকারি চাকরিতে নারীর অংশগ্রহণ দিন দিন বাড়ছে। বর্তমানে সরকারি চাকরিজীবীদের মধ্যে ২৭ শতাংশ নারী, যা সাত বছর আগে ছিল ২১ শতাংশ। অর্থাৎ সাত বছরের ব্যবধানে এই হার ৬ শতাংশ বেড়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সংস্কার ও গবেষণা অনুবিভাগের উদ্যোগে এ বছর প্রকাশিত 'স্ট্যাটেসটিকস অব সিভিল অফিসার্স অ্যান্ড স্টাফ ২০১৮' শীর্ষক প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে।

প্রতিবেদন তথ্য বলছে, দেশে মোট সরকারি চাকরিজীবীর সংখ্যা ১৩ লাখ ৯১ হাজার ৫৫ জন। এর মধ্যে ৩ লাখ ৭৫ হাজার ৭৮৭ জন নারী। প্রথম শ্রেণির মোট চাকরিজীবী আছেন ১ লাখ ৬৩ হাজার ৭৮৫ জন। এর মধ্যে নারী কর্মকর্তা ৩১ হাজার ৪৩২ জন, যা ১৯ শতাংশের একটু বেশি। দ্বিতীয় শ্রেণির মোট ১ লাখ ২৫ হাজার ৩৩ জন চাকরিজীবীর মধ্যে নারী কর্মকর্তা আছেন ৪১ হাজার ৭৮২ জন। যা ৩৩ শতাংশের বেশি। তৃতীয় শ্রেণিতে মোট ৮ লাখ ৪৭ হাজার ৪৩৩ জন চাকরিজীবীর মধ্যে ২ লাখ ৫৩ হাজার ২৯৫ জন নারী। এতে নারীর হার প্রায় ৩০ শতাংশ। চতুর্থ শ্রেণিতে নারী আছেন ১৯ শতাংশের সামান্য বেশি। এই শ্রেণিতে মোট ২ লাখ ৫৪ হাজার ৮০৪ জন চাকরিজীবীর মধ্যে ৪৯ হাজার ২৭৮ জন নারী রয়েছেন। উল্লেখ্য, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের এ প্রতিবেদনটিতে ২০১৭ সাল পর্যন্ত তথ্য হালনাগাদ করা হয়েছে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান হলেন নাছিমা বেগম

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাবেক জ্যেষ্ঠ সচিব নাছিমা বেগম। ২২শে সেপ্টেম্বর জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের

এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

মাতৃত্বকালীন ছুটি ৮ মাস হচ্ছে

মাতৃত্বকালীন ছুটি ছয় মাস থেকে বাড়িয়ে আট মাস করা হবে বলে জানিয়েছেন জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার মো. ফজলে রাব্বী মিয়া। ১২ই সেপ্টেম্বর জাতীয় সংসদে শিশু অধিকার বিষয়ক সংসদীয় 'ককাস ও চাইল্ড রাইটস অ্যাডভোকেসি কোয়ালিশন ইন বাংলাদেশ' আয়োজিত মতবিনিময় সভায় এ কথা বলেন তিনি।

স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী ২রা সেপ্টেম্বর ২০১৯ মালদ্বীপের মালেতে 'চতুর্থ সাউথ এশিয়ান স্পিকার্স সামিট'-এর দ্বিতীয় দিনে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত সেশনে মডারেটরের দায়িত্ব পালন করেন–পিআইডি

জলবায়ু সেশনে সঞ্চালকের দায়িত্বে স্পিকার শিরীন শারমিন

মালদ্বীপের মালেতে এবারের চতুর্থ সাউথ এশিয়ান স্পিকার্স সামিট-এ জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত সেশনে সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী। সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ ২রা সেপ্টেম্বর সেশনটিতে তিনি এ দায়িত্ব পালন করেন।

অ্যামনেস্টি পুরস্কার পেয়েছে কিশোরী গ্রেটা

যুক্তরাজ্যের লন্ডনভিত্তিক মানবাধিকার বিষয়ক বেসরকারি সংস্থা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের 'অ্যাম্বাসেডর অব কনশেন্স' পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে সুইডেনের পরিবেশকর্মী কিশোরী গ্রেটা থুনবার্গ এবং তার গড়ে তোলা আন্দোলন 'ফ্রাইডেস ফর ফিউচার'। ১৬ই সেপ্টেম্বর ওয়াশিংটনে গ্রেটার হাতে এ পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিপর্যয় ঠেকাতে জরুরি পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন বিষয়টি তুলে ধরার জন্য গ্রেটা ও তার সংগঠন এ পুরস্কার পেয়েছে।

চারবার ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিলেন সারাহ

৩৭ বছর বয়সি সারাহ টমাস নামে যুক্তরাষ্ট্রের এক নারী বিরতিহীন সাঁতারে চারবার ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়ে রেকর্ড গড়েছেন। এক সঙ্গে চারবার ইংলিশ চ্যানেল পাড়িতে তিনিই প্রথম।

প্রতিবেদন: জান্নাতে রোজী

বিনিয়োগ: বিশেষ প্রতিবেদন

দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অর্থনৈতিক করিডোর তৈরির উদ্যোগকে স্বাগত জানান পরিকল্পনামন্ত্রী

বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অর্থনৈতিক করিডোর তৈরির উদ্যোগকে স্বাগত জানান পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান। তিনি বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। এই উদ্যোগকে সফল করতে অবকাঠামো গড়ে তোলাসহ সুযোগ-সুবিধা কীভাবে দেওয়া যায়, সে প্রচেষ্টা করা হবে। মন্ত্রী ৮ই সেপ্টেম্বর ২০১৯ ঢাকায় স্থানীয় এক হোটেলে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক যৌথভাবে আয়োজিত 'বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অর্থনৈতিক করিডোর উন্নয়ন' বিষয়ক এক পরামর্শক কর্মশালায় একথা বলেন। মন্ত্রী এ অঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্য সহজতর করার জন্য প্রতিবেশী দেশগুলোর ইতিবাচক চিন্তাভাবনা করা দরকার বলে মনে করেন।

অটোমোবাইল খাতে জাপানি উদ্যোক্তাদের প্রতি যৌথ বিনিয়োগের পরামর্শ

বাংলাদেশের অটোমোবাইল শিল্প খাতে জাপানি উদ্যোক্তাদেরকে যৌথ বিনিয়োগের পরামর্শ দিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন। তিনি বলেন, জাপানের উদ্যোক্তারা ইতোমধ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সাথে যৌথভাবে মোটরসাইকেল, সারসহ বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ করেছে।

জাপান এক্সটার্নাল ট্রেড অর্গানাইজেশন (JETRO) প্রেসিডেন্ট ইয়াসুচি আকাহুসি (Yasushi Akahoshi) ৮ই সেপ্টেম্বর ২০১৯ মন্ত্রণালয়ে শিল্পমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলে তিনি এ কথা বলেন। এ সময় শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব বেগম পরাগ, জেট্রোর বাংলাদেশ প্রতিনিধি ওজি আন্দোসহ (Yuji Ando) শিল্প মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। সাক্ষাৎকালে বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যে শিল্প খাতে দ্বিপাক্ষিক বিনিয়োগ ও সহায়তার বিষয়ে আলোচনা হয়।

শিল্পমন্ত্রী জাপানের সাথে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কথা তুলে ধরে বলেন, বঙ্গবন্ধুর জাপান সফরের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ-জাপান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাম্প্রতিক জাপান সফর এ সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেছে। গুণগতমানের কারণে জাপানি পণ্যের প্রতি বাংলাদেশের জনগণের আস্থা রয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, জাপানি উদ্যোক্তারা বাংলাদেশের অটোমোবাইল, জ্বালানি, মোটরসাইকেল, ম্যানুফ্যাকচারিং ও এসএমই খাতে বিনিয়োগে এগিয়ে আসতে পারে।

নূরুল মজিদ মাহমুদ অটোমোবাইল খাতে ভেন্ডর ডেভেলপমেন্টের জন্য জাপানি উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগের পরামর্শ দেন। জাপানের উদ্যোক্তাদের চাহিদা অনুযায়ী বাংলাদেশ থেকে দক্ষ জনবল আমদানি করতে জেট্রোর প্রেসিডেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জাপানি কারিগরি সহায়তায় বাংলাদেশে একটি স্কিল ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট স্থাপনের তাগিদ দেন শিল্পমন্ত্রী।

জেট্রো প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশের সাম্প্রতিক আর্থসামাজিক অগ্রগতির প্রশংসা করে বলেন, জাপান শুরু থেকেই বাংলাদেশের সাথে

শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূনের সঙ্গে ৮ই সেপ্টেম্বর ২০১৯ তার মন্ত্রণালয়ের অফিসকক্ষে বাংলাদেশে সফররত জাপান এক্সটার্নাল ট্রেড অর্গানাইজেশনের প্রেসিডেন্ট Yasushi Akahoshi সাক্ষাৎ করেন–পিআইডি

অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করছে। জাপানি কোম্পানিগুলো দীর্ঘদিন ধরে এদেশে সুনামের সাথে কনজ্যুমার প্রোডাক্টস্ বাজারজাত করে আসছে। এদেশের শিল্প খাতে জাপানি উদ্যোক্তারা বিনিয়োগ বাড়াতে আগ্রহী বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বাংলাদেশে জাপানি বিনিয়োগের ক্ষেত্র প্রসারে সরকারের সহায়তা কামনা করেন। এ বিনিয়োগ সম্প্রসারণে বর্তমান সরকারের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে বলে মন্ত্রী এসময় আশ্বাস প্রদান করেন।

প্রতিবেদন: এস আর সবিতা

১০৯ সামাজিক নিরাপত্তা : বিশেষ প্রতিবেদন

দুর্যোগ সহনীয় গৃহ পেল ১০১টি পরিবার

ভোলায় যাদের জমি আছে ঘর নেই এমন ১০১টি দরিদ্র পরিবারকে সরকারিভাবে গৃহ নির্মাণ করে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ১লা জুলাই শুরু হয়ে ১৫ই সেপ্টেম্বর এসব ঘরের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। প্রতিটি ঘর নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ২ লাখ ৫৮ হাজার ৫৩১ টাকা। ৩০০ স্কয়ার ফিট জমির ওপর নির্মিত এসব ঘর ২ কক্ষ বিশিষ্ট। চারদিকে পাকা ওয়াল এবং উপরে সবুজ রঙের টিন, সামনে খোলা বারান্দা পেছনে লবিসহ বাথরুম, টয়লেট ও রান্নাঘরের ব্যবস্থা রয়েছে।

জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা এবিএম আকরাম হোসেন বলেন, আমাদের সমাজে অনেক অসচ্ছল ও অসহায় পরিবার আছে, যাদের সামান্য জমি থাকলেও ভালো গৃহ নির্মাণের সামর্থ্য নেই। সেসব পরিবারের জন্যই প্রধানমন্ত্রী উদ্যোগ নিয়ে এসব ঘর করে দিয়েছেন।

ভোলায় দুর্যোগ সহনীয় গৃহ

তিনি আরো বলেন, এসব ঘর দুর্যোগ সহনশীল। ২২০ কিলোমিটার বেগে বাতাসের মধ্যে এসব ঘর টিকে থাকার সক্ষমতা রয়েছে। ফলে মানুষের দুর্ভোগ কমে জান-মাল রক্ষা পাবে। এর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগ কেউ গৃহহীন থাকবে না, সেটা বাস্তবায়ন হচ্ছে। অন্যদিকে গরিব মানুষ উপকৃত হচ্ছেন। একইসঙ্গে গৃহ প্রাপ্তির ফলে সমাজের অবহেলিত এসব মানুষের সামাজিক মর্যাদাও বৃদ্ধি পেয়েছে। ভোলা জেলার মোট ১০১টি ঘরের মধ্যে সদর উপজেলায় ২৩টি, বোরহানউদ্দিনে ১৩টি, দৌলতখানে ১৪টি, লালমোহনে ১২টি, তজুমদ্দিনে ১০টি, চরফ্যাশনে ১৪টি ও মনপুরায় ১৫টি ঘর নির্মিত হয়েছে।

ঘর পাওয়া তফুরা খাতুন বলেন, বহু আগেই স্বামীর রেখে যাওয়া ঘর ভেঙে গেছে। ঘর মেরামত করার সামর্থ্য ছিল না। এতদিন থেকেছেন ছেলেদের সংসারে। এখন ঘর পেয়ে পরিবারের অন্যদের কাছে তার মর্যাদাও বেড়েছে। এজন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ জানান।

স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক মহমুদুর রহমান জানান, দুর্যোগ সহনীয় গৃহ নির্মাণ প্রকল্প প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কর্মসূচি। কারণ ভোলা উপকূলীয় এলাকা হওয়ায় এখানে প্রায় সময় প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দেয়। দুর্যোগে এসব ঘর খুবই কাজে লাগবে। ভবিষ্যতে এ জেলায় দুর্যোগ সহনীয় আরো গৃহ নির্মাণ করা হবে।

প্রতিবেদন: মেজবাউল হক

কৃষি : বিশেষ প্রতিবেদন

ব্রি'র সেঞ্চুরি ধানের নতুন জাত উদ্ভাবনে

ধানের নতুন জাত উদ্ভাবনে অনন্য রেকর্ড স্থাপন করেছেন বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) বিজ্ঞানীরা। ১৯শে সেপ্টেম্বর রেকর্ডটি করেন তারা। ব্রি ধান-৯৩, ৯৪ ও ৯৫ প্রজাতির নতুন ও হাইব্রিড ছয় প্রজাতির ধান চাষের জন্য অবমুক্ত ঘোষণার মধ্য দিয়ে ধানের নতুন জাত উদ্ভাবনে একশ পূর্ণ করল 'ব্রি'। ২৫শে সেপ্টেম্বর ২০১৯ রাজধানীর খামারবাড়িতে কৃষি তথ্য সার্ভিসের উদ্যোগে সাংবাদিকদের 'আধুনিক কৃষি তথ্য ও প্রযুক্তি ব্যবহার' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালার দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানে এই তথ্য জানানো হয়। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কৃষি কর্মকর্তারা জানান, উৎপাদন বৃদ্ধিতে ভালো মানের বীজ ব্যবহার যেমন প্রয়োজন তেমনি কোন জমিতে কোনো ফসল লাগাতে হবে সেটিও জানা জরুরি। এক সময়ের দুর্ভিক্ষের দেশ এখন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে বিজ্ঞানীদের গবেষণা আর পরিশ্রমের কারণে। আগামী দিনেও বিজ্ঞানীদের গবেষণা অব্যাহত থাকবে বলে জানান সংশ্লিষ্টরা।

নিরাপদ ও পুষ্টিমান সমৃদ্ধ খাদ্য সবার জন্য নিশ্চিত করা সরকারের লক্ষ্য

কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক ১৫ই সেপ্টেম্বর ২০১৯ ঢাকায় স্থানীয় হোটেলে 'International Nitrogen Management System (INMS) South Asia Demonstration' শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন–পিআইডি

কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক বলেন, নাইট্রোজেনের ব্যবহার ফসলের উৎপাদন ৩০-৩৪ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ায়। আবার অধিক নাইট্রোজেন সমৃদ্ধ সার ব্যবহারের ফলে জমির ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। কিন্তু জমির উর্বরতা কমে যায়। অনেক কৃষক সারের সঠিক ব্যবহার না জেনে জমিতে বেশি বেশি সার ব্যবহার করে। যার ফলে সারের নাইট্রোজেন বাতাসে মিশে পরিবেশ দূষিত করে, আবার পানিতে মিশে মানুষের জন্য ক্ষতির কারণ হয়। তাই এর ব্যবহার পরিমিত করতে হবে এবং পর্যায়ক্রমে কমিয়ে আনতে হবে। ১৫ই সেপ্টেম্বর রাজধানীর লেক ক্যাসেল হোটেলে 'International Nitrogen Management System (INMS) South Asia Regional Demonstration' শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা উল্লেখ করেন।

কৃষিমন্ত্রী আরো বলেন, সরকার খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কাজ করছে। সরকারের লক্ষ্য নিরাপদ ও পুষ্টিমান সমৃদ্ধ খাদ্য সবার জন্য নিশ্চিত করা, এজন্য কৃষকদের সচেতন করতে হবে। অধিক সার ব্যবহারের ফলে পরিবেশ ও মানুষের জন্য বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় তা কৃষকদের জানাতে হবে। কৃষিকর্মে জৈব সার ও রাসায়নিক সার প্রয়োগের মাধ্যমে নাইট্রোজেন সরবরাহ করা হয়। আমাদের কৃষিকর্মের প্রয়োজনে হেক্টর প্রতি আবাদি জমিতে রাসায়নিক সারের ব্যবহার অনেক বেশি।

বাংলাদেশের কফি বিশ্ব মানের

কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, ধাননির্ভর কৃষির পাশাপশি অপ্রচলিত অথচ লাভবান কৃষির দিকে গুরুত্ব দিচ্ছে সরকার। কফি, কাজুবাদাম, অ্যাভোকাডো-সহ বিভিন্ন ফসল চাষে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে

কৃষকদের। ১১ই সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক প্রতিষ্ঠান North End (Pvt) Ltd-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক Rick Hubbard মন্ত্রীর সাথে তাঁর দপ্তরে সাক্ষাৎ করলে তাঁকে এসব কথা জানান।

Rick Hubbard বলেন, North End ২০১১ সালে বান্দরবানের রুমা উপজেলায় ৫০০টি কফি গাছের চারা দিয়ে কফি চাষ শুরু করে। বর্তমানে গাছের সংখ্যা ১ লাখ ৫০ হাজার। বিগত দুই বছর যাবৎ বাংলাদেশে উৎপাদিত কফি বাজারজাত ও রপ্তানি করা হচ্ছে। North End এবং FAO মনে করে বাংলাদেশের কফি বিশ্বমানের। এটার চাষ বাংলাদেশের পরিবেশের জন্য উপযোগী, পানি কম লাগে, পোকামাকড় ও রোগজীবাণুর আক্রমণ নেই। এছাড়া FAO বাংলাদেশে কফি প্রসেসিং মেশিন বিনামূল্যে সরবরাহ করছে।

প্রতিবেদন: এনায়েত হোসেন

বিদ্যুৎ: বিশেষ প্রতিবেদন

বিদ্যুতের নতুন দিগন্তে যুক্ত হলো নতুন একটি সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র

দেশের একমাত্র জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র কাপ্তাইয়ে যোগ হলো সাত দশমিক চার মেগাওয়াটের একটি সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড পিডিবি কেন্দ্রটির মালিক। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১১ই সেপ্টেম্বর সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির আনুষ্ঠানিক উদ্‌বোধন করেন। এর বাইরে আরো চার বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং দশ উপজেলায় শতভাগ বিদ্যুতায়ন উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী। এ নিয়ে দেশে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা হলো ২২ হাজার ৩২৯ মেগাওয়াট। একইসঙ্গে শতভাগ বিদ্যুতায়িত উপজেলার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হলো ২১১টি।

অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী সাধারণ মানুষকে বিদ্যুৎ ব্যবহারে মিতব্যয়ী হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হোন, অতিরিক্ত বিদ্যুৎ যেন নষ্ট না হয়। আমরা যত টাকা দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করি তারচেয়ে অর্ধেকের কম দামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে যাচ্ছি।

প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন, বিদ্যুৎ যখন গ্রামেগঞ্জে মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে যাবে তখন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। আমাদের লক্ষ্য প্রতিটি গ্রামে উন্নয়নের ছোঁয়া পৌঁছে দেওয়া আর বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনা করা। আমরা সেই লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে যাচ্ছি। প্রতিটা উপজেলা যেন সম্পূর্ণভাবে বিদ্যুৎ পায় সেজন্য আমরা ঘোষণা দিয়েছি, যেন মানুষের মধ্যে একটা উৎসাহ আসে। শতভাগ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১১ই সেপ্টেম্বর ২০১৯ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ৪টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ৮টি ৩৩/১১ কেভি জিআইএস উপকেন্দ্র এবং ১০টি উপজেলায় শতভাগ বিদ্যুতায়নের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন-পিআইডি

বিদ্যুৎ ধীরে ধীরে বাংলাদেশের প্রতিটি উপজেলা থেকে ইউনিয়নে পৌঁছে যাবে, সেটা আমরা পৌছাতে পারব।

বর্তমান সরকার দেশের ৯৩ শতাংশ বাড়িয়ে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন ২২ হাজার মেগাওয়াট ছাড়িয়েছে। বিদ্যুৎ বিভাগ সূত্রে জানা যায়, কাপ্তাই দেশের প্রথম এবং একমাত্র সরকারি সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র। এর আগে বেসরকারি খাতে আরো তিনটি গ্রিড সংযুক্ত সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র উৎপাদনে আসে।

বেসরকারি খাতে টেকনাফ ২০ মেগাওয়াট, পঞ্চগড় ৮ মেগাওয়াট এবং জামালপুর ৩ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র গ্রিডে বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে। সম্প্রতি রাষ্ট্রীয় কোম্পানি নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি (এনডব্লিউপিজিসিএল) এবং চীনের ন্যাশনাল মেশিনারি এক্সপোর্ট অ্যান্ড ইমপোর্ট করপোরেশন (সিএমসি) দেশে ৫০০ মেগাওয়াট নবায়নযোগ্য জ্বালানির বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। সরকারের এই উদ্যোগ সফল হলে ২০২২ সালের মধ্যে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে। যার ৪৫০ মেগাওয়াট সৌর এবং ৫০ মেগাওয়াট বায়ু বিদ্যুৎ।

বিদ্যুৎ বিভাগ বলছে, গত দশ বছরে বিদ্যুতের উৎপাদন ক্ষমতা পাঁচগুণ বেড়ে ২২ হাজার ৩২৯ মেগাওয়াট দাঁড়িয়েছে। সারা দেশে আরো ৪৮টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণাধীন রয়েছে, যার মোট উৎপাদন ক্ষমতা ১৬ হাজার ১৩৮ মেগাওয়াট। সরকার ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে উৎপাদনের মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০২১ সালের মধ্যে সরকার ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিতে চায়। এজন্য পর্যায়ক্রমে দেশের সকল উপজেলায় শতভাগ বিদ্যুৎ নিশ্চিত করা হচ্ছে। ক্রমান্বয়ে প্রতি উপজেলায় শতভাগ বিদ্যুতায়নের আওতায় আনা হচ্ছে। এখন পর্যন্ত ২১১টি উপজেলা শতভাগ বিদ্যুতায়নের আওতায় এসেছে। ১১ই সেপ্টেম্বর সর্বশেষ ১০ উপজেলাকে শতভাগ বিদ্যুতায়িত উপজেলা হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। আগামী বছরের শেষ নাগাদ বাকি উপজেলাগুলোকেও শতভাগ বিদ্যুতায়িত উপজেলা হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হবে। ১১ই সেপ্টেম্বর নতুন আটটি সাবস্টেশন উদ্বোধন করা হয়েছে। ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানির সরবরাহ ক্ষমতা ৫৬০ এমভিএ বৃদ্ধি পেল।

প্রতিবেদন: সানজিদা আহমেদ

নিরাপদ সড়ক : বিশেষ প্রতিবেদন

সড়ক-মহাসড়কের ২১ পয়েন্টে মাপা হবে গাড়ির ওজন

মহাসড়কে যাতায়াত সহজ আর আরামদায়ক করতে একাধিক লেন নির্মাণ করা হচ্ছে। কিন্তু যানবাহনের অতিরিক্ত ওজনের (ওভারলোড) কারণে নির্ধারিত সময়ের আগেই শেষ হয়ে যাচ্ছে সড়কের আয়ুষ্কাল। এতে জনগণের অনেক ক্ষেত্রে ভোগান্তি বাড়ছে। দেশের সড়কের এমন পরিণতি ঠেকাতে এবং মহাসড়ক টেকসই করতে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। সড়ক-মহাসড়ককে ক্ষতির হাত থেকে বাঁচাতে ২১টি পয়েন্টে বসানো হবে এক্সেল লোড কন্ট্রোল স্টেশন (পণ্যবাহী গাড়ির ওজন নিয়ন্ত্রক যন্ত্র)। আর

এই যন্ত্র বসাতে সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগ ব্যয় করবে ১ হাজার ৬৩০ কোটি ২৭ লাখ ৯১ হাজার টাকা। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও সড়কে লোড নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। অনেক সময়ই দেখা যাচ্ছে যানবাহনের অতিরিক্ত ওজনের কারণে রাস্তা ভেঙে যাচ্ছে, কোথাও দেবে যাচ্ছে। এতে করে ভোগান্তিও বাড়ছে।

তাই সড়ক ও জনপথ অধিদফতরের আওতাধীন গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়কে পণ্য পরিবহণের উৎসমুখে এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র স্থাপন নামে একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রণালয়। ইতোমধ্যে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় প্রকল্পটির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। প্রকল্প ব্যয়ের পুরোটাই অর্থায়ন করবে সরকারের নিজস্ব তহবিল থেকে। এ বিষয়ে ৩রা সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত একনেক সভায় নির্দেশনা দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী কেন্দ্রীয়ভাবে এটি মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা রাখতে বলেছেন যাতে কেউ অতিরিক্ত পণ্য নিলে নাম, ঠিকানা, গাড়ির নম্বর অটোমেটিক কেন্দ্রীয় মনিটরে উঠে যায়। অর্থাৎ এই যন্ত্র বসানোর ক্ষেত্রে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির কথা বলেছেন তিনি। এছাড়া সড়কের শৃঙ্খলা রক্ষার বিষয়েও প্রধানমন্ত্রী বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন ওই সভায়। এ প্রকল্পের মেয়াদ ধরা হয়েছে চলতি বছরের জুলাই থেকে ২০২২ সালের জুন পর্যন্ত।

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক রক্ষার তাৎক্ষণিক প্রকল্প

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের দীর্ঘ সময় ধরে স্থায়িত্ব নিশ্চিতে গ্রহণ করা হয়েছে পারফরম্যান্স বেইজড অপারেশন (তাৎক্ষণিক মেরামত) প্রকল্প। ১৯২ দশমিক ৩০ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের সড়কের প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয়েছে ৭৯৩ কোটি ১৪ লাখ টাকা। আগামী জানুয়ারি থেকে কাজ শুরু হবে। সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রণালয়ের সড়ক ও জনপথ চট্টগ্রাম সড়ক বিভাগ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে।

প্রতিবেদন: মো. সৈয়দ হোসেন

কর্মসংস্থান: বিশেষ প্রতিবেদন

উচ্চশিক্ষার্থে বাংলাদেশি ৩০ জন কর্মকর্তার জাপান গমন

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস ও বাংলাদেশ ব্যাংক-এর ৩০ জন কর্মকর্তা জাপান সরকারের বৃত্তি নিয়ে উচ্চশিক্ষার্থে জাপান গমন করেন। ৩রা সেপ্টেম্বর ২০১৯ বাংলাদেশ দূতাবাস, টোকিওর বঙ্গবন্ধু অডিটোরিয়াম-এ তাঁদের স্বাগতম ও শুভেচ্ছা জানান জাপানে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা।

রাষ্ট্রদূত বৃত্তিপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের বাংলাদেশের শুভেচ্ছা দূত হিসেবে কাজ করার আহ্বান জানান। লেখাপড়ার পাশাপাশি সবাইকে তিনি জাপানি ভাষা, সংস্কৃতি এবং জীবন ও কর্ম পদ্ধতি শিখতে এবং তা ব্যক্তিগত ও পেশাগত ক্ষেত্রে প্রয়োগের পরামর্শ দেন। জাপান থেকে অর্জিত শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা দেশ ও দেশের মানুষের কল্যাণে কাজে লাগানোর জন্য রাষ্ট্রদূত কর্মকর্তাদের আহ্বান জানান।

জাপানিজ গ্রান্ট এইড ফর হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট (জেডিএস) স্কলারশিপ প্রোগ্রামের মাধ্যমে ২০০১ সাল থেকে প্রতিবছর বাছাই করে বাংলাদেশের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের এই বৃত্তি প্রদান করে আসছে। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি), বাংলাদেশ ও জাপান ইন্টারন্যাশনাল কোপারেশন সেন্টার (জাইস) এই প্রোগ্রামের বাস্তবায়ন সংস্থা হিসেবে কাজ করছে।

দক্ষ কর্মী তৈরিতে সরকারের উদ্যোগ সফল করার আহ্বান প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রীর

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমদ বলেন,

বৈদেশিক কর্মসংস্থান নিরাপদ, নিয়মিত ও দায়িত্বশীল করতে সকলের সচেতনতা অত্যন্ত জরুরি। তিনি বলেন, বিদেশে গমনেচ্ছুদের দক্ষতার পাশাপাশি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের পক্ষ থেকে নানা ধরনের সচেতনতামূলক আরো প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। তিনি আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ কর্মী তৈরিতে সরকারের উদ্যোগ সফল করার আহ্বান জানান। মন্ত্রী ২৯শে সেপ্টেম্বর ২০১৯ প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব রৌনক জাহানের বিদায় এবং নব নিয়োগপ্রাপ্ত সচিব মো. সেলিম রেজার বরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

প্রতিবেদন: ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

পরিবেশ ও জলবায়ু : বিশেষ প্রতিবেদন

সবাইকে বৃক্ষরোপণ করতে হবে

'সবুজ শ্যামল সিংড়া, গড়ে তুলব আমরা'– এ স্লোগানকে সামনে রেখে নাটোরের সিংড়ায় প্রতিবছরের ন্যায় আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলকের উদ্যোগে চারা বিতরণ ও বৃক্ষরোপণ অভিযান শুরু হয়েছে। ১১ই সেপ্টেম্বর নিংগইন জোড়মল্লিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে বৃক্ষরোপণ এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে চারা বিতরণ করেন।

মন্ত্রী বলেন, বৈশ্বিক তাপমাত্রায় কার্বন ডাই-অক্সাইড বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছে। এজন্য প্রধানমন্ত্রী সবাইকে অন্তত তিনটি করে গাছ লাগানোর পরামর্শ দেন। গাছ পরিবেশের প্রকৃত বন্ধু, সেই গাছকে যত্ন করতে হবে। সিংড়ার প্রতিটি অঙ্গনকে বৃক্ষে পরিণত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন তিনি। জলবায়ু মোকাবিলায় সবাইকে বৃক্ষরোপণের পরামর্শ দেন তিনি।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে দেশে একেক বছরে একেক আবহাওয়া

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে দেশে একেক বছর একেক ধরনের আবহাওয়া বিরাজ করছে। গত তিন বছরের আবহাওয়া বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ২০১৭ সালে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাত্রা ছিল অনেক বেশি। একইসঙ্গে রেকর্ড পরিমাণ বৃষ্টিপাতও। ২০১৮ সালের শুরুতেই স্মরণকালের রেকর্ড ভেঙে শীতে তাপমাত্রা নেমে আসে ২.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। ২০১৯ সালে আবহাওয়ার এই আচরণে ভিন্ন মাত্রা যোগ হয়েছে। স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের যেমন দেখা পাওয়া যাচ্ছে না, তেমনি তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি। ভরা বর্ষায় বৃষ্টির জন্য প্রতীক্ষা করতে হচ্ছে।

আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, এবছর জুন, জুলাই ও আগস্ট জুড়েই আবহাওয়া টালমাটাল আচরণ করেছে। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদফতরের দীর্ঘমেয়াদি পূর্বাভাস থেকে জানা যায়, জুন, জুলাই ও আগস্ট স্বাভাবিকের চেয়ে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বাড়তি ছিল। জুন ও আগস্টে বৃষ্টিপাত কম হয়েছে। জুলাইতে বেশি বৃষ্টিপাত হয়েছে। ভরা বর্ষায় আগস্টে সারা দেশে স্বাভাবিকের চেয়ে ২৩ দশমিক ২ শতাংশ কম বৃষ্টিপাত হয়েছে। সেপ্টেম্বরে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে যথাক্রমে ১ দশমিক ৮ ডিগ্রি ও শূন্য দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি ছিল। জুলাই মাসে বৃষ্টিপাত ও তাপমাত্রা বেশি ছিল। সারা দেশে স্বাভাবিকের চেয়ে ২৫ দশমিক ৮ শতাংশ বেশি বৃষ্টিপাত হয়েছে।

প্রতিবেদন: রিপা আহমেদ

স্বাস্থ্যকথা : বিশেষ প্রতিবেদন

সব বিভাগীয় শহরে ক্যানসার চিকিৎসা কেন্দ্রের অনুমোদন

দেশের প্রতিটি বিভাগীয় শহরের মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পূর্ণাঙ্গ ক্যানসার চিকিৎসা কেন্দ্র হবে। প্রতিটি চিকিৎসা কেন্দ্রে ১০০ শয্যা থাকবে। ১৭ই সেপ্টেম্বর জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) এ সংক্রান্ত প্রকল্প অনুমোদন করে। এ প্রকল্পে খরচ হবে ২ হাজার ৩৮৮ কোটি টাকা। ২০২২ সালের জুন মাসের মধ্যে এসব ক্যানসার চিকিৎসা কেন্দ্র নির্মাণ কাজ শেষ হবে। প্রতিটি চিকিৎসা কেন্দ্রের জন্য ১৭ তলা ভবন নির্মাণ করা হবে। একনেক সভা শেষে পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান সাংবাদিকদের বলেন, ক্যানসারের প্রাদুর্ভাব বেশি হওয়ায় এর প্রতিরোধ জরুরি। এ কারণে প্রতিটি বিভাগীয় শহরে ক্যানসার চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, ঢাকার কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালের পাশাপাশি চট্টগ্রাম, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, খুলনা, বরিশাল, রংপুর ও সিলেটে এ চিকিৎসা কেন্দ্র হবে।

পুরস্কার গ্রহণ করেন কিডনি বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. হারুন অর রশিদ

স্বাস্থ্যসেবায় পুরস্কার পেলেন হারুন অর রশিদ

'বাংলাদেশ হেলথ কেয়ার লিডারশিপ পুরস্কার ২০১৯' পেয়েছেন কিডনি ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক হারুন অর রশিদ। ঢাকার প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁওয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ভারতের ওয়ার্ল্ড হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস এবং সিএইচআরও এশিয়া যৌথভাবে এ পুরস্কার প্রদান করে। স্বাস্থ্যসেবায় বিশেষ অবদানের জন্য তাঁকে এ পুরস্কার দেওয়া হয়।

সব দিক বিশ্লেষণ করে সাত সদস্যবিশিষ্ট আন্তর্জাতিক জুরি বোর্ড জানায়, কিডনি রোগের বিশেষায়িত চিকিৎসাসেবা দিয়ে হারুন অর রশিদ বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবায় নেতৃত্ব দিচ্ছেন। কিডনি রোগীদের চিকিৎসা দেওয়ার পাশাপাশি তিনি কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট, রোগ প্রতিরোধে গবেষণা, প্রশিক্ষণসহ নানা বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছেন।

হাঁটু ও নিতম্ব প্রতিস্থাপন বিষয়ক কর্মশালা

কৃত্রিম হাঁটু ও নিতম্ব প্রতিস্থাপনের ওপর একটি কর্মশালা সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়েছে ভারতের অ্যাপেলো গ্লেনিগেলস হাসপাতালে। তিন দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত এ কর্মশালায় ভারত ছাড়াও বাংলাদেশ, নেপালসহ আরো কয়েকটি দেশের অন্তত ২০০ জন তরুণ চিকিৎসক অংশগ্রহণ করেন। এতে ফ্যাকাল্টি হিসেবে ভারতের ৫০ জন এবং সিঙ্গাপুরসহ অন্যান্য দেশের ১০ জন অভিজ্ঞ স্বনামধন্য শল্যচিকিৎসক (সার্জন) উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদন: মো. আশরাফ উদ্দিন

যোগাযোগ : বিশেষ প্রতিবেদন

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সে যুক্ত হচ্ছে ড্রিমলাইনার রাজহংস

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের বহরে যুক্ত হওয়া চতুর্থ ড্রিমলাইনার রাজহংস উদ্‌বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ১৭ই সেপ্টেম্বর বিকাল ৪টায় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অত্যাধুনিক বিমানটির উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী।

শেখ হাসিনা বলেন, ১০টি ড্রিমলাইনারের নাম আমি দিয়েছি, যাতে বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে সবাই পরিচিত হতে পারেন। এছাড়া পণ্য রপ্তানির জন্য দুটো কার্গো বিমান কেনা ও কার্গো ভিলেজ গড়ে তোলা হবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলছে বাংলাদেশ। পৃথিবীর বহু দেশ দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জন করলেও তাদের মূল্যস্ফীতি বেশি হয়। আমরা প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি মূল্যস্ফীতি ধরে রাখতে পেরেছি। প্রাকৃতিক ও মনুষ্য সৃষ্ট দুর্যোগসহ আমাদের অনেক দুর্যোগ মোকাবিলা করতে হয়েছে। তারপরও আমরা আমাদের দেশে চমৎকার একটা পরিবেশ ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছি। এর আগে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের বহরে যুক্ত হতে সর্বাধুনিক প্রযুক্তির

চতুর্থ বোয়িং ৭৮৭ ড্রিমলাইনার উড়োজাহাজ রাজহংস দেশে পৌঁছায়। রাজহংস যুক্ত হওয়ার পর সব মিলিয়ে বিমানের নিজস্ব উড়োজাহাজের সংখ্যা দাঁড়াল ১৬টিতে।

সব রেল স্টেশনে বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল স্থাপনের সুপারিশ

রেলপথ মন্ত্রণালয়ের স্থায়ী কমিটির ৫ম বেঠকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর প্রতিকৃতি ও ম্যুরাল এবং সংক্ষিপ্ত জীবনী মার্বেল পাথরে লিপিবদ্ধ করে দেশের সকল রেল স্টেশনে স্থাপনের সুপারিশ করেছে জাতীয় সংসদের রেলপথ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি। ১০ই সেপ্টেম্বর ২০১৯ জাতীয় সংসদ ভবনে অনুষ্ঠিত কমিটির ৫ম বৈঠকে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি স্থাপনের এই উদ্যোগ গ্রহণের জন্য রেলপথ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়। কমিটির সভাপতি এ বি এম ফজলে করিম চৌধুরী এতে সভাপতিত্ব করেন।

অভ্যন্তরীণ নৌ-রুটে পণ্যবাহী জাহাজ ভাড়ার প্রথম অ্যাপ 'জাহাজী' চালু

জাহাজ ভাড়ার প্রথম অ্যাপ 'জাহাজী' চালু হলো। অভ্যন্তরীণ নৌ-রুটে পণ্যবাহী জাহাজ ভাড়ার অ্যাপ 'জাহাজী'। নৌপরিবহণ প্রতিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক খালিদ মাহমুদ চৌধুরী ৭ই সেপ্টেম্বর ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবে-এর উদ্‌বোধন করেন।

'জাহাজী' অ্যাপের মাধ্যমে লাইটার জাহাজের মালিক, সাপ্লায়ার, ক্যারিয়ার, এজেন্ট এবং ব্রোকাররা ঘরে বসেই জাহাজ বুকিং দেওয়ার পাশাপাশি তার অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারবেন। পাশাপাশি চলন্ত জাহাজ থেকে পণ্যের মূল্য এবং মান যাচাই করে বালু, পাথরের মতো পণ্য কিনতে পারবেন। লাইটার জাহাজের জন্য এ সেবা বিশ্বের আর কোথাও নেই। নৌপরিবহণ খাতে সুষ্ঠু বাণিজ্যের জন্য এ ধরনের অ্যাপ নির্ভরযোগ্য প্লাটফর্ম হিসেবে ভূমিকা রাখবে যেখান থেকে ভেরিফায়েড তথ্য পাওয়া যাবে।

বুড়িগঙ্গা নদী পারাপারে ওয়াটার বাস

যাত্রী সাধারণের দুর্ভোগ লাঘবে বুড়িগঙ্গা নদী পারাপারে সদরঘাট ও কেরানীগঞ্জের মধ্যে শীঘ্রই চারটি ওয়াটার বাস চলাচল করবে। গত ১১ সেপ্টেম্বর নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ করপোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি)-এর উন্নয়ন, আর্থিক ও প্রশাসনিক বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। নৌপরিবহণ প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী এতে সভাপতিত্ব করেন। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. আবদুস সামাদ এবং বিআইডব্লিউটিসির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তাজুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

নির্মাণ করা হবে ছয় লেনের চার সেতু

চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজার যাতায়াতে ভোগান্তি কমাতে কক্সবাজার-চট্টগ্রাম মহাসড়কের চার নদীর ওপর চারটি ছয় লেনের সেতু নির্মাণ প্রকল্প এগিয়ে চলছে। সাড়ে ৭০০ কোটি টাকা ব্যয়ে কক্সবাজার-চট্টগ্রাম মহাসড়কের পটিয়ার ইন্দ্রপুল, চন্দনাইশের বরগুনী, দোহাজারী শঙ্খ ও চকরিয়ার মাতামুহুরী নদীর ওপর পুরোনো সেতুর স্থলে এসব সেতু তৈরির কাজ চলছে। পাশাপাশি সেতু বাস্তবায়নের পর কক্সবাজার-চট্টগ্রাম-টেকনাফ ২৩৫ কিলোমিটার মহাসড়ক চার লেনে উন্নীত করার প্রকল্পও হাতে নিয়েছে বর্তমান সরকার।

কক্সবাজার সড়ক ও জনপথ (সওজ) বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী পিন্টু চাকমা জানান, এ চার সেতুর পাশাপাশি কক্সবাজার-চট্টগ্রাম মহাসড়ক চারলেনে উন্নীত করার কার্যক্রম হাতে নিয়েছে সরকার। ২০১৭ সালের ৬ই মে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কক্সবাজারে মেরিন ড্রাইভ উদ্‌বোধনকালে কক্সবাজার-চট্টগ্রাম মহাসড়ককে চার লেনে উন্নীতকরণের ঘোষণা দেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৭ই সেপ্টেম্বর ২০১৯ হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের চতুর্থ ড্রিমলাইনার 'রাজহংস'-এর উদ্‌বোধন করেন–পিআইডি

প্রতিবেদন: জাহিদ হোসেন নিপু

মাদক প্রতিরোধ : বিশেষ প্রতিবেদন

জঙ্গিবাদ দুর্নীতি সন্ত্রাস মাদক থাকবে না

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৭ই অক্টোবর ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দির পরিদর্শনকালে এই কথা বলেন। তিনি বলেন, দেশে এখন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় আছে। ধর্মীয় সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠাই আওয়ামী লীগের বড়ো অর্জন। আমরা চাই আমাদের দেশে শান্তি ফিরে আসুক। শান্তি প্রতিষ্ঠায় দেশ থেকে দুর্নীতি, সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদ আর মাদকের মতো সব ব্যাধি নির্মূল করা হবে। শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষে রাজধানীর রামকৃষ্ণ মিশনে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানে তিনি এই বক্তব্য রাখেন।

সুস্থ সমাজ গঠনে মাদক নির্মূল করতে হবে

র‍্যাবের মহাপরিচালক ড. বেনজীর আহমেদ বলেন, সুস্থ এবং সুন্দর সমাজ গঠনের লক্ষ্যে মাদক নির্মূল করতে হবে। মাদকমুক্ত সমাজ গঠনে জনপ্রতিনিধি ও সমাজের সকল শ্রেণি পেশার মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। সবার সম্মিলিত প্রয়াসে মাদক ও জঙ্গিবাদমুক্ত সমাজ গঠন করা সম্ভব। ২৮শে সেপ্টেম্বর জেলা শহরের মোক্তারপাড়ায় পাবলিক হলে জেলা পুলিশ আয়োজিত জঙ্গি, সন্ত্রাস ও মাদকবিরোধী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে র‍্যাব মহাপরিচালক এসব কথা বলেন।

মাদক চিহ্নিতকরণ সাইনবোর্ড লিখে দিচ্ছে বিজিবি

এখন থেকে সীমান্তকারী বাহিনীর হাতে কোনো ধরনের মানব পাচারকারী, মাদক পাচারকারী, বিক্রেতা কিংবা মাদকসেবী আটক হলেই তাদের বাড়িতে চিহ্নিতকরণ সাইনবোর্ড লিখে

দেওয়া হচ্ছে। আইন প্রয়োগের পাশাপাশি সামাজিক আন্দোলনের অংশ হিসেবে এ ধরনের অপরাধীদেরকে নিরুৎসাহিত করা এবং তাদেরকে সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার পর যেন সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে এজন্যই এমন ব্যতিক্রমী উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে মন্তব্য করেন বিজিবির ২৫ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল গোলাম কবির। ২৩শে সেপ্টেম্বর গণমাধ্যমে তিনি এ বিষয়টি জানান। বিজিবি কর্মকর্তা আরো জানান, সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে মানব পাচারকারী, মাদক চোরাকারবারী এবং মাদক বিক্রেতাদের তালিকা করা হয়েছে। এসব তালিকা ধরে ক্রমান্বয়ে তাদের বাড়িও চিহ্নিত করা হবে।

প্রতিবেদন: জান্নাত হোসেন

সংস্কৃতি : বিশেষ প্রতিবেদন

শিল্পের আলোয় শেখ হাসিনার জন্মদিন

শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় চিত্রশালা মিলনায়তনে থরে থরে সাজানো চিত্রকর্ম। কোথাও স্থান পেয়েছে ইলাস্ট্রেশন স্থাপনাচিত্র। এসব বহুমাত্রিক শিল্পের আলোয় জন্মদিনে তুলে ধরা হয়েছে বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে। তাঁর সংগ্রামী জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের আলোকচিত্র ও শিল্পকর্ম নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের সপ্তসারথি শিরোনামে মাসব্যাপী বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি। প্রধানমন্ত্রীর ৭৩তম জন্মদিনে ২৮শে সেপ্টেম্বর একাডেমির চিত্রশালায় এ প্রদর্শনীর উদ্‌বোধন করেন জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরিন শারমিন চৌধুরী। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ ও শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকি। এ প্রদর্শনীতে তুলে ধরা হয়েছে শেখ হাসিনার সংগ্রামী জীবনকর্মকে। তাঁর ছোটোবেলা থেকে শুরু করে বর্ণাঢ্য জীবনের ২৩১টি আলোকচিত্র, ১৩৩টি চিত্রকর্ম, ৪টি স্থাপনাচিত্র ও ৫টি ইলাস্ট্রেশন তুলে ধরা হয়েছে এ প্রদর্শনীতে। এটি চলে ২৮শে আগস্ট থেকে ২৮শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।

'প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের সপ্তসারথি' শিরোনামে মাসব্যাপী বিশেষ প্রদর্শনীর উদ্‌বোধন শেষে আলোকচিত্র ঘুরে দেখেন জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরিন শারমিন চৌধুরী

শিক্ষক দিবসে মঞ্চস্থ হলো স্বপ্নদলের 'হেলেন কেলার'

'বিশ্ব শিক্ষক দিবস ২০১৯'-এ সকল শিক্ষাগুরুর প্রতি আন্তরিক সম্মান জানিয়ে শিক্ষকের অতিমানবিক প্রেরণা আর শিক্ষার্থীর অসামান্য শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের স্মারক প্রযোজনা 'হেলেন কেলার'-এর বিশেষ মঞ্চায়ন করল নাট্যসংগঠন 'স্বপ্নদল'। ৫ই অক্টোবর ২০১৯ সন্ধ্যায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির স্টুডিও থিয়েটার হলে স্বপ্নদলের দেশ-বিদেশে দর্শকনন্দিত মনোড্রামা 'হেলেন কেলার'-এর প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। 'বিশ্বের বিস্ময়' মহীয়সী হেলেন কেলারের জীবন-কর্ম-স্বপ্ন-সংগ্রাম-দর্শনভিত্তিক ব্যতিক্রমী প্রযোজনা 'হেলেন কেলার' রচনা করেছেন অপূর্ব কুমার কুণ্ডু এবং নির্দেশনা দিয়েছেন জাহিদ রিপন। এতে অভিনয় করেন জুয়েনা শবনম এবং প্রযোজনা-ব্যবস্থাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন শাখাওয়াত শ্যামল।

জাতিসংঘের ইউনেস্কোর উদ্যোগে ১৯৯৪ থেকে সারা বিশ্বে 'বিশ্ব শিক্ষক দিবস' পালিত হয়ে আসছে। এদিন বিশেষ প্রদর্শনীতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. সৈয়দ মো. গোলাম ফারুক এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন সরকারি তিতুমীর কলেজের উপাধ্যক্ষ প্রফেসর ড. মোসা. আবেদা সুলতানা।

দৃষ্টি, বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী হওয়া সত্ত্বেও প্রবল আত্মবিশ্বাস আর শিক্ষয়িত্রী অ্যান স্যুলিভানের অতি-মানবিক প্রেরণায় হেলেন কেলারের সকল নেতিবাচকতার বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়ানোর কাহিনি নিয়ে আবর্তিত হয়েছে স্বপ্নদলের 'হেলেন কেলার'। এতে হেলেন কেলারের নিজ শিক্ষয়িত্রী অ্যানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষ্যে প্রকাশিত হয় চার্লি চ্যাপলিন-মার্ক টোয়েন-কেনেডি-আইনস্টাইন প্রমুখ বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তিত্বদের সান্নিধ্যে তার জীবনের সমৃদ্ধির কথা। উন্মোচিত হয় পাশ্চাত্যের হেলেন কেলার-এর জীবনে প্রাচ্যের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তথা রবীন্দ্রদর্শনের প্রবল প্রভাবের প্রকৃত-স্বরূপ! উঠে আসে নারী জাগরণ-মানবতাবাদের পক্ষে এবং যুদ্ধ-ধ্বংস-সহিংসতা-বর্ণবাদ তথা আণবিক অস্ত্রের বিরুদ্ধে তার স্পষ্ট অবস্থানের কথা। পাশাপাশি উচ্চকিত হয় ব্যক্তিজীবনের নানা পূর্ণতা-অপূর্ণতার প্রসঙ্গও। অজস্র প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করে প্রকাশিত ও বিকশিত হয়ে মানবকল্যাণে নিবেদিত হতে পারাটাই হয়তো জীবনের চূড়ান্ত সার্থকতা– এ উচ্চাঙ্গের অনুভবটিই শেষাবধি প্রধান হয়ে ওঠে হেলেন কেলার-এর জীবনীনির্ভর এবং গবেষণাগার পদ্ধতিতে নির্মিত ঐতিহ্যের ধারায় আধুনিক বাংলা নাট্যরীতির এ প্রযোজনায়।

প্রসঙ্গত, জাপানের টোকিও-তে বাংলাদেশ দূতাবাসের আমন্ত্রণে এবং ভারতের কলকাতায় প্রাচ্য নিউ আলিপুর আয়োজিত স্বনামখ্যাত 'পূবের নাট্যগাথা' আন্তর্জাতিক নাট্যোৎসবে মঞ্চায়নসহ এ পর্যন্ত ২৭টি সফল প্রদর্শনীর মাধ্যমে 'হেলেন কেলার' প্রযোজনাটি ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে।

প্রতিবেদন: তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

চলচ্চিত্র : বিশেষ প্রতিবেদন

'ইতি, তোমারই ঢাকা' ছবিটি সেন্সর ছাড়পত্র পেয়েছে

দেশের প্রথম অমনিবাস চলচ্চিত্র ইমপ্রেস টেলিফিল্মের ছবি 'ইতি, তোমারই ঢাকা'। বহু প্রতীক্ষার পর নভেম্বরে ছবিটি মুক্তি পেতে যাচ্ছে। সম্প্রতি ছবিটি সেন্সর ছাড়পত্র অর্জন করেছে। এ ছবিটি গত

বছর থেকেই আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রাঙ্গনে দৌড়ে রয়েছে। গত বছরের অক্টোবরে এশিয়ার সবচেয়ে বড়ো ও সম্মানজনক চলচ্চিত্র উৎসব 'বুসান আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব'-এর ২৩তম আসরে ছবিটি ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ারের পর এ পর্যন্ত অর্জন করেছে কাজান আন্তর্জাতিক মুসলিম চলচ্চিত্র উৎসব-এর ১৫তম আসরে 'রাশিয়ান গিল্ড অব ফিল্ম ক্রিটিকস অ্যাওয়ার্ড' এবং জয়পুর আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয়ে 'শ্রেষ্ঠ মৌলিক চিত্রনাট্যে'-র পুরস্কার অর্জন করে।

এ পর্যন্ত ছবিটি সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া, কম্বোডিয়া, কানাডা, ইংল্যান্ড, সাউথ আফ্রিকা, ভারতের মুম্বাই থার্ড আই আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব, আওরঙ্গবাদ চলচ্চিত্র উৎসব, ১১তম বেঙ্গালুরু আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব, কোলাহপুর আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব, পুনে, চেন্নাইসহ প্রায় ২০টি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে অংশ নেয়।

এ ছবিটির গল্পে দেখা যাবে– ঢাকার নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনযাপন, তাদের সংগ্রাম ও বেঁচে থাকার নিরন্তর যুদ্ধই ছবির পটভূমি। সঙ্গে উঠে এসেছে ঢাকার নিজস্ব সংস্কৃতিও। এর সবকিছুই নিপুণ দক্ষতায় তুলে ধরেছেন ১১ জন তরুণ নির্মাতা। তারা হলেন– গোলাম কিবরিয়া ফারুকী, মাহমুদুল ইসলাম, মীর মোকাররম হোসেন, রাহাত রহমান জয়, রবিউল আলম রবি, সৈয়দ সালেহ আহমেদ সোবহান, সৈয়দ আহমেদ শাওকী, আবদুল্লাহ আল নূর, তানভীর আহসান, কৃষ্ণেন্দু চট্টোপাধ্যায় ও নুহাশ হুমায়ুন।

ছবিটিতে অভিনয় করেছেন– নুসরাত ইমরোজ তিশা, ইন্তেখাব দিনার, শতাব্দী ওয়াদুদ, ইরেশ যাকের, লুত্ফর রহমান জর্জ, ত্রপা মজুমদার, ফজলুল রহমান বাবু, ফারহানা হামিদ, শাহতাজ মনিরা হাশিম, মোস্তাফিজুর নূর ইমরান প্রমুখ।

সাত দেশে 'সাপলুডু' প্রদর্শিত

দেশের সীমানা পেরিয়ে এবার 'সাপলুডু' প্রদর্শিত হবে বিদেশের পর্দায়। ১২ই অক্টোবর এ যাত্রা শুরু হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া থেকে। গোলাম সোহরাব দোদুলের এ চলচ্চিত্রটি আরো ৬টি দেশে মুক্তি পাবে। এতে অভিনয় করেছেন আরেফিন শুভ ও বিদ্যা সিনহা মিম, তারিক আনাম খান, জাহিদ হাসান, সালাউদ্দিন লাভলু, ইন্তেখাব দিনার, শতাব্দী ওয়াদুদ, মৌসুমি হামিদ, রুনা খান, মারজুক রাসেল প্রমুখ।

এ চলচ্চিত্রটি ১২ই অক্টোবর অস্ট্রেলিয়ার সিডনির হোয়াইটস ব্যাংকসটাউন সিনেমা হলে দুপুর ১২টায় সিনেমাটি প্রদর্শিত হবে। এরপর মেলবোর্ন, ক্যানবেরা, ব্রিজবেন এবং অ্যাডেলেড শহরে এটি প্রদর্শনের পরিকল্পনা রয়েছে। এরপর ১৮ই অক্টোবর ইতালি, ২৬শে অক্টোবর নিউইয়র্ক, ২৮শে অক্টোবর ওয়াশিংটন ডিসি এবং ১লা ও ২রা নভেম্বর লস এঞ্জেলসে প্রদর্শিত হবে। অন্য দেশগুলোর মধ্যে আছে– ইংল্যান্ড, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে।

প্রতিবেদন: মিতা খান

প্রতিবন্ধী : বিশেষ প্রতিবেদন

প্রতিবন্ধী, বেদে ও হিজড়াদের ঘর নির্মাণ করে দিবে সরকার

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. এনামুর রহমান বলেন, সরকার প্রতিবন্ধী, বেদে ও হিজড়াদের ৩ লাখ টাকা ব্যয়ে ঘর নির্মাণ করে দিবে। এসময় ডিজঅ্যাবিলিটি ইনক্লুসিভ ডিজাস্টার রিস্ক ম্যানেজমেন্ট বাস্তবায়ন সংক্রান্ত জাতীয় টাস্কফোর্সের প্রধান উপদেষ্টা সায়মা ওয়াজেদ পুতুল উপস্থিত ছিলেন।

সভায় ডা. এনামুর রহমান বলেন, আমরা ইতোমধ্যে বাংলাদেশের সব গৃহহীনকে দুর্যোগ সহায়ক গৃহ দেওয়ার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। বর্তমান সরকারের নির্বাচনি ইশতাহার মতে কেউ গৃহহীন থাকবে না। তাই গ্রাম হবে শহরের আওতায়।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, আমাদের যে টিআর কাবিখার বিশেষ বরাদ্দ ছিল, সেটা আমরা বন্ধ করে দিয়েছি। সেই ফান্ডটি দুর্যোগ সহনীয় ঘর নির্মাণ প্রকল্পে নিয়ে আসা হয়েছে। এর মধ্যে আমরা ১১ হাজার ৬০৪টি ঘর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করেছি। এবছর আবার ২৩ হাজার ঘর নির্মাণের জন্য বরাদ্দ দিয়েছি। এছাড়া আমরা বেদে, হিজড়া ও প্রতিবন্ধীদের কিছু রিজার্ভ ঘর দেওয়ার জন্য বরাদ্দ দিয়েছি। সেখানে আমরা তাদের ঘর তৈরি করে দেব। আগে একটি ঘর তৈরি করতে খরচ হতো ২ লাখ ৫৮ হাজার। এখন নির্মাণ ব্যয় ধরা হয়েছে ৩ লাখ টাকা।

তিনি বলেন, এটা প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় করা হচ্ছে। এছাড়া গত বছর থেকে নির্মাণ ব্যয় বাড়িয়ে ঘরের নকশা ও মান ভালো করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

প্রতিবেদন: হাছিনা আক্তার

শিশু ও কিশোর উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

দুই দশকে বিশ্বে শিশু মৃত্যুহার অর্ধেকে নেমেছে

ইউনিসেফ ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, বাংলাদেশসহ বিশ্বের অনেক দেশেই মাতৃ ও শিশু মৃত্যুহার কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে বড়ো অগ্রগতি হয়েছে। ১৮ই সেপ্টেম্বর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কেন্দ্রীয় দপ্তর থেকে প্রকাশিত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, ২০০০ সালের পর থেকে বিশ্বে শিশু মৃত্যুহার প্রায় অর্ধেক এবং মাতৃ মৃত্যু এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি হ্রাস পেয়েছে, যার বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সাশ্রয়ী ও মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবায় উন্নতির ফল হিসেবে দেখা হচ্ছে।

দেশগুলোর রাজনৈতিক সদিচ্ছা, সার্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে উদ্যোগী হওয়া, স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র ও স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য বিনিয়োগ বৃদ্ধি, বিনামূল্যে মা ও শিশুস্বাস্থ্য পরিচর্যার সুযোগ বৃদ্ধি করার মতো পদক্ষেপগুলো এক্ষেত্রে বড়ো ভূমিকা রেখেছে বলে মনে করা হচ্ছে।

শিশুরা দেশের নাগরিক তাদের রয়েছে সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার

হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি শেখ হাসান আরিফ বলেছেন, অনেক বাবা-মা শিশুসন্তানকে সম্পত্তি মনে করেন। শাসনের নামে নির্যাতন করে থাকেন। সন্তান কারো সম্পত্তি নয়, শিশু নিজেই নাগরিক। অনেকে বলে থাকেন, শিশুরা ভবিষ্যৎ নাগরিক, যা সঠিক নয়। শিশুরা বর্তমান নাগরিক। সংবিধান ও দেশের প্রচলিত আইনে শিশুর নিজেরই সুরক্ষা পাওয়ার আইনগত অধিকার রয়েছে।

'ডাইভারশন ফ্রম দ্য পুলিশ স্টেশন আন্ডার দ্য চিলড্রেন অ্যাক্ট ২০১৩' (শিশু আইনের অধীনে পুলিশ স্টেশনে না নিয়ে বিকল্প পথের সন্ধান) শীর্ষক এক কর্মশালায় বিচারপতি শেখ হাসান আরিফ এসব কথা বলেন। ইউনিসেফের সহযোগিতায় সুপ্রিম কোর্ট স্পেশাল কমিটি ফর চাইল্ড রাইটস এই কর্মশালার আয়োজন করে। ৩১শে আগস্ট সুপ্রিম কোর্ট মিলনায়তনে এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

হটলাইন ৩৩৩-এ বন্ধ হচ্ছে বাল্যবিবাহ

বাল্যবিবাহ বন্ধে গত বছরের ১২ই এপ্রিল চালু হয় সরকারি হটলাইন নম্বর ৩৩৩। এই নম্বরে দেশের যে-কোনো স্থান থেকে বাল্যবিবাহের তথ্য জানানো যায়। তথ্য পাওয়ার পর হটলাইনটির সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি ওই তথ্য সংশ্লিষ্ট থানা বা জেলা প্রশাসনকে অবহিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার তাগিদ দেন। তারপর স্থানীয় প্রশাসন কর্মকর্তারা ত্বরিত ব্যবস্থা নেন।

হটলাইন ৩৩৩ ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়নের কাজ করছে সরকারের এটুআই প্রকল্প ও জেলা প্রশাসন। এটুআই প্রকল্পের ই-সার্ভিস স্পেশালিস্ট মোহাম্মদ আশরাফুল আমিন জানান, সারাদেশ থেকে বাল্যবিবাহ বন্ধে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ৩৩৩ নম্বরে এ পর্যন্ত ফোন বা খুদে বার্তা এসেছে তিন হাজার ৪৫৬টি। এর মধ্যে বাল্যবিবাহ বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে দুই হাজার ৫৮২টি।

প্রতিবেদন: নাসিমা খাতুন

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী: বিশেষ প্রতিবেদন

পার্বত্য এলাকায় পালিত হলো দুর্গোৎসব

বছর ঘুরে আবার আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে লাখো ভক্তকে ভারাক্রান্ত করে বিদায় নিলেন দেবী দুর্গা। এরই মধ্য দিয়ে শেষ হলো হিন্দু সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড়ো ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা। ঢাকের বাদ্য, শঙ্খ আর উলুধ্বনিতে ৪ঠা অক্টোবর ষষ্ঠীতে শুরু হয়

শারদীয় দুর্গাপূজা। নানা আচার-অনুষ্ঠান, পূজা-অর্চনার মধ্য দিয়ে অন্যান্য এলাকার মতো কাপ্তাই, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি, চট্টগ্রাম জেলার সনাতন হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা এ উৎসব পালন করে। ৮ই অক্টোবর বিজয়া দশমীর দিন দেবী দুর্গার প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ হয় শারদীয় দুর্গাপূজা।

পাহাড়ে যত্রতত্র আর বাড়িঘর নির্মাণ করতে দেওয়া হবে না

'বর্জ্যকে সম্পদে পরিণত করতে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার'– এই প্রতিপাদ্যের আলোকে ৭ই অক্টোবর রাঙামাটি জেলা প্রশাসন ও গণপূর্ত বিভাগের যৌথ আয়োজনে 'বিশ্ব বসতি দিবস-২০১৯' উদ্‌যাপন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় জেলা প্রশাসক এ কে এম মামুনুর রসিদ এ কথা বলেন। জেলা প্রশাসক বলেন, রাঙামাটিতে অনেকদিন থেকে বিভিন্নভাবে যার যার ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনুযায়ী কাপ্তাই লেকের পাড়ে বা পাহাড়ের যত্রতত্র বাড়িঘর তৈরি করছে। নিয়মনীতির বাহিরে গিয়ে এগুলো তৈরি করা হয়েছে। এখন এগুলোকে নিয়মের মধ্যে আনা বা বসতি টেকসই করা দরকার। ভবিষ্যতে কেউ যেন লেক দখল করে এবং পাহাড়ের যত্রতত্র আর বাড়িঘর নির্মাণ করতে না পারে সে জন্য জেলা প্রশাসন কড়া নজর রাখবে।

বান্দরবানে '৩৩৩' কল দিলেই মিলবে সেবা

জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দিতে সরকারের কেন্দ্রীয় তথ্য, সেবা ও অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের জন্য কল সেন্টার '৩৩৩' চালু করা হয়েছে। মাঠপর্যায়ে কল সেন্টার '৩৩৩'-এর কার্যক্রম প্রচারণার জন্য ১৮ই সেপ্টেম্বর জেলা প্রশাসকের কক্ষে এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে এ তথ্য জানানো হয়।

এসময় জেলা প্রশাসক মো. দাউদুল ইসলাম জানান, সরকারি সেবা প্রাপ্তির পদ্ধতি, জনপ্রতিনিধি ও সরকারি কর্মচারীদের সাথে যোগাযোগের তথ্য, পর্যটন আকর্ষণযুক্ত স্থানসমূহ, বিভিন্ন জেলা সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য, ই-টিন সংক্রান্ত তথ্য ও সেবা, আবহাওয়ার জন্য, রেল সেবার জন্য, নিরাপদ অভিবাসন সংক্রান্ত তথ্য ও অভিবাসনের প্রতারণার শিকার হলে অভিযোগ জানাতে প্রবাসীগণ ০৯৬৬৬৭৮৯৩৩৩-এ নম্বরে কল দিয়ে সেবা নিতে পারবেন। তথ্য জানার পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার প্রতিকারে নাগরিকেরা জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে জানাতে পারবেন। ৩৩৩ নম্বরের মাধ্যমে এ পর্যন্ত ২৪০০-র বেশি বাল্যবিয়ে প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছে বলে জানান জেলা প্রশাসক।

প্রতিবেদন: আসাব আহমেদ

ক্রীড়া : বিশেষ প্রতিবেদন

উয়েফা অ্যাসিস্ট ডেভেলপমেন্ট ফুটবলে সেরা বাংলাদেশ

মালদ্বীপকে উড়িয়ে উয়েফা অ্যাসিস্ট অনূর্ধ্ব-১৬ ডেভেলপমেন্ট ফুটবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে ২০শে অক্টোবর মইনুল ইসলামের হ্যাটট্রিকে মালদ্বীপকে ৬-০ গোলে হারায় বাংলাদেশ। বাকি তিন গোলদাতা ইমন ইসলাম, সাজেদ হাসান ও অপূর্ব মালি।

ইউরোপিয়ান ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা উয়েফার অর্থায়নে হওয়া এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল স্বাগতিক বাংলাদেশসহ কম্বোডিয়া, ফরো আইল্যান্ডস ও মালদ্বীপ। কম্বোডিয়াকে ২-০ গোলে হারিয়ে এই প্রতিযোগিতা শুরু করা বাংলাদেশ নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে ফারো আইল্যান্ডসের বিপক্ষে ৩-১ গোলে জিতেছিল। টানা তিন জয়ে ৯ পয়েন্ট নিয়ে চ্যাম্পিয়ন হলো স্বাগতিকরা।

জয় দিয়ে নিউজিল্যান্ড সফর শেষ বাংলাদেশের যুবাদের

পঞ্চম ও শেষ যুব ওয়ানডেতে ৭৩ রানে জিতেছে বাংলাদেশ। লিঙ্কনের বার্ট সাটক্লিফে ১৩ই অক্টোবর টসে জিতে ব্যাট করতে নেমে ৫০ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে বাংলাদেশ ৩১৬ রান সংগ্রহ করে। জয়ের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে ৪৩ ওভার ৪ বলে ২৪৩ রানে গুটিয়ে যায় নিউজিল্যান্ড। ছন্দে থাকা ওপেনার তানজিদ হাসান তুলে নিলেন টানা চতুর্থ ফিফটি। রান পেলেন পারভেজ হোসেন, শাহাদাত হোসেন ও অভিষেক দাস। বোলিংয়ে আলো ছড়ালেন শরিফুল ইসলাম। নিউজিল্যান্ড অনূর্ধ্ব-১৯ দলকে বড়ো ব্যবধানে হারিয়ে সিরিজ শেষ করল বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দল। বিশ্বকাপের প্রস্তুতির জন্য খেলা সিরিজ ৪-১ ব্যবধানে জিতে দেশে ফিরেছে বাংলাদেশ।

বাংলাদেশ 'এ' দলের সিরিজ জয়

দারুণ এক সেঞ্চুরির পর বোলিংয়েও অবদান রাখলেন সাইফ হাসান। গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখলেন অন্য বোলাররাও। সবার মিলিত অবদানে তৃতীয় ও শেষ আনঅফিসিয়াল ওয়ানডেতে শ্রীলঙ্কা 'এ' দলকে সহজেই হারিয়ে সিরিজ জিতে নিয়েছে বাংলাদেশ 'এ' দল। সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় ম্যাচে ডাকওয়ার্থ ও লুইস পদ্ধতিতে ৯৮ রানে জিতেছে বাংলাদেশ। কলম্বোর আর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে ১২ই অক্টোবর ৫০ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে বাংলাদেশ সংগ্রহ করে ৩২২ রান। জবাবে ২৪.৪ ওভারে শ্রীলঙ্কা ৬ উইকেটে ১৩০ রান করার পর আলোক স্বল্পতায় আর খেলা সম্ভব হয়নি। ডাকওয়ার্থ ও লুইস পদ্ধতিতে জয়ের জন্য তখন স্বাগতিকদের দরকার ছিল ২২৯ রান। প্রথম ম্যাচে বড়ো ব্যবধানে হারা বাংলাদেশ পরের দুটিতে জিতে ২-১ ব্যবধানে সিরিজ ঘরে তুলল।

কলকাতা টেস্টে উপস্থিত থাকবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

প্রথমবারের মতো পূর্ণাঙ্গ সফরে ভারতে যাচ্ছে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল। যেখানে তিনটি টি-টোয়েন্টি ও দুটি টেস্ট খেলার কথা রয়েছে টাইগারদের। আর এই সফরে কলকাতার ঐতিহাসিক ইডেন গার্ডেন্সে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট খেলবে দু'দল। যেখানে ম্যাচের শুরুর দিন বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতি নিশ্চিত করেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের প্রেসিডেন্ট সৌরভ গাঙ্গুলী।

আইএএনএসের রিপোর্টে বলা হয়েছে, সবকিছু পরিকল্পনা মতো ঘটলে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও থাকবেন। এছাড়া গাঙ্গুলী আরও জানান, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীকেও আমন্ত্রণ জানানো হবে।

প্রতিবেদন: মো. মামুন হোসেন

সচিত্র বাংলাদেশের মফস্বল এজেন্ট

কবি আ. ওয়াহাব
গ্রাম : দুধস্বর, ডাকঘর : ভাটই
উপজেলা : শৈলকূপা, জেলা : ঝিনাইদহ

আখতার হামিদ খান
সহযোগী অধ্যাপক, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ
সাভার কলেজ, সাভার, ঢাকা

ঢাকার স্থানীয় এজেন্ট

মো. ইউনুস, পীরজঙ্গী মাজার, মতিঝিল, ঢাকা
মিলন, বায়তুল মোকাররম, ঢাকা
আব্দুল হান্নান, কমলাপুর, ঢাকা
সৃজনী, কমলাপুর, ঢাকা
আমির বুক হাউজ, পুরানা পল্টন, ঢাকা
পাঠশালা, শাহবাগ, ঢাকা
আলীরাজ, শাহবাগ, ঢাকা।

এ সকল এজেন্টের কাছ থেকে **সচিত্র বাংলাদেশ** ক্রয় করা যাবে।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

চলে গেলেন শিল্পী কালিদাস কর্মকার

আফরোজা রুমা

শিল্পী কালিদাস কর্মকার আর নেই। ১৮ই অক্টোবর দুপুরে রাজধানীর ল্যাবএইড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। বাংলাদেশের চিত্রকলার জগতে তিনি অনন্য এক নাম, যিনি দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিশ্বশিল্পের আঙিনায় নিজের শিল্পকর্মকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে শোক জানিয়ে বাণী দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

কালিদাস কর্মকারের 'পাললিক' সিরিজ যেন বাংলার মানুষ ও ঐতিহ্য অন্বেষণের এক ধারাবাহিক চিত্রমালা। শিল্পীর সব প্রদর্শনীর সঙ্গে 'পাললিক' শব্দটি ছড়িয়ে থাকত। পলিমাটির এই দেশ তাঁর চিন্তায় মিশে ছিল সব সময়। তারই প্রকাশ যেন তিনি ঘটাতে চাইতেন এই শব্দের মধ্য দিয়ে।

বাংলাদেশের শিল্পকলাকে সারাবিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়ার কাজ করেছেন শিল্পী কালিদাস কর্মকার। বাংলাদেশসহ ৫০টিরও বেশি দেশে প্রায় ৭০টির মতো একক প্রদর্শনী করেছেন তিনি। ফ্রিল্যান্স শিল্পী হিসেবে কাজ করতেন। তিনি বড়ো ক্যানভাস ও ডিটেইল কাজের জন্য সমকালীন শিল্পীদের মধ্যে বিশেষ আলোচিত ছিলেন। তাঁর ছবিতে গহীন প্রশ্ন আছে, যুক্তির বেড়াজালের বাইরে বেরিয়ে তাঁর ছবিতে মুখ্য হয়ে ওঠে অতল আবেগ। রূঢ় বাস্তবতা যেমন নিঃসংকোচে প্রকাশ করেছেন, তেমনি নান্দনিকতার স্পর্শ তাঁর ছবিকে করে তুলেছে মোহময়, রহস্যময়। কালিদাসের ছবিতে শুধু বেদনা এবং বেদনা প্রকাশের ব্যাপারটিই মুখ্য নয়, বরং এটি সময়, স্থান এবং অবিশ্রান্ত মানবীয় অভিজ্ঞতার মধ্যকার সম্পর্ককে মূর্ত করে তোলে। তাঁর কাজে সামান্য উপাদান, বুনট, আকার এবং রঙের সুনির্দিষ্ট প্রয়োগ দেখা যায়। প্রকাশ পায় শিল্পীর উচ্ছ্বাস, অভিব্যক্তি, শুদ্ধতা, বেদনা, স্মৃতি আর একাকিত্ব। বিপত্নীক কালিদাস কর্মকারের দুই মেয়ে কঙ্কা কর্মকার ও কেয়া কর্মকার আমেরিকায় থাকেন।

শিল্পী কালিদাস কর্মকার ১০ই জানুয়ারি ১৯৪৬ সালে ফরিদপুর শহরের নিলটুলীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৬২ থেকে ১৯৬৪ এই তিন বছর তৎকালীন ঢাকা আর্ট ইনস্টিটিউট থেকে দুই বছরের সূচনা কোর্স শেষ করে ১৯৬৯ সালে কলকাতায় সরকারি আর্ট কলেজ থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে চারুকলায় স্নাতক করেন। দেশে-বিদেশে আয়োজিত শিল্পী কালিদাসের একক চিত্র প্রদর্শনীর সংখ্যা এ দেশের চারুশিল্পীদের মধ্যে সর্বাধিক। ১৯৭৬ সাল থেকে ফ্রিল্যান্স শিল্পী হিসেবে দেশে-বিদেশে কাজ করে আসছিলেন তিনি। এছাড়া তিনি বহু আন্তর্জাতিক দলবদ্ধ প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ ও আন্তর্জাতিক সম্মান লাভ করেছেন।

বাংলাদেশে ছাপচিত্র শিল্পের প্রচার ও প্রসার আন্দোলনে গ্রাফিকস আঁতেলিয়ার ৭১-এর মাধ্যমে তাঁর ভূমিকা স্মরণীয়। ভারত, পোল্যান্ড, ফ্রান্স, জাপান, কোরিয়া, আমেরিকাতে আধুনিক শিল্পের বিভিন্ন মাধ্যমে উচ্চতর ফেলোশিপ নিয়ে সমকালীন চারুকলার নানা মাধ্যমে তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। তাঁর কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ সরকার থেকে তিনি একুশে পদক (২০১৮), শিল্পকলা পদক (২০১৬) এবং সুলতান গোল্ড অ্যাওয়ার্ড (২০১৫) পান এই চিত্রশিল্পী। তিনি ওয়ারশ ইউনিভার্সিটির ওয়ারশ একাডেমি অব ফাইন আর্টসে গ্রাফিক আর্ট বিষয়ে পোল্যান্ড সরকারের বৃত্তি, প্যারিসে আতেলিয়ার-১৭-তে গবেষণার জন্য ফাইন আর্টসে ফরাসি সরকারের উচ্চতর বৃত্তি, টোকিও ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব ফাইন আর্টস অ্যান্ড মিউজিকে জাপানিজ উডব্লক প্রিন্টিং বিষয়ে জাপান ফাউন্ডেশন ফেলোশিপ, পশ্চিমবঙ্গ ললিতকলা একাডেমি স্টুডিওতে গবেষণার জন্য আইসিসিআর বিশেষ বৃত্তি এবং যুক্তরাষ্ট্র এশিয়ান কালচারাল কাউন্সিল নিউইয়র্ক ফেলোশিপ লাভ করেন। তিনি ২০০৬ সালে ব্রুকলিনে পয়েন্টবি ওয়ার্ক লজে রেসিডেন্সিতে অংশ নেওয়ার জন্য এসিসি ফেলোশিপ পান।

কালিদাস কর্মকারের একক চিত্র প্রদর্শনী হয়েছে ঢাকা ছাড়াও অন্যান্য দেশে যেমন– ভারত, জাপান, আমেরিকা, ইরান ও হংকংয়ে। কালিদাস কর্মকার কসমস গ্যালারির একজন উপদেষ্টা ছিলেন। তাঁর প্রথম একক চিত্র প্রদর্শনী হয়েছিল শিল্পকলা একাডেমির গ্যালারিতে ১৯৭৬ সালের আগস্ট মাসে।

প্রয়াত চিত্রশিল্পী কালিদাস কর্মকারের প্রতি ২১শে অক্টোবর শহিদমিনারে সম্মিলিত জোট ও বাংলাদেশ চারুশিল্পী সংসদ আয়োজিত শিল্পীর শ্রদ্ধাঞ্জলিতে অংশ নেয় বিভিন্ন সংগঠন। শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় শিল্পী কালিদাস কর্মকারকে বিদায় জানালেন ভক্ত শুভার্থীরা। তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে দেশ এক কর্মব্যস্ত চির-তরুণ শিল্পীকে হারালো।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা ফুলেল শ্রদ্ধা জানান বরেণ্য এ চিত্রশিল্পীকে। মানুষের ভালোবাসার ফুলে ভরে উঠেছিল তার কফিন। কেন্দ্রীয় শহিদমিনার ও চারুকলা প্রাঙ্গণে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে সবুজবাগ বরদেশ্বরী কালী মন্দির শ্মশানে তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

নবারুণ-এর
বার্ষিক চাঁদা ২৪০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১২০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা

নবারুণ

মোবাইল অ্যাপ্স-এ নবারুণ পড়তে স্মার্ট ফোন থেকে **google play store**-এ **nobarun** লিখে মোবাইল অ্যাপ্স ডাউনলোড করুন।

নবারুণ নিয়মিত পড়ুন, লেখা পাঠান ও মতামত দিন।
লেখা সিডি অথবা ই-মেইলে পাঠান।
e-mail: editornobarun@dfp.gov.bd

Bangladesh Quarterly

ত্রৈমাসিক ইংরেজি পত্রিকা

Bangladesh Quarterly
Yearly : Tk. 120/-
Half yearly : Tk. 60/-
Per issue : Tk. 30/-

- The Bangladesh Quarterly publishes news, articles, features and literary works on history, culture, heritage, economy, development and progress of the country.
- A write-up within 2000 words is preferred.
- Would appreciate, if relevant photographs (with caption) are attached with any article.
- The soft copy may be sent other than CD or Pen drive to the following e-mail address : bangladeshquarterly@yahoo.com
bdqtrly2@gmail.com

অ্যাডহক প্রকাশনা

বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পর্যটনসহ বিষয়ভিত্তিক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় চার রঙে আর্টপেপারে মুদ্রিত ছবি সমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রকাশনা নিজের সংগ্রহে রাখতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

মিট বাংলাদেশ (২০০ পৃষ্ঠা): ১,০০০ টাকা
বাংলাদেশের পাখি (২১৬ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (২৪০ পৃষ্ঠা) : ১,২৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : সিলেট বিভাগ (১১২ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : চট্টগ্রাম বিভাগ (২০০ পৃষ্ঠা) : ১,২০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : খুলনা বিভাগ (১৮৪ পৃষ্ঠা) : ৮০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : বরিশাল বিভাগ (১৩৬ পৃষ্ঠা) : ৭০০ টাকা

কমিশন : ২৫%
এজেন্ট কমিশন : ৩৩%

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বণ্টন)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউজ রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৯৩৫৭৪৯০
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd

সচিত্র বাংলাদেশ

Regd.No.Dha-476 Sachitra Bangladesh Vol. 40, No. 04, October 2019, Tk. 25.00

সৌন্দর্যের লীলাভূমি উজিরপুরের সাতলা বিল

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য মন্ত্রণালয়
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা।

সচিত্র বাংলাদেশ অক্টোবর ২০১৯ ■ আশ্বিন-কার্তিক ১৪২৬